প্রেমের পথের অমৃত বাণী

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

প্রেমের পথের অমৃত বাণী

(সুফি মাশায়িখের উক্তি)

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী



খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

উৎসর্গ

আমার তরীকতের শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ, যুগের শ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শাখয়ে কাতিয়া

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

এবং

যুগে যুগে এই ধরার কোলে এসে যেসব মহাত্মন সুফি মাশাইখ অসংখ্য মানুষকে তারীকতের রাস্তার সঠিক পথনির্দেশ করে গেছেন তাঁদের পবিত্র রূহের মাগফিরাত কামনায়।

-গ্রন্থকার

বিষয়সূচি

بسم الله الرحمٰن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাঁর কৃপা ও দয়ার সীমা নেই। ইলমে মা'রিফাত হলো তাঁর সঠিক পরিচিতি অর্জনের জ্ঞান। এই জ্ঞানার্জন হেতু অতীতে অসংখ্য মুসলমান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছেন। মহান প্রভুর দরবারে 'অলি' হিসাবে স্বীকৃত হয়ে দুনিয়া-আখিরাতে সীমাতিক্রম উপকৃত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তরীকার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে, পবিত্র শরীয়ার গণ্ডিসীমার মধ্যে দৃঢ়পদ হয়ে সঠিক তাসাওউফচর্চার মাধ্যমে নৈকট্যশীল বান্দাদের তালিকায় শামীল করুন।

কুতবে যামান হযরত মাওলানা আমিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০১০ ঈসায়ী সালের ১০ সেপ্টেম্বর জুমুআতুল বিদার দিন বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট নগরীর সুবিদ বাজারে স্থাপিত আলী সেণ্টারে ইন্তিকাল করেন। কুতবে যামানের ইশারায় ও আলী সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং বর্তমান মালিক লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর প্রচেষ্টায়, একই ইমারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'খানক্বায়ে আমিনীয়া-আসগরিয়া'। আল্লাহর মর্জিতে আমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন দীনি কার্যক্রমের সূচনা করেছি। খানক্বার গবেষণা কেন্দ্র থেকে ইতোমধ্যে, অত্র গ্রন্থের লেখক কর্তৃক অনূদিত 'মাহবুব নবীর মাহবুব সুন্নাত', কবি আবদুল মুকিত মুখতার প্রণীত 'আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা, একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা', সৈয়দ মাহমুদুল হাসান কৃর্তক অনূদিত যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাপস প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'আল-ফুরক্বান বাইনাল হাক্কে ও বাতিলে ফী ইলমিত তাসাওউফ ওয়াল ইহসান', পবিত্র হজ্জ সম্পর্কে সুলিখিত 'বাইতুল্লাহর মেহমান' ইদ্যাতি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। দীনি গ্রন্থ প্রকাশনার অংশ হিসাবে ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী প্রণীত অত্র গ্রন্থখানা খানক্বায়ে-আমিনীয়া-আসগরিয়া থেকে পাঠকদের হাতে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আশারাখি গ্রন্থটি পাঠ করে সকলে উপকৃত হবেন। আমরা সবার দু'আপ্রার্থী।

(মাওলানা) ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى اله وأصحابه أجمعين

ভূমিকা

সুফিতত্ত্ব এবং তাসাওউফ হলো আধ্যাত্মিক প্রেমের রাস্তা। ইসলামের শুরুতেই এর উৎপত্তি। একদল আল্লাহপ্রেমিক নিজেদের জীবন এই প্রেমের রাস্তায় কাটিয়েছেন। তারা বুঝতে সক্ষম হন যে, আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ হলো 'আল্লাহর প্রেম'। প্রেমাস্পদের জন্য তারা ব্যকুল ছিলেন। পরবর্তীতে এদেরকে মানুষ 'আল্লাহপ্রেমিক', 'দরবেশ', ''আরিফ', 'সুফি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। সাফা শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা। সুফিরা হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেন তাই তারা সুফি। ছোট ছোট সুফি গ্রুপ থেকে শেষ পর্যন্ত জগতখ্যাত সুফি 'তরীকা' সমূহের আবির্ভাব ঘটে। অধিকাংশ তরীকা স্ব-স্ব সুফি শিক্ষকের বা বড়ো শায়খের নামানুসারে পরিচিত হয়।

সুফিতত্ত্বের বিকাশ ঘটে তরীকার 'সিলসিলা' বা সাজারার মাধ্যমে। প্রত্যেক তরীকার শুরু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং তা শায়খ থেকে শায়খ হয়ে বর্তমান পর্যন্ত একসূত্রে গাঁথা। সুতরাং সত্যিকার কোন শায়খের সঠিক সিলসিলা থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে অবশ্যই কোন তরীকার শায়খদের সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত 'খিলাফত' লাভকারী মুর্শিদে কামীল হতে হবে।

প্রত্যেক তরীকার মধ্যে কিছু বিশেষ জিকির-মুরাকাবার নিয়ম-কানুন আছে যার উদ্দেশ্য হলো সালিককে মা'রিফাতের রাস্তায় ভ্রমণে সদা-সর্বদা সম্পৃক্ত এবং তার হৃদয়ে ইশকে ইলাহীর আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা। কারণ আল্লাহর পরিচিতি তথা মা'রিফাত হাসিলের রাস্তাই হলো ইশ্‌ক বা প্রেমের রাস্তা। সুফি মহাত্মনদের লেখা ও বাণী থেকে যে কোন সালিক উপকৃত হতে পারেন। এগুলোও মূলত মা'রিফাতের রাস্তার খোরাক। এ থেকেও মানুষ সত্যিকার প্রেমাস্পদের জন্য ব্যকুল হয়ে যেতে পারে। তার অন্তরে জাগ্রত হতে পারে আল্লাহ-প্রাপ্তির ভীষণ আকাঙ্ক্ষা যা মূলত মানবসৃষ্টির মূল কারণ। এই পুস্তকে

আমরা আগের যুগের মহাত্মন অলিদের বাণী বিষয়ভিত্তিক উপায়ে সাজিয়ে তুলে ধরেছি। আমরা আশা রাখি এ থেকে পাঠকরা উপকৃত হবেন। তবে গ্রন্থ প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আমরা আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

সুফি রাস্তার শেষ উদ্দেশ্য হলো 'ফানা ফিল্লাহ'। এর অর্থ আল্লাহপ্রেমে এতো বেশী বিভোর হওয়া যে, এক পর্যায়ে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। এই ভ্রমণকে বলে, 'একাকিত্ত্বের মধ্যে এককের ভ্রমণ'। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে পৌঁছা সহজ ব্যাপার নয়। ভ্রমণকারীকে অবশ্যই কিছু 'স্তর' বা স্টেশন অতিক্রম করতে হবে। এসব স্টেশন মূলত 'পরীক্ষার' স্তরসমূহ। আর এসব স্তর ও এদের হালতের স্বরূপই সুফি শায়খরা কথা ও কলমের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। তাদের নিজেদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এসব বাণীতে ফুটে উঠেছে। সুতরাং সালিকদের জন্য এগুলো মূল্যবান নসীহত।

মনে রাখা দরকার তাসাওউফ প্রেমের রাস্তায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতার নাম। এই অভিজ্ঞতার বর্ণনাই হলো সুফিদের বাণী। আমাদের রূহ তার প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সে তার আসল প্রেমিকের কাছে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু দেহরাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সে ছুটোছুটি করছে- ছটফট করছে। কিন্তু এই ইহলোকে থেকেই তাকে ফিরে যাওয়ার কঠিন ভ্রমণে যেতেই হবে। সে তার প্রেমাস্পদের মিলনাকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে গেছে। এই বিচ্ছিন্ন হওয়া ও ফিরে যাওয়ার ভ্রমণকেই বলে তাসাওউফ। আল্লাহপ্রেমিক মহাত্মন সুফিরা নিজেদের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আমাদের উপকারার্থে রেখে গেছেন লিখিতভাবে। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ তথা আশিক ও মাশুকের সম্পর্ক এবং হালত সুফি সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকভাবে ফুটে ওঠেছে।

সুফিরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, জিকরুল্লাহর মাধ্যমে আমরা চিরন্তন জিন্দেগীর দিকে ধাবিত হই। আমাদের সম্মুখে সে চিরস্থায়ী জীবনের হাক্বিকাত উন্মোচন হয়। আর ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রেমাস্পদের তাজাল্লি দ্বারা আমাদের অন্তরাত্মা আলোকিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় স্বয়ং মাশুক তাঁর আশিকের মধ্যে নিজেকে প্রকাশও করে থাকেন। যাকে আমরা ভাবি অনেক দূরের বাসিন্দা, তাঁকে হঠাৎ আবিষ্কার করে নিই এবং বুঝতে সক্ষম

হই, ‘তিনি তো আসলে আমাদের শাহরগ থেকেও নিকটে’। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের এসব রহস্যময় ক্ষণগুলোকে সুফিরা এ পথের পথিকদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে গেছেন অতি সরল, রসপূর্ণ এবং রহস্যাবৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে। এই ভ্রমণ হলো একটি রহস্যাবৃত আধ্যাত্মিক জগতের বিচরণ-স্পৃহা। এ রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে অসংখ্য বস্তু যাদের কোনটা সরল, কোনটা দুর্বোধ্য আবার কোন কোনটা সম্পূর্ণ রস-রহস্যে পরিপূর্ণ। তবে পুরো এই ভ্রমণ হলো মাশুকের মিলনাকাঙ্ক্ষায় বিরহের অনলে বিদগ্ধ আত্মার চিৎকার ও হা-হতাশ।

প্রাথমিক যুগের সুফিরা অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় তাসাওউফের মর্মবাণী মানুষকে শোনাতেন। শ্রোতারা তাঁদের কথায় আকৃষ্ট হতো এবং তাসাওউফচর্চায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে দুনিয়া-আখিরাতে লাভবান হতেন। অবশ্য পরবর্তীতে সুফিতত্ত্বের উপর উচ্চতর গবেষণা শুরু হয়। সুশিক্ষিত ইসলামী মহাত্মন চিন্তাবিদ যেমন ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শাইখুল আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ এই বিষয়ের উপর বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দেখিয়েছেন যে, তাসাওউফ শরীয়তেরই একটি অভ্যন্তরস্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি শরীয়ত ও তাসাওউফের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করেন। শাইখুল আকবর ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শতবৎসর পর ‘ওয়াহদাতুল উযুদ’ নামক সুফিতত্ত্বের জন্ম দেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এক-প্রভু এবং একক সত্তাই হাক্বিকাত। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরই ফার্সী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শামসে তিবরিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে আধ্যাত্মিক জগতের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে কলম ধরেন। তিনি রচনা করে গেছেন জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ সুফি সাহিত্যের কীর্তি ‘মসনবী শরীফ’।

হযরত জালালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মসনবী শুধু মুসলিম বিশ্বে নয় পরবর্তীতে ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। এখনও এই মহাগ্রন্থ অসংখ্য বনি আদম পাঠ করে আধ্যাত্মিক জগতের সুপেয় সুধার সন্ধান পেয়ে যাচ্ছেন। এই মসনবী শরীফের

ওয়াসিলায়ই সমগ্র পশ্চিমা জগতে **'ইসলামী আধ্যাত্মিকতা'** পরিচিতি অর্জন করেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি হিদায়াত দান না করেন তাহলে কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, পশ্চিমা দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে **'সুফিজম'** [*শব্দটি অমুসলিমদের আবিষ্কার- তাসাওউফচর্চাকে* ***'সুফিজম'*** *বা* ***'সুফিবাদ'*** *বলে সম্বোধন করা আদৌ সঠিক নয়। এটা কোন বাদ-মতবাদ নয় বরং* ***'ইহসান'*** *হাসিলের রাস্তা যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হতে পারে এবং ইলমে মা'রিফাত তথা আল্লাহ-পরিচিতি অর্জনের মাধ্যমে জীবন-মরণের রহস্য তার কাছে উদ্ঘাটন হওয়ার সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়*] এর উপর দস্তুরমতো গবেষণামূলক 'কোর্স' হতে দেখেছি।

এরূপ একটি কোর্সে যোগদান করে দেখলাম, ছাত্রদের অধিকাংশই অ-মুসলিম খৃষ্টান, এক দু'জন হিন্দু এবং শিক্ষকসহ কয়েকজন বেপর্দা নারীও! 'সুফিজম' কি তা বুঝতে ও এ থেকে লাভবান হওয়ার আশায় এরা সবাই দীর্ঘ ছ'মাসের কোর্সে টাকার বিনিময়ে যোগ দিয়েছেন। আরো জানতে পারলাম, এদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিএ, বিএসসি, মাস্টার্স ইত্যাদি পর্যায়ের সুশিক্ষিত ব্যক্তি। এদের একজন গণিতে এমএসসি পর্যন্ত ডিগ্রীধারী ছিলেন। আমি অবশ্য এক পর্যায়ে বলেছি, সত্যিকার অর্থে সুফি বা তাসাওউফের রাস্তায় চলার পূর্বশর্ত হলো খাঁটি মুসলমান হওয়া। কথাটি তাদের নিকট তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয় নি- কারণ আমার কথার প্রতিক্রিয়ায় অনেকেই ভ্রূ-সংকোচন করেছেন। এভাবে 'অ-মুসলিমরা' সুফিতত্ত্বের উপর 'এক্সপার্ট' বনেই তাসাওউফ ও তাসাওউফপন্থীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। তাসাওউফের রাস্তায় চলার পূর্বশর্ত যে, শরীয়তের পাওবন্দ 'মুসলমান' হওয়া- তা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি তাসাওউফ বুঝার ও এ পথে চলার তাওফিক দিন।

যা হোক, তাসাওউফের উপর হাজার বৎসর ধরে অসংখ্য কিতাব রচিত হয়েছে। প্রায় সবাই একটি ব্যাপারে একমত যে, এ রাস্তা হলো আশিকানা রাস্তা। সুফিতত্ত্ব মূলত আশিক-মাশুকের ব্যাপার-স্যাপার। ইশকে ইলাহী হলো এর মূল চালিকাশক্তি- চলন্ত গাড়ির পেট্রোল। অত্র গ্রন্থে প্রখ্যাত সুফিদের ভাষায় এই 'ইশকের রাস্তার' বর্ণনাই লিপিবদ্ধ উদ্দেশ্য। লেখকের নাম দিয়েছি

কিন্তু সূত্র উল্লেখ করি নি। আমাদের ধারণা সূত্র উল্লেখের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। তবে গ্রন্থে যেসব মহাত্মন সুফি মাশাইখদের উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করেছি। আমরা এখানে কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে, এই গ্রন্থের তথ্যাদি বেশ কয়েকটি সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. "**কাশফুল মাহযুব**", হযরত আবুল হাসান আলী হাজবেরী দাতা গঞ্জেবখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ২. "**তাযকিরাতুল আওলিয়া**", হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৩. "**মসনবী মা'নবী**", হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৪. "**আনিসুল আরওয়াহ**", হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৫. "**গুলিস্তাঁ**" ও "**বোস্তাঁ**", হযরত শেখ সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৬. "**ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন**", হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭. "**মাশাইখে চিশত**", হযরত জাকারিয়া কান্ধলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ৮. "**মুসলিম জ্ঞানভাণ্ডার**", মুহাম্মদ সামছুল হক তালুকদার নূরী। ৯. ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যাদি।

যে কোন লেখায় ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। অত্র গ্রন্থে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে পাঠকের নিকট সবিনয় অনুরোধ- অনুগ্রহ করে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। সবশেষে গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম জাযা দিন। আমি অধম সবার নিকট দু'আ প্রার্থী।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আগসরিয়া, সিলেট।
১৪/৬/২০১১ ঈসায়ী।

সুফি

সুফিতত্ত্ব মানে আকারহীন মহাসত্য অনুভবের রাস্তা। আর যারা এই রাস্তায় ভ্রমণ করেন তারাই সুফি। সুফির আকাঙ্ক্ষা আকারহীন ও বিস্তৃতিহীন হয়ে যাওয়া। এরূপ না হলে নিজেকে আল্লাহর মধ্যে আল্লাহর জন্যে ফানা হওয়া সম্ভব নয়। তখন শুধু তিনি থাকবেন আর কেউ নয়। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র রাস্তা হলো ইশ্‌ক। কিন্তু ইশকের রাস্তায় ভ্রমণকারীর মধ্যে কিছু গুণাগুণ থাকতে হবে।

"সুফি তারা যারা অন্য সবকিছু থেকে আল্লাহকে অধিক ভালোবাসেন। সুতরাং আল্লাহও তাঁর সৃষ্ট সবকিছু থেকে তাদেরকে ভালোবাসেন" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"শুরু থেকে যে একমাত্র মহাসত্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে ইচ্ছুক সেই সুফি। তার কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে না পৌঁছা পর্যন্ত সে থামে না, সে কারো কোন কথায়ও তোয়াক্কা করে না। কারণ 'আমি তোমার জন্যে ছুটে চলছি ভূতলে ও মহাসমুদ্রে; মরু-প্রান্তর যাই পেরিয়ে ও পাহাড়-পর্বত যাই চিরে এবং সবকিছু থেকে আমি নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছি শুধু তোমার সাথে আমি একা'।" [**হযরত মসনুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি হতে হলে সবকিছু থেকে চিন্তামুক্ত হতে হবে এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো চিন্তা হলো আপনকে নিয়ে চিন্তা। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার অর্থ হলো প্রভু থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তায় একটি মাত্র পদক্ষেপ বিদ্যমান: আপন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি সে তার নিজ থেকে অনুপস্থিত এবং প্রভুর সাথে উপস্থিত" [**হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি একটি দিবস যার প্রয়োজন নেই কোনো সূর্যের; একটি রাত যার দরকার নেই কোনো চন্দ্রের কিংবা তারার এবং অ-ব্যক্তি যার প্রয়োজন নেই কোনো ব্যক্তির" [**হযরত আবুল হাসান আলী খারাকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ্ সুফির নফসের মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই মধ্যে জীবন দান করেন" [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মানবতা থেকে সুফি বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং প্রভুর মধ্যে বিরাজ করেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং আমি তোমাকে আমার জন্য পছন্দ করে নিয়েছি", মানে তিনি সুফিকে সবকিছু থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। [**হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহর সাথে সর্বদা চলনকারী এবং মানুষের সাথে শান্তির মধ্যে অবস্থানকারী হলেন সুফি" [**হযরত ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যাকিছু আল্লাহ করেন, সুফি তাতে সন্তুষ্ট থাকেন এই আশায় যে যাকিছু তিনি নিজে করেন তাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকবেন" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"উপস্থিত ক্ষণে যেটা সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও শরীয়তসম্মত আল্লাহর বান্দা সুফি তাই করেন" [**হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

দরবেশ সম্পর্কে জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি জবাব দিলেন, "পানির রঙ নির্ভর করে এর পাত্রের রঙের উপর।

তাহলে, দরবেশের স্বরূপ সর্বদাই নির্ভর করবে ঐ মুহূর্তে তার মাক্বাম (বা স্তরের) উপর” [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“সুফির একটি গুণ হলো, তিনি নির্ভীক। কারণ, ভয়ের সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো অপছন্দনীয় কিছু ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা যার ফলে মুহাব্বাতের কিছু হারিয়ে যেতে কিংবা হাতছাড়া হতে পারে। সুফি শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্ত নিয়ে ব্যস্ত। তার কোন ভবিষ্যৎ নেই যে, যার ফলে তিনি ভয় করবেন” [**সুফি প্রবাদবাক্য**]।

“সুফি যেনো মাটি যার মধ্যে সব ধরনের বস্তু ছুড়ে মারা হয় এবং এ থেকে গঁজে ওঠে সুন্দর সুন্দর জিনিস” [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“মাটির মতো না হওয়া পর্যন্ত কেউ সুফি হতে পারবেন না- সৎকর্মশীল ও গুনাহগার উভয়েই এই মাটির উপর চলে। তিনি পারবেন না সুফি হতে যদি না তিনি আকাশের মেঘমালার মতো না হোন- এই মেঘমালাই সবকিছুকে ছায়া দান করে। যদি না তিনি বৃষ্টির মতো না হোন তিনি সুফি হবেন না- এই বৃষ্টিই সবকিছুকে পানি প্রদান করে, যাকে সে ভালোবাসে তাকে এবং যাকে সে ঘৃণা করে তাকেও” [**হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, সুফি হওয়ার শর্ত কি? তিনি জবাব দিলেন, “যাকিছু তোমার মনে আছে ভুলে যাও; যাকিছু তোমার হাতে আছে প্রদান করো; যাকিছু তোমার অদৃষ্টে আছে তা মেনে নাও!” [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“তিনি হচ্ছেন সুফি যার মধ্যে কোন কিছুই সংযুক্ত নয় এবং তিনিও কোন কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত নন” [**হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"পৃথিবীতে একজন মুসাফিরের মতো থাকো, যে আসে আর যায়, তোমার কাপড় ও জুতা ধুলা-বালুতে ভরপুর। চলার পথে তুমি কোনো সময় গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নাও, কোনো সময় চলতে থাকো মরুভূমির উপর। সর্বদাই মুসাফির হিসাবে হয়ে যাও, কারণ এই দুনিয়া তোমার আসল ঠিকানা নয়" [**আল-হাদীস**]

"পবিত্র দারিদ্র্যতা যার মধ্যে বিদ্যমান তিনি হচ্ছেন 'দরবেশ'। এই গরীব লোক সে নয় যার হস্ত জাগতিক টাকা ও বস্তুশূন্য, বরং তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত" [**হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

চটের বস্ত্র ও পশমী টুপি পরিহিত এক দরবেশ একদা শায়খ আবু আলী দাক্কাক এর দরবারে আসলো। শায়খের এক মুরীদ রসিকতা করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে দরবেশ! আপনার এই চটের জামাটি ক' টাকায় খরিদ করেছেন?"

দরবেশ জবাব দিলেন, "দুনিয়ার বিনিময়ে আমি এটা ক্রয় করেছি। আমাকে এটার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি" [**হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি হচ্ছেন তিনি যিনি কোনো কিছুর মালিক নন এবং কোনো কিছু তারও মালিক নয়" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"একমাত্র ক্রীতদাসই স্বাধীন!" [**হযরত শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি তিনি যিনি আল্লাহর প্রতি নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী" [**হযরত বিশর ইবনে হারিস আল-হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"খাদ্যের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের নাম 'ক্বানাআত'। যৌন উত্তেজনায় ধৈর্য ধারণের নাম 'সচ্চরিত্রতা'। জিহাদে ধৈর্য অবলম্বনের নাম 'বীরত্ব'। ক্রোধের সময় ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ার নাম 'হিল্‌ম'। বিপদে ধৈর্য ধরার নাম 'দৃঢ়তা'। উসকানির মুখে স্থির থাকার নাম 'ক্ষমা'" [**হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাওয়ালা লোকেরা জমিনের জন্য নিরাপত্তা এবং যুগের জন্য গণীমতস্বরূপ" [**হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"বান্দাদের আমলনামা প্রথমে কুতুবের দরবারে পেশ করা হয়। কুতুবের অনুমোদনের পর সেটা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র দরবারে পৌঁছানো হয়। কুতুবরা হচ্ছেন নজীবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উজির" [**হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তুমি সুফি হবে তখন যখন তোমার হৃদয় পশমের মতো নরম এবং উষ্ম হবে" [**সুফি প্রবাদবাক্য**]।

"প্রেমাস্পদের দ্বারে পড়ে থাকা, যদিও তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়- এটার নামই হলো সুফিতত্ত্ব" [**সুফি প্রবাদ**]।

"দরবেশরা হচ্ছেন একটি মুহাজিরীন ভ্রাতৃত্ব সংঘ। তারা পৃথিবীর উপর ও পৃথিবীর জন্য সদা পাহারাদার" [**অজানা সুফি প্রবাদ**]।

"দেহসৃষ্টির চার হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সকল রূহ সৃষ্টি করে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং এদেরকে স্বীয় পবিত্র নূর দ্বারা উদ্ভাসিত করেন। তিনি জানেন, এই নূরের কতটুকু কার ভাগ্যে জুটেছে। যে যতটুকু নূর দ্বারা আলোকিত হয়েছে সে ততটুকু তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী হয়েছে। এই

দীর্ঘকাল রূহগুলো আলোর মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো এবং তারা এর দ্বারা পুরোদমে তৃপ্ত হলো। এই পৃথিবীতে আসার পর যারা একে অন্যের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তারা ওখানেও একে অন্যকে ভালোবাসতো। এখানে তারা একে অন্যকে ভালোবাসে এবং এদেরকেই বলা হয় ওলিআল্লাহ। কারণ এই ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে। এসব রূহ একে অন্যকে জানে গন্ধের মাধ্যমে যেভাবে অশ্ব জেনে থাকে" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আপনি যদি সিদ্দীকিনদের সাথে থাকেন, তাহলে তাদের সঙ্গে সততা বজায় রাখবেন, কারণ তারা তোমার হৃদয়ের গোয়েন্দা। তারা তোমার হৃদয়ে আনাগোনা করেন কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারো না" [**হযরত আহমদ বিন আছিম আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"গভীর নীরবতার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সুফির সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্তায় কথা বলেন" [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফিতত্ত্ব প্রচার বা উপদেশবাণী দ্বারা বিস্তারলাভ করে না, এটা সময় সময় পথনির্দেশ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, যা শিক্ষার্থীর সাধারণ বোধশক্তির ঊর্ধ্বে" [**অজানা সুফি প্রবাদ**]।

"সুফি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো সম্মুখে মাথা নত করেন না" [**সুফি প্রবাদবাক্য**]।

সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি জবাব দিলেন: "হৃদয় বস্তুসকল থেকে বস্তুসকলের প্রভুর দিকে ফিরে যাওয়ার নাম সুফিতত্ত্ব" [**হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সুফি কারা? তিনি জবাব দিলেন: "যে অভাব পূরণ করতে আবদার করে না, যা পায় গ্রহণ করে নেয় এবং কোনদিনই জমা

করে না"। ফকীর কে? এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, "যে অস্তিত্বহীন অবস্থায় এবং এককত্বে বিলীন হয়ে প্রশান্ত" [**হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"এক দেশে বাদশা ছিলেন, যিনি একদিন তার বাদশাহী দরবারে প্রবেশকালে লক্ষ্য করলেন উপস্থিত লোকদের মধ্যে একব্যক্তি মাথা নত করে নি। অজানা এই লোকটির নিয়মবহির্ভূত কাজে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার স্পর্ধা তো কম না! কোন্ সাহসে তুমি মাথা নত করলে না? একমাত্র আল্লাহ আমার সামনে মাথা নত করেন না, এবং আল্লাহ থেকে বড়ো কিছুই নয়। কে তুমি?" অজ্ঞাত এই লোকটি মৃদু হেসে ধীর গলায় জবাব দিল: "আমি সেই 'কিছুই নয়'" [**অজ্ঞাত সুফি বাক্য**]।

"আসল সুফি তিনি যিনি কেউ নন" [**সুফি সনাতন**]।

"তিনটি জিনিস যে খুব বেশী ভালোবাসে জাহান্নাম তার কণ্ঠ থেকেও নিকটবর্তী: ১. সুখাদ্য, ২. উত্তম পোশাক এবং ৩. আমীর-উমারার তাবেদারী" [**হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

একদা প্রখ্যাত তাপস হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সাধক কাতীবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে অত্যন্ত সাধারণ ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরে উপস্থিত হলেন। কাতীবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ও হে! আপনি এরূপ বস্ত্র কেনো পরছেন?"

হযরত ওয়াসে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। কাতীবা আবার একই প্রশ্ন করলেন। এবার তিনি জবাব দিলেন "আমি উভয় সংকটে ভুগছি। কিভাবে বলি যে, ফকিরী অবলম্বনে আমি এরূপ ছেড়া বস্ত্র পরিধান করছি, এতে যে অহঙ্কারের জন্ম নেবে। আর কিভাবে বলি যে, আল্লাহ পাক আমাকে ভালো কাপড় পরার তাওফিক দেন নি- এতে যে প্রভুর প্রতি অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থেকে যায়- তাই চুপ থাকাই উত্তম" [**হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যে পর্যন্ত তুমি নিজের স্ত্রীকে বিধবা, সন্তানদেরকে ইয়াতীম এবং রাতের বিছানাকে কবর মনে না করবে সে পর্যন্ত তুমি নিজেকে সাধকের ধারেকাছেও গিয়েছ বলে মনে করো না!” [**হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“তুমি যদি আল্লাহর মুখ দেখতে চাও তাহলে আমার চেহারার দিকে তাকাও- আমি তাঁর দর্পণ, তিনি আমা হতে পৃথক নন” [**হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“সুফি পুরুষের দশটি গুণ থাকা আবশ্যক: ১. কামিল মুর্শিদের খলীফা, ২. সত্যপথে ভ্রমণ, ৩. সদাচার, ৪. সদানন্দ থাকা, ৫. ইশকে ইলাহী, ৬. পরহেজগারিতা, ৭. শরীয়তের হুকুম পালনকারী, ৮. অল্প আহার, অল্প কথা, অল্প নিদ্রা, ৯. নির্জনতা ও মুরাক্বাবা-মুশাহাদা এবং সর্বোপরি ১০. নামাযের পাওবন্দ” [**হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যখন ফকিরীর পোশাক পরিধান করে নিলাম, তখন থেকেই বুঝলাম কাফন পরিধান করেছি” [**হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“সুফিদের রাস্তার মাক্বামাত অর্জিত হয় সুফির সাধনায়, কিন্তু তার আহওয়াল (অবস্থাসমূহ) একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়” [**হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, হযতর জুনায়িদ বাগদাদীর উক্তি ‘পাঠকদের থেকে তুমি দূরে সরে যাও এবং সুফিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো’, এর মানে কি?

তিনি জবাব দিলেন, "পাঠক সে, যে শব্দ ও নাম নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু সুফিরা শব্দ ও নামের নির্যাস বা আভ্যন্তরীণ অর্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন" [**হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি**]।

"আমি দীর্ঘ দশ বৎসর সুফিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে তাঁদের নিকট থেকে তিনটি জিনিষ শিক্ষা করেছি: ১. সময় ছুরির মতো- তুমি যদি এটা কাটতে ব্যর্থ হও তাহলে সে তোমাকে অবশ্যই কেটে দেবে, ২. অভাব হলো নিরাপত্তা এবং ৩. তোমার নফসকে যদি হাক্বিকাতের রাস্তায় চলে ব্যস্ত না রাখো তাহলে সে তোমাকে বাতিল পথে ব্যস্ত রাখবে" [হযরত ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সুফিতত্ত্ব হলো আকারহীন মহাসত্য" [**সুফি প্রবাদ**]।

আধ্যাত্মিক রাস্তা

আধ্যাত্মিক রাস্তা হলো প্রেমের বিরহে প্রজ্জ্বলিত রূহের প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের ভ্রমণ। আপন দেশ পানে ফিরে যাওয়ার এই ভ্রমণে আমরা আমাদের গভীর অভ্যন্তরের নির্যাস আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি। হৃদয়ের অভ্যন্তরেই মহামূল্যবান মণিমুক্তা লুকানো আছে।

"আমি এক সহায়-সম্বলহীন পথিক, আমার পথ যে খুবই দীর্ঘ" [**হযরত ওয়ায়িস কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুফি তিনটি ভ্রমণে রতঃ প্রভু থেকে ভ্রমণ, প্রভুতে ভ্রমণ, প্রভুর মধ্যে ভ্রমণ" [**সুফি সনাতন**]।

"তোমার ভ্রমণ নিজের মাতৃভূমির দিকে। মনে রেখো তুমি দৃশ্যত জগৎ থেকে বাস্তব জগতের দিকে ভ্রমণে আছো" [**হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"কেউ নয়, শুধু তাঁরই দ্বারা তাঁকে পাওয়ার পথ পাওয়া যায়। যে কেউ তাঁর সরণীতে গিয়েছে, শুধুমাত্র তাঁরই পায়ে হেটে গিয়েছে" [**হযরত মুহাম্মদ তাবরিযি মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তুমি যদি তাঁর দিকে হেটে চলো তিনি তোমার দিকে দৌড়ে আসবেন" [**আল-হাদীস**]।

"রাস্তার প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজেকে আল্লাহ থেকে আলাদা করা হতে মুক্ত থাকা" [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তাসাওউফের রাস্তা হলো পবিত্রতাসহ অনুসরণের মধ্যে 'হৃদয়' এর স্থিরতা, আনুগত্যতার পর্দা দ্বারা চিন্তা-চেতনার বিকাশ এবং দয়ালু চরিত্র ও আনন্দ

দ্বারা যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা” [**হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

কষ্ট: হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট দিয়ে একব্যক্তি খুব দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায় অতিক্রম করছিলো। তিনি তাকে বললেন, “এই যে! আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই”।

লোকটি থেমে গেলে। তিনি বললেন, “প্রথম প্রশ্ন - এই জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কি কোন কিছু ঘটে?”

জবাবে লোকটি বললো, “অবশ্যই না।”

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “দ্বিতীয় প্রশ্ন- আল্লাহ তোমার জন্য দৈনিক যেটুকু রিজিক প্রদান করেছেন তা কমে যায়?”

“না, অবশ্যই নয়।”

তাঁর তৃতীয় প্রশ্ন- “আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের একটুও আগে কিংবা পরে তোমার মৃত্যু ঘটবে কি?”

সে জবাব দিল, “না, অবশ্যই নয়- ঠিক নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলেই মৃত্যু হবে।”

এবার তিনি বললেন, “তাহলে বাবা, এতো দুঃখ কিসের?” [**হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আপনিও আপনার উত্তম পা সামনে এগিয়ে নিন। যদি তা না চান তবে আপনার কল্পনাকে অনুসরণ করুন। কিন্তু নিজের আত্মার গোপন প্রেমের রহস্যাবলীকে যদি আপনি আবিষ্কারে লালায়িত হন, তবে আপনি সবকিছু কুরবানী করবেন। আপনি অবশ্যই যাকিছু মহামূল্যবান মনে করেন, তার সবই হারিয়ে ফেলবেন। কিন্তু অচিরেই আপনার কানে বেজে ওঠবে সেই পবিত্র শব্দদ্বয় ‘প্রবেশ করো!’” [**হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আল্লাহর নিকট পৌঁছার দু’টি রাস্তা: ১. নবীগণের সাথে সম্বদ্ধ রেখে- যা নবী ও আওলিয়াগণের চলার পথ, এদের সংখ্যা খুব অল্প এবং ২. হিদায়াতের পথ- এটা কুতুব, আবদাল, গাউস ও অলিআল্লাহদের রাস্তা” [**হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মুরীদ হওয়ার আশাবাদী এক ব্যক্তি হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো: 'হযরত! এই জগতের সবকিছু ভুলে আমি মহাসত্যের রাস্তার পথিক হতে চাই'।

তিনি বললেন: 'তুমি যদি আমাদের কাফেলার সদস্য হতে চাও তাহলে তোমাকে প্রথমেই দু'টি বিষয় সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হবে। প্রথমটি হলো, তোমাকে এমন কিছু কাজ করতে হবে যা তুমি কখনো করতে চাও না। দ্বিতীয়টি হলো, এমন কিছু কাজ তোমাকে করতে দেওয়া হবে না, যা তুমি করার ইচ্ছা রাখো। হক্বের রাস্তায় যে জিনিসটি মানুষকে বাধাদান করে তাহলো এই 'চাওয়াকাঙ্ক্ষা'" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"একটি পদক্ষেপ দাও নিজ থেকে বাইরে এবং, দেখো! এইতো মহাসত্যের রাস্তা! [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জেনে রেখো, তুমি যখন নিজেকে হারানো শিখে নেবে তখন প্রেমাস্পদের সন্ধান পাবে। অন্য কোন গোপন রহস্য জানার কিছু নেই, এবং এ থেকেও অতিরিক্ত আমার নিজেরই জানা নেই" [**হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো: 'আমি অনেক দূরবর্তী এক স্থান থেকে আপনার দরবারে এসেছি।'
হযরত দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন: 'রাস্তার জ্ঞানার্জনের সঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা কিংবা দূরে ভ্রমণ করার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। নিজ থেকে তুমি শুধুমাত্র একটি পদক্ষেপ আলাদা হয়ে যাও, তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে'" [**হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আমি একদা স্বপ্নে আমার প্রভুকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আমি কিভাবে আপনাকে পাবো?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘তোমার নিজকে ইস্তিফা দাও এবং এসো!’” [**হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যে কেউ তাঁর সন্ধানে ভ্রমণ করে, তিনি তার সাথে ভ্রমণ করেন। এরপর সন্ধানীকে নিজের কুদরতী হস্তে ধরার পর, নিজেকে খুঁজে বের করার জন্য তার মধ্যে তিনি আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন” [**হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“স্বদেশে তুমি সন্ধান করো গোপন অগ্নিশিখা .... মানুষের জন্য এটা অনুচিত অপর কোথাও থেকে আলোকরশ্মি ধার করা” [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“এ পথের জন্য যদি তুমি পৌরুষত্বের অধিকারী হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে স্বীয় হৃদযন্ত্র হাতের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আর এটা হলো সুফি শায়খদের ভাষায়, এ নামের জন্য একমাত্র কাজ যা উপযোগী” [**হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যখন তুমি প্রভুকে খুঁজবে, সন্ধান করো তোমার হৃদয়ে- তিনি তো জেরুজালেমে, মক্কায় কিংবা হজ্জে অবস্থান করেন না” [**বক্তা অজানা**]।

“যে মুহূর্তে আমি আমার প্রথম প্রেম-কাহিনী শ্রবণ করেছি, আমি তখনই তোমার সন্ধানে ব্রত হয়েছি। আমি জানতাম না কতটুকু অন্ধত্বের মাঝে আমি নিমজ্জিত ছিলাম, সবশেষে প্রেমিকদের মিলন কোথাও হয় না, তারা তো সর্বদাই চিরমিলনের মাঝে ডুবন্ত” [**মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যখন কোনো হৃদয়ে মহাসত্য এসে বাসা বাঁধে তখন সে হৃদয় সবকিছু নিজ থেকে মুছে দেয়, অবশিষ্ট থাকে শুধু সে নিজে" [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ হিংসা করেন, এই হিংসার একটি সংকেত হলো, তিনি নিজের নিকটে যাওয়ার কোন রাস্তা কারো জন্য পরিস্কার করেন না- শুধুমাত্র তিনি ছাড়া" [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

আবুল হাসান বুশঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলোঃ 'হুজুর! ঈমান কি জিনিষ এবং আল্লাহর উপর ভরসা তথা তাওয়াক্কুল কাকে বলে?'
তিনি জবাব দিলেনঃ "যা কিছু তোমার সামনে আসে তা তুমি খাবে এবং প্রতিটি লোকমা গলদ্ধকরণ করবে প্রশান্ত হৃদয়ে। কারণ তুমি জানো, যা কিছু তোমার, তা তোমাকে কখনো হারাতে হবে না" [**হযরত আবুল হাসান বুশঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"একদা লোকাম পাহাড় থেকে এক ব্যক্তি হযরত সারী সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে এসে বললো, "ইয়া শায়খ! লোকাম পাহাড়ে অবস্থানকারী অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন"।

তিনি মন্তব্য করলেন, "তিনি পাহাড়ে বাস করেন, কিন্তু তার প্রচেষ্টার ফল শূন্যে! একটি মানুষকে বাজারের মধ্যে থেকেও আল্লাহর ধ্যানে এতোই মগ্ন হতে হবে যে, এক মুহূর্তও যেনো তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল না হয়" [**হযরত আবুল হাসান সারী সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমাদের রাস্তা হচ্ছে দলবদ্ধ আলোচনা। নির্জনবাসের মধ্যে খ্যাতি বিদ্যমান এবং খ্যাতি বা যশের মধ্যে সকল সর্বনাশ। দলের মধ্যে আছে মঙ্গল। যারা এই রাস্তায় চলে তারা বিরাট ফায়দা লাভ করেছে এবং এই খানক্বাভিত্তিক দলবদ্ধ বৈঠকে আছে অনেক আশীর্বাদ" [**হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আদর্শ সুফি তিনি নন যিনি নির্জনে একক সত্তার উপাসনায় লিপ্ত, তিনিও নন যিনি মানুষের সঙ্গ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে তরকে দুনিয়া হয়েছেন। আসল সুফি তিনি যিনি মানুষের মধ্যেই চলাফেরা করেন, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, ওঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী এবং সামাজিক কার্য-কলাপে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল নন" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"প্রথমে তোমার উটের পা বেঁধে দাও তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো" [**আল-হাদীস**]।

"মানুষের মতো বস্ত্র পরিধান করো, তারা যা ভক্ষণ করে তা-ই খাও। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তাদের মধ্য হতে দূরে থাকো" [**হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জনসমাবেশে নির্জনতাঃ বাইরের সকল কাজকর্মের মাঝে নিজের ভেতরকে স্বাধীন রাখবে। নিজেকে কোন কিছুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করা থেকে বিরত কিভাবে থাকতে হবে তা শিখে নাও" [**হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সুযোগ অতি মহামূল্যবান এবং সময় হলো অসি" [**হযরত শেখ সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তোমার এক পকেটে যদি শুধুমাত্র ক'টি তাম্রমুদ্রা থাকে, তাহলে এই মুদ্রাগুলোই তোমার কাছে মহামূল্যবান। কিন্তু যদি কেউ তোমার অন্য পকেটে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দেয় তাহলে ঐ স্বল্প ক'টি তাম্রমুদ্রা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে" [**অজ্ঞাত দরবেশের উক্তি**]।

"আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কতো মুখ পানে তাকিয়েছি, কতো দৃশ্য অবলোকন করেছি ... তোমার মুখশ্রী পানে তাকাতে যেয়ে আমি ভোরের হাওয়ার মতো ছুটে চলেছি" [**হযরত মসনুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মুর্শিদ হিসাবে পেতে ইচ্ছাপোষণ করে বললেন, "আপনাকে মণিমুক্তার উপর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে ... হয় আপনি আমাকে একটি মণি প্রদান করুন কিংবা তা বিক্রি করুন।"

তিনি জবাব দিলেন, "যদি আমি একটি মুক্তা তোমার নিকট বিক্রি করি তাহলে এর মূল্য তুমি আদায় করতে পারবে না এবং যদি তা তোমায় প্রদান করি- তাহলে যেহেতু তুমি তা সহজে পেয়ে যাবে তাই তুমি এটার আসল মূল্য ধরতে পারবে না। তুমি বরং আমার মতো কাজ করো; মাথা নীচের দিকে রেখে সাগরে নিমজ্জিত হও, এবং যদি তুমি ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে পারো তাহলে তুমি তোমার মুক্তা পেয়ে যাবে" [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তোমার অবস্থা যেটাই থাকুক সন্ধান করতে থাকো। হে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি, পানির সন্ধান থেকে বিরত হয়ো না। একদা তুমি অবশ্যই ঝরণার নিকটে পৌঁছে যাবে" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"কেউ যদি মনে করে এই রাস্তায় চলে খুব সহজেই কোন কিছুর অধিকারী হয়ে যাবে কিংবা তার কাছে কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে, তাহলে এটা হবে একটি মারাত্মক ভুল। কারণ এ পথে কঠোর সাধনার বিকল্প নেই" [**হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমরা যা বলি, তা সন্ধানের মাধ্যমে কখনো পাওয়া যায় না- অথচ শুধুমাত্র সন্ধানীরাই তা পায়! [**হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যে কেউ বিশ্বাস করে তার নিজের চেষ্টায় আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, সে ব্যর্থ মেহনতে রত; অপরদিকে যে কেউ বিশ্বাস করে সে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে কোন চেষ্টা ছাড়াই, সে শুধুমাত্র ইচ্ছার সরণীর ভ্রমণকারী” [**হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যখন মনে করবে তুমি তাঁকে পেয়ে গেছে, ঠিক সে মুহূর্তে তুমি তাঁকে হারিয়েছ। আর যখন তুমি মনে করবে তাঁকে হারিয়েছ, তাহলে তুমি তাঁকে পেয়ে গেছো” [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“এবং তিনি যদি তোমার সম্মুখের সকল রাস্তা ও গিরিপথ বন্ধ করে দেন, তাহলে তিনি তোমাকে একটি গোপন পথের সন্ধান দেবেন যে সম্পর্কে কেউই অবগত নয়” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“এ রাস্তায় কঠোর চেষ্টা-সাধনায় অব্যাহত থাকো, শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত থেমো না; কারণ সেই শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও সর্বজ্ঞানীর পক্ষ থেকে করুণার দৃষ্টি এসে পড়ে যেতে পারে” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“একজন শিকারীর মতো সুফির কাজ হলো শিকারের পেছনে ছুটে চলা; মৃগনাভির অধিকারী হরিণের পদচিহ্নকে সে অনুসরণ করে চলতে থাকে। কিছু কালের জন্য এই চিহ্নই তার সন্ধানের সূত্র, কিন্তু পরে স্বয়ং মিশক হয়ে যায় তার চলার পথনির্দেশক” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“একটি রাস্তা ও পলায়ন-পথ অর্থহীন হয়ে যায় যখন মাক্বামে মাকছুদ দৃষ্টির মাঝে আসে” [**হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সৃষ্ট জগতের সবকিছুর শেষ পরিণতি আছে এবং এদের অস্তিত্বের একেকটি উদ্দেশ্য আছে। শেষ পরিণতি হলো পূর্ণতা লাভ এবং অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা অর্জন। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা গাছের ফলের কথা বলতে পারি। ফল শাখায় জন্মলাভ করে পাকাপুক্ত হয়ে গেলে তা পড়ে যায়। পাকা ফলকে আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্তি বলতে পারি এবং পড়ন্ত ফলকে তুলনা করতে পারি স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে" [**বক্তা অজানা**]।

হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলোঃ "হযরত! একজন সুফির শেষ কি?"

তিনি জবাব দিলেন, "তখনই শেষ যখন তিনি যা ছিলেন তা-ই হবেন, অস্তিত্বের পূর্বে যেখানে ছিলেন সেখানে যাবেন" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তার সংখ্যা মানুষের শ্বাস-নিঃশ্বাসের সমপরিমাণ" [**সুফি সনাতন**]।

"কখনো সন্দেহকে প্রশ্রয় দেবে না, সন্দেহ তোমার প্রজ্ঞাকে তাড়িয়ে দেবে" [**সুফি প্রবাদ**]।

"আমার জীবনের রাস্তা হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীয়ত; আমার তরীকতের রাস্তা হলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীয়ত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত আমার জীবন অতিক্রমের পাথেয়; শরীয়তের রাস্তায় হাঁটার অর্থ আলোকজ্জ্বল একটি রাস্তায় হাঁটা!" [**হযরত শাহ নৌশা গঞ্জেবখশ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।"

মুর্শিদ এবং মুরীদ

এ রাস্তার উপর চলার একমাত্র উপায় হলো মুর্শিদের শরণাপন্ন হওয়া। মুর্শিদ ছাড়া এ রাস্তায় চললে হোচট খাওয়ার বিরাট সম্ভাবনা আছে। শুধু তাই নয়- মানুষ সম্পূর্ণ পথহারা হয়ে যেতে পারে। আমরা আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাই। কামিল মুর্শিদ তিনি যিনি অপর কোন কামিল মুর্শিদের ইযাজতপ্রাপ্ত খলীফা। মুরীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধির মহৌষধ হচ্ছেন তার মুর্শিদ। তিনি নফসে আম্মারার মধ্যে ক্রিয়াশীল দোষ-ত্রুটি ও রোগ-ব্যাধি দূর করে একে নফসে মুতমায়িন্নায় পরিণত করতে সাহায্য করবেন। মুরীদকে অবশ্য তার মুর্শিদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সুতরাং মুরিদ হওয়ার অর্থ 'ফানা ফিশ-শায়খ' বা মুর্শিদের মধ্যে নিজেকে বিলীন করা। আর মুর্শিদের সাহায্যে মুরীদ কিভাবে 'ফানাফিল্লাহ' বা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়ার মাক্বামে পৌঁছবে তা শিক্ষা করবে।

"প্রাথমিক পর্যায়ে তোমাকে দু'টি জিনিস অনুসরণ করতেই হবে: কামিল মুর্শিদের হাতে বাইআত ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণে যাত্রা" [**হযরত আবুল হাসান আলী খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মুর্শিদ নির্বাচন করো, তাঁকে ছাড়া এই ভ্রমণে শুধু শুধু মহাপরীক্ষা, ভীষণ ভয় ও মহাবিপদ। পথপ্রদর্শক ছাড়া তুমি এই রাস্তা হারাবে। কখনো এই রাস্তায় একা পা বাড়াবে না" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"পাহাড়কে চুলের মাধ্যমে টেনে সরানোর চেয়েও কঠিন হবে যদি কেউ সাহায্য ছাড়া নিজ (নফস) থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"প্রেমের এই পথে একটি পদক্ষেপও নেবে না, উত্তম কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়া। আমি শতবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি" [**হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলোঃ "হযরত! যদি কেউ চায় আধ্যাত্মিক পথে কোনো মুর্শিদ ছাড়াই ভ্রমণ করতে, তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে?"

শায়খ জবাব দিলেন, "এটা অসম্ভব, কেউ তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ তিনি তো ইতোমধ্যে এ রাস্তায় চলে এসেছেন আরেক পথনির্দেশকের সাহায্যে। রাস্তাটি তার পরিচিত। সুতরাং রাস্তার মধ্যে কোথায় কোন্ সমস্যা, কোথায় কোন্ শঙ্কা ইত্যাদি কে ঐ একা ভ্রমণকারীকে জানিয়ে দেবে? এ রাস্তায় অসংখ্য স্তর বা মাক্বাম আছে। মুর্শিদ তাকে বলে দেবেন মুরীদ কোন্ মুহূর্তে কোন্ মাক্বামে অবস্থান করছে। যদি কোন বিপজ্জনক স্থান থাকে তাহলে তাকে তিনি সতর্ক করে দেবেন। এভাবে মুর্শিদ মুরীদকে তার কাঙ্ক্ষিত মাক্বামে পৌঁছে দেবেন, তখন মুরীদ রাস্তায় চলার যাবতীয় ক্লান্তি, দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে, কারণ সে তখন সত্যিকার শান্তি অনুভব করবে" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যে কেউ এ রাস্তায় মুর্শিদ ছাড়া চলবে, দু'দিনের ভ্রমণপথ অতিক্রম করতে তার প্রয়োজন হবে দু'শ বৎসর!" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যে মুহূর্তে তুমি মুর্শিদের মধ্যে 'ফানা ফিশ্‌শাইখ' হবে তখনই তোমার চলা হয়ে যাবে সহজ-সরল" [**হযরত ভাই সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"এখন প্রশ্ন জাগে কিভাবে আসল মুর্শিদ পাওয়া যায়? প্রায়ই মানুষ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়- তারা বুঝতে পারে না কোনো বিশেষ পীর সাহেব আসল না নকল। আজকের বিশ্বে ভণ্ড পীরের সংখ্যা অতি বেশী হওয়ায় সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তবে সন্ধানী যদি তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সত্যিকার

আন্তরিক হয়, তাহলে আল্লাহ্ পাক তাকে সাহায্য করবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন। তাই সে একদা আসল পীরের সন্ধান পাবেই। এমনটি নয় যে, যে কোন মুহূর্তে পুরো পৃথিবীর কোথাও কোন আল্লাহর ওলি থাকবেন না। বাস্তবে ওলি-আল্লাহরা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। সুতরাং আন্তরিক অনুসন্ধানীর হৃদয়কে আল্লাহ্ পাক সন্ধানী টর্চ লাইটে পরিণত করে দেবেন। তাই বলা হয় মুরীদ যখন প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন মুর্শিদও এসে পড়েন" [**একজন সুফি দরবেশের উপদেশ**]।

মুর্শিদ ও মুরীদঃ "কথা যদি হৃদয় থেকে বের হয় তাহলে তা হৃদয়ে ঢুকবে, আর তা যদি জিহ্বা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে তা কর্ণ অতিক্রম করবে না" [**হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মানুষ মনে করে মুর্শিদকে কারামত ও নূর দেখাতে হবে। আসলে মুর্শিদ তাকেই বলে যিনি তার মুরীদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম" [**হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "ইয়া শায়খ! হাক্বিকাত লাভ করেছেন এমন আধ্যাত্মিক মুর্শিদ ও আন্তরিক মুরীদ কারা?"

তিনি জবাব দিলেনঃ "হাক্বিকাত লাভ করেছেন এমন আধ্যাত্মিক মুর্শিদ হলেন তিনি, যার মধ্যে নিম্নোক্ত দশটি গুণ পাওয়া যাবেঃ

১. তিনি অবশ্যই নিজে কারো খলীফা হবেন।

২. আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করে তিনি রাস্তার উপর জ্ঞানবান হবেন।

৩. তিনি শরীয়তের যাবতীয় মৌলিক বিষয় অবগত ও আমলকারী হবেন।

৪. তাকে হৃদয়বান হতে হবে ও প্রয়োজনে মুরীদকে টাকা কড়ি দিয়ে সাহায্য করতেও দ্বিধা করবেন না।

৫. মুরীদের টাকা-সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ থাকবে না।

৬. মুরীদকে তিনি প্রয়োজনে উপমা ও ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিক্ষা দিবেন- তিনি সরাসরি তাছাওউফের ভাষা ব্যবহার করবেন না।

৭. প্রয়োজনে তিনি মুরীদকে দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন, তিনি কঠোরতা ও মারধোরের পথ পরিহার করবেন।

৮. যা কিছু তিনি মুরীদকে করতে বলবেন, সে আমল তার নিজের মধ্যে থাকতে হবে।

৯. যা কিছু তিনি মুরীদকে করতে নিষেধ করবেন, তা থেকে তিনি নিজে দূরে থাকবেন।

১০. জাগতিক কোন স্বার্থে তিনি তার মুরীদকে উপেক্ষা বা বিসর্জন করবেন না, তিনি মুরীদ করবেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

যদি মুর্শিদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী থাকে তাহলে যে কোন আন্তরিক মুরীদ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে যাত্রা করবে।”

এবার সত্যিকার আন্তরিক, আদর্শ মুরীদ সম্পর্কে তিনি বললেন, “সঠিক অনুসন্ধানী মুরীদের মধ্যেও নিম্নোক্ত দশটি গুণাবলী থাকতে হবেঃ

১. তাকে অবশ্যই যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে যাতে সে তার মুর্শিদের আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ বুঝতে ও অনুসরণ করতে সক্ষম হয়।

২. মুর্শিদের সকল নির্দেশ তাকে কায়মনোবাক্যে পালন করতে হবে।

৩. মুর্শিদ যা বলেন তা তাকে সতর্কতার সঙ্গে শ্রবণ করতে হবে।

৪. মুর্শিদের মাহাত্ম্য অনুভব করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন একটি হৃদয়ের অধিকারী তাকে হতে হবে।

৫. মুর্শিদের নিকট যা কিছু সে বলবে তাতে যেনো কোন বাতুলতা না থাকে- তাকে অবশ্যই সর্ববিষয়ে সত্যবাদী হতে হবে।

৬. মুর্শিদের নিকট যতো প্রতিজ্ঞা করবে তা যেনো সে সত্যিকার অর্থে পালন করে।

৭. তাকে উদার হতে হবে, সুতরাং প্রয়োজনে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৮. তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে সে কোনো গোপন রহস্য নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

৯. মুর্শিদের পক্ষ থেকে মৃদু ভর্ৎসনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তার মধ্যে থাকতে হবে।

১০. তাকে অবশ্য দুঃসাহসী হতে হবে। প্রয়োজনে এই আধ্যাত্মিক রাস্তায় চলতে যেয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত কুরবানী করার সাহস তার মধ্যে থাকতে হবে।

এসব গুণাবলী থাকলে যে কোন মুরীদ অনেকটা সহজে এই ভ্রমণ সমাপ্তি করতে পারবে। তবে উপরোক্ত গুণাবলী মুরীদ না হওয়ার পূর্বেই থাকবে হবে- তা কিন্তু নয়। মুরীদ হওয়ার পর এসব গুণাবলী অর্জন করা চাই। এরূপ মুরীদ তার মাক্বামে মাকছুদে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জাতির জন্য নবী এবং নবীর অনুপস্থিতিতে জাতির জন্য কামিল সুফি মুর্শিদ" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"পৃথিবীর বুকে কামিল মুর্শিদ হচ্ছেন আল্লাহ কর্তৃক বপনকৃত সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষ। সত্যবাদীরা এই ঘ্রান নিয়ে মুর্শিদের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। যার তার স্বভাব অনুযায়ী তারা আল্লাহর ইবাদত বেশী বেশী করতে থাকে" [**হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআ'য রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহর কামিল মুর্শিদকে তিনটি চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবেঃ তাদের চিন্তা সর্বদা আল্লাহকে নিয়ে, তাদের বসবাস আল্লাহর সাথে এবং তাদের ব্যবসা আল্লাহর সঙ্গে" [**হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"ওহে! তুমি যে আপনহীন জনকে অসি দ্বারা আঘাত হানছো, সে তো কেউ নয়, তুমি নিজেকেই আঘাত করছো। সাবধান! কারণ আপনহীন জন তো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, সে তো পরিণত হয়েছে আরশিতেঃ সেখানে কিছুই নয় শুধু অপর আরেক জনের মুখশ্রী। তুমি যদি এতে থুথু নিক্ষেপ করো, তুমি তোমার মুখেই থুথু নিক্ষেপ করলে; এবং তুমি যদি আরশিতে আঘাত হানো, তুমি নিজের উপরই আঘাত হানলে। তুমি যদি এই আয়নার

মাঝে একটি বিশ্রী মুখ দেখতে পাও, এতো তুমি; আর তুমি যদি ঈসা (আ:) এবং মরিয়মকে (আ:) দেখতে পাও, এতো তুমি। তিনি তো 'এটা' কিংবা 'ওটা' ননঃ তিনি পবিত্র ও 'আপন' থেকে মুক্ত; তিনি তাঁর ছবি তোমার মাঝে জড়িয়ে দেন" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মুর্শিদের না আছে নাম না আছে মুখমণ্ডল' [**সুফি প্রবাদ**]।

"গত রাতে আমার মুর্শিদ আমাকে দারিদ্র্যতার পাঠদান করেছেনঃ কিছুই না থাকা এবং কিছুই না চাওয়া" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সামান্যতম অহমিকাসহ কেউ যদি স্বীয় মুর্শিদ বা অন্য কোন তাপসের দরবারে যায় তাহলে কোন লাভ হবে না" [**হযরত মুমশাদ দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমি শায়খদের দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে নিজস্ব বিদ্যা বা যোগ্যতা একপাশে গুটিয়ে রেখে থাকি। এতে তাঁদের অমূল্য উপদেশ মন দিয়ে শুনতে সক্ষম হই। এরই ওয়াসিলায় আল্লাহ আমাকে মা'রিফাতের সাফল্য দান করেছেন। [**হযরত মুমশাদ দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছার উপায় আমরা। সালিককে আমাদের থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র 'ঐ মাকামের' কথা চিন্তা করা জরুরী।" [**হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র মুর্শিদ (পথপ্রদর্শক) হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা" [**হযরত আবু বকর কালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমাকে যখন [হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি] খিরকায়ে খিলাফত দান করলেন তখন আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর রূহ মুবারকসহ সকল আকাবিরের আরওয়াহ আমার সামনে উপস্থিত দেখতে পেলাম এবং তাঁরা সবাই আমার জন্য দু'আ করলেন" [**হযরত খাজা আবু হুবাইরাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

খিলাফত দানের সময় হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ হযরত শরীফ যানদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন: "এই নাও চার কল্লি বিশিষ্ট টুপি- এর মানে 'চার তরকা'; এক. তরকে দুনিয়া (দুনিয়ার মুহাব্বত থেকে দূরে থাকা), দুই. তরকে নাওম (ঘুম ছেড়ে দেওয়া), তিন. তরকে আখিরাত (আল্লাহ তা'আলার দীদার ছাড়া আখিরাতেও কিছু পাওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়া) এবং চার. তরকে হাওয়ান্নাফস (নাফসানী ইচ্ছাকে ছেড়ে দেওয়া)" [**হযরত খাজা শরীফ যিনদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আলহামদুলিল্লাহ! আমি কুতবে আলম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহির পবিত্র সুহবতে থাকার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম; আমি তাঁর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা পেয়েছি। এছাড়া আমি কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন অনুগত খাদিমও ছিলাম। তাঁর পবিত্র হস্তে আমার মাথায় ফজিলতের পাগড়ি পরিয়ে বলেছিলেন, "এটা হলো খিলাফতের নিদর্শন-স্বরূপ"। আমি শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম ছিলাম। এ সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের ফলাফল ছিলো" [**হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যখন মুরীদ সর্বদা তার মুর্শিদের মুখমণ্ডল ধ্যানের মধ্যে উপস্থিত দেখবে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের তীর্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবে তখন বুঝতে হবে, সে 'ফানা-ফিস–শায়খ' এর স্তরে উন্নীত হয়েছে" [**সুফি সনাতন**]।

"মুর্শিদ যদি মুরীদকে জুতা বহন করতে নির্দেশ দেন, বিনাবাক্যে সে নির্দেশ মেনে নিতে হবে" [**সুফি সনাতন**]।

“মুরীদ যখন বাইআতের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন শায়খও উপস্থিত হবেন” [**সুফি প্রবাদ**]।

“শায়খের সুহবত তাসাওউফের সালিকের জন্য ফরযে-আইন” [**সুফি সনাতন**]।

হৃদয়ের তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা

আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই হৃদয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষা, কারণ সে তো তার মাশুক থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে। আত্মার এই বিরাট ক্রন্দন তার প্রেমাস্পদের নিকটে তাকে নিয়ে যায় মিলনের শুভক্ষণে।

"শ্রবণ করুন! বাঁশী কিভাবে কিচ্ছা কাহিনী বলে, সে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ হেনেছে। সে বলছে, "বাঁশ বাগান থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার পর থেকে আমার বিরহ-ক্রন্দন হেতু পুরুষ ও নারীরা অনুতপ্ত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র দগ্ধ হৃদয়কে আমি নিজের অসহ প্রেমাকাঙ্ক্ষার বেদনার কথা শোনাতে পরি। মূল সূত্র থেকে দূরে পড়ে থাকা সবাই ফিরে চায়, তার হারানো সেই দিনগুলো যখন সে তাতে একত্রে মহানন্দে ছিলো" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমার বিরহ যন্ত্রণা ও একাকিত্বের সূত্র আমারই অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত। এটা এমন এক রোগ যার কোন প্রতিকার নেই- নেই কোন ডাক্তার একে নিরাময় করার। বন্ধুর সঙ্গে মিলন হলো এর একমাত্র নিরাময়" [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

"আমি তোমার প্রতি ক্রন্দন করবো, এবং তোমার প্রতি ক্রন্দন করবো এবং তোমার প্রতি ক্রন্দন করবো, যতক্ষণ না তোমার দয়ার দুগ্ধ ফুটন্ত না হয়" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমার ঘরে যদি আটটি বেহেশতের দ্বার খুলে যায়, এবং উভয় জগতের বাদশাহী আমার হস্তগত হয়, তথাপি আমি এগুলো গ্রহণ করবো না তাহাজ্জুদের সময় রূহের গভীরে আমার প্রেমাস্পদের স্মরণের ফলে, যে ক্ষণকালের একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে তার বদলে" [**হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রেম দ্বারা ক্ষুধামুক্ত করো না- কিন্তু প্রেমাকাঙ্ক্ষা দিয়ে অবশ্যই পিপাসামুক্ত করো” [**হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আমাকে প্রেমের বেদনা দান করো, তোমার জন্য প্রেম-বেদনা। চাই না ইশকের মহানন্দ, শুধু বেদনা। আমি এর বিনিময় দান করবো, যা কিছু তুমি চাও! আমি এর বদলে আমার সম্পূর্ণ ‘নিজকে’ প্রদান করবো- যদি আরো চাও তা-ও দেবো! অন্যদের জন্য সকল আনন্দ রেখে দাও, আমাকে বেদনা দান করো, এবং আমি মহানন্দে প্রেমবেদনার মূল্য প্রদান করবো!” [**অজানা এক সুফির আত্মার ক্রন্দন**]।

“প্রেমাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে হৃদয়ের মধ্যে এক উত্তেজনা- প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা থেকে এর উৎপত্তি। এই আকাঙ্ক্ষার গভীরতা বান্দার ‘ইশকে ইলাহীর’ মাত্রার সঙ্গে যথোপযুক্ত” [**হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“পৃথিবীটা ছিলো সুন্দর সুন্দর বস্তু দ্বারা ভরপুর যতক্ষণ না দীর্ঘ দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ আমার জীবনে এলেন এবং হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিয়ে দিলেন- ভীষণ ইশকের অনল। আমার হৃদয় প্রেম দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লো। এবার আমি কিভাবে আমার চতুর্দিকের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি? কিভাবে আমি এসব দেখবো, কারণ এগুলো দ্বারা আমার প্রেমিকের মুখশ্রী যে ঢেকে আছে” [**ফার্সী কসিদা**]।

“আল্লাহ তা’আলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে যদি কোন জীব-জন্তু কিংবা মানুষ তৈরী না করে এতে শুধুমাত্র শস্য দানা দিয়ে আকাশ-পাতাল পর্যন্ত ভর্তি করে দিতেন; এবং এরপর যদি তিনি একটি পাখি সৃষ্টি করে একে বলতেন, ‘প্রতি হাজার বছরে একটি করে দানা ভক্ষণ করো’। এরপর যদি তিনি এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তার হৃদয়ে নিজের প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়ে বলতেন, ‘তুমি আমাকে

এই পাখিটি জগতের সকল শস্য দানা ভক্ষণ করে শেষ করার আগ পর্যন্ত পাবে না', তাহলে আমি ভাবছি, এই প্রেমাকাঙ্ক্ষার জন্য তা-ও অতি স্বল্পকাল হবে!" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"কামনার অভ্যন্তরীণ সত্য হলো, এটা হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর সন্ধানে রত একটি অনিয়ন্ত্রিত গতি" [**হযরত কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"তোমদের মধ্যে অনেকে আছো এ জগতের কামনা করো এবং অনেকে আছো পরজগতের কামনায় ব্যস্ত। কিন্তু সেই ব্যক্তি কোথায় যে শুধুমাত্র আল্লাহকে চায়?" [**হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমি তোমায় ডাকছি দূর-দূরান্ত থেকে;
দিনগুলোর শুরু থেকেই আমি তোমায় ডাকছি।
হাজার বছর ধরে আমি ডাকছি, ডাকছি যুগ যুগ ধরে–
ডাকছি ... ডাকছি ... সর্বদা ...
এটা তো তোমারই মাঝে, আমার কণ্ঠ,
কিন্তু তা আসে তোমার নিকট অতি ক্ষীণ আওয়াজে
এবং তুমি তা শোনো শুধু ক্ষণে ক্ষণে;
"আমি জানি না" হয়তো তুমি বলবে।
কিন্তু কোথাও তুমি জানো।
"আমি শোনতে পাচ্ছি না", তুমি বলো, "তা কি এবং কোথায়?"
কিন্তু কোথাও তুমি শোনো, এবং গভীরে তুমি জানো।
কারণ আমি তো তোমার মাঝে- সর্বদাই ছিলাম;
আমি তোমার মাঝে যার শেষ নেই।
এমনকি যদি তুমি বলো, "কে ডাকছে?"
এমনকি যদি তুমি ভাবো, "কে এই?"
তুমি কোথায় যাবে? আমাকে বলে দাও।
তুমি কি তোমার মাঝ থেকে দূরে যেতে পারবে?

কারণ আমি তোমার জন্য একমাত্র একজন;
আর কেউ নেই,
তোমার প্রতিশ্রুতি, তোমর প্রতিদান আমি একা-
তোমার শাস্তি, তোমায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং
তোমার উদ্দেশ্য ..... আমি একা" [**অজানা এক সুফির আর্তনাদ**]।

"এক ব্যক্তি রাবিয়া বসরী (রাহঃ) -কে প্রশ্ন করলো, 'আমি অনেক গুনাহ করেছি; আমি যদি এখন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হই তাহলে কি তিনি আমাকে দয়ার চোখে দেখবেন?'

না!, বললেন রাবিয়া, কিন্তু তিনি যদি তোমার দিকে ফিরে তাকান তাহলেই তুমি তাঁর দিকে ফিরে যেতে সক্ষম হবে" [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

"আত্মার হিদায়াতের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রেমের আলোক রশ্মি নেমে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখশ্রীর প্রেমের সন্ধান এই আত্মা পাবে না। আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি একটুও আকর্ষণ অনুভব করি না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর থেকে আকর্ষণ না আসে এবং তা হৃদয়ে ক্রিয়া না করে।

যেদিন থেকে আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার জন্য আকুল, তখন থেকে তাঁর জন্য আমার মধ্যে যে উন্মাদ প্রেমাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে আর কখনো মুক্ত হতে পারি নি একটি মুহূর্তের জন্যও" [**হযরত মুহাম্মদ তাবরিযি মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"চুম্বকে যদি প্রেম না থাকতো তাহলে তা কিভাবে লৌহকে এতো আকুল হয়ে আকর্ষণ করে? এবং প্রেম যদি সেখানে না থাকতো, তাহলে ভ্রমর ফুলের জন্য পাগল হতো না" [**হযরত নিযামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"শুধুমাত্র তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির সন্ধান করে না, পানিও তৃষ্ণার্তকে খুঁজে" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্যান্ত আলোকিত অগ্নি, তিনি তাঁর বান্দার বক্ষে তা প্রজ্জ্বলিত করেন যাতে করে তার ‘নফস’ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং নফসকে পুড়ে দেওয়ার পর এই অগ্নি প্রেমাগ্নিতে রূপান্তরিত হয় যা কোন দিন আর নিভে না- এ জগতেও না পরজগতেও না” [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আধ্যাত্মিক প্রয়োজন একান্ত জরুরী। কারণ, সালিকের জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার অন্য কোন স্বল্পদৈর্ঘ্য রাস্তা নেই। এমনকি এই রাস্তাটি যদি শক্ত পাথরের মধ্য দিয়ে হয় তথাপি আধ্যাত্মিকতা হেতু সেথা থেকে পানির প্রস্রবণ উত্থিত হবে। ‘আধ্যাত্মিক প্রয়োজন’ সুফির জন্য মৌলিক ব্যাপার; এটা তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ স্বরূপ আপতিত হয়” [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“তোমার গোপন চক্ষু খোলো, এবং তোমার নিজের মূলের মূলে ফিরে যাও” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যখন প্রেমাস্পদের কথা শ্রবণ করা সরাসরি সম্ভব, তাহলে কেনো অন্য ‘মাধ্যম’ থেকে প্রতিবেদনে কান দেবো?” [**হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“জেনে রাখো তুমি হচ্ছো পর্দা, যা তোমাকে তোমা থেকে লুকিয়ে রাখছে। এটাও জেনে রাখো, তুমি নিজের চেষ্টায় তাঁর নিকট পৌঁছতে পারবে না- তার জন্য প্রয়োজন তাঁর ইচ্ছা। এর কারণ হলো, যখন আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেন, তখন তিনি তাঁকে পাওয়ার জন্য তোমার মধ্যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেন এবং তুমি তাতে ব্রত হও” [**হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“মরণ হলে যদি গো তোমায় দেখতে পাই, এখনই সে মরণ চাই!” [**এক প্রেমিকের অন্তরের আকুতি**]।

যিকরুল্লাহ

সুফিরা দিবারাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতে সদা-উদ্গ্রীব। প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাস যিকরুল্লাহ্র মধ্যে অতিবাহিত হতে হবে। আল্লাহর স্মরণ হলো এই রাস্তার সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

“বলো ‘আল্লাহ!’ তারপর তাদেরকে তাদের বোকামির হাসিঠাট্টার মধ্যে রেখে দাও” [**আল-কুরআন**]।

“যে কেউ আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে পাতলা এবং রোজ কিয়ামতে তাকে আমি অন্ধ অবস্থায় উঠাবো” [**আল-কুরআন-২০:১২৪**]।

“আল্লাহর স্মরণে তাদের চামড়া ও হৃদয় নরম হয়ে যায়” [**আল-কুরআন ৩৯:২৩**]।

“আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ কবরো” [**আল-কুরআন**]।

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে ..” [**আল-কুরআন**]।

“আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়” [**আল-কুরআন**]।

“যা কিছুর মধ্যে মরিচা পড়ে তার জন্য পালিশ আছে; এবং হৃদয়ের পালিশ হলো যিকরুল্লাহ” [**আল-হাদীস**]।

“যারা আল্লাহর জিকির করে ও যারা করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো জীবিত ও মৃত, অর্থাৎ যাকিরীন জীবিত ও গাফিল মৃত” [**আল-হাদীস**]।

"বেহেশতবাসীর কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না, কিন্তু দুনিয়ায় থাকতে যেটুকু সময় তারা আল্লাহ্‌র জিকির ব্যতীত কটিয়েছে সে ব্যাপারে আক্ষেপ করবে" [**আল-হাদীস**]।

"আল্লাহ্‌র জিকিরের অর্থ হলো, তাঁকে স্মরণ করতে যেয়ে অন্য যে কোন বস্তুকে একেবারে ভুলে যাওয়া" [**হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ্‌র জিকির মানুষকে রাস্তায় চলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেয়ঃ এটাই তাদেরকে মুসাফিরে পরিণত করে" [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যে শ্বাস আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া বের হলো তা একটি নিষ্ফলা শ্বাস" [**সুফি উক্তি**]।

"আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন একটি মাত্র শব্দের দাওয়াত দিতে। আর এই শব্দটি হলো 'আল্লাহ!'। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে দাওয়াত দিয়েছেন। যারা এই শব্দটি শুধুমাত্র কানে শোনেছে, তা তাদের অপর কান দিয়ে বের হয়েছে; কিন্তু যারা এই শব্দটিকে তাদের রূহ দ্বারা শ্রবণ করেছে, এটা তাদের রূহকে আলোকিত করেছে এবং এই শব্দের জিকিরে ডুবে গেছে। এরপর জিকির করতে করতে শব্দের উচ্চারণ থেকেও তারা স্বাধীন হয়েছে। শব্দ ও অক্ষরের ঊর্ধ্বে উঠে এসে তারা এক অপূর্ব অবস্থায় জিকিরের মধ্যে লিপ্ত থাকে। এই জিকিরের ফলে তারা নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছে- তারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র মাঝে ফানা হয়েছে" [**হযরত আবুল ফজল মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহর আমানত হিসাবে মহাসত্য মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করা হয়েছে। এটা মানুষের দায়িত্ব যে এই আমানতের হিফাজত করা। মহাসত্য উন্মুক্ত হয় খাঁটি তাওবাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এর সৌন্দর্য বাইরে এসে সবকিছু আলোকোজ্জ্বল করে তোলে যখন বান্দা আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় 'আল্লাহ' নামের জিকির করা হয় জিহ্বার দ্বারা; যখন হৃদয় জাগ্রত হয়ে ওঠবে তখন এই জিকির অভ্যন্তরীণভাবে উচ্চারিত হবে" [**হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর এক মুরীদকে বললেন: "পূর্ণ এক দিনের জন্য একবারও না থেমে 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করার চেষ্টা করো। এরপর পরের দিন, এর পরের দিনও যাতে এই নামের জিকির তোমার মধ্যে স্থায়ী হয়ে যায়।" এরপর তিনি বললেন, "রাতের বেলাও জিকির করবে।" মুরীদ মুর্শিদের নির্দেশ মতো জিকির করতে করতে এমন অবস্থায় উপনিত হলেন যে, তিনি ঘুমের মধ্যেও 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' জিকির করতে লাগলেন। এরপর তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "এবার আর এই নামের জিকির সর্বদা করো না, কিন্তু তোমার যাবতীয় চেতনাকে তাঁর স্মরণে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দাও।" মুরীদ তা-ই করলেন। এতে তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনায় শুধুমাত্র আল্লাহর ধ্যান-ধারণা স্থায়ী হয়ে গেল। একদা এক টুকরো লাকড়ি তার মাথায় পড়ে গেল, এতে মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। মাটিতে রক্ত পড়ে তা জিকির করতে লাগলো, 'আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ!' [**হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

একদা একজন সাধক আল্লাহকে আকুল হয়ে ডাকছিলেন এমন সময় শয়তান এসে হাজির হয়ে বললো, 'আপনি আর কতদিন 'হে আল্লাহ!' বলে ক্রন্দন করবেন? এবার খামোশ হয়ে যান, আপনি কোন জবাব পাবেন না।"

সাধক চুপ করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হযরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "ওহে! তুমি কেন আল্লাহকে ডাকা থেকে বিরত হলে?"

সাধক বললেন, “কারণ, ‘এই তো আমি’ বলে কোন জবাব এখনও আসে নি”।

খিজির (আঃ) বললেন, “আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার নিকট এসে বলে দিতেঃ ‘আমি কি একে আমার উপাসনার জন্য ডাক দেই নি? আমিই কি তাকে আমার নামে জিকির পড়তে ব্যস্ত রাখি নি? তার কণ্ঠে ‘আল্লাহ!’ নামের ডাকই ছিলো আমার ‘এই তো আমি’, কথন। তার আকাঙ্ক্ষার বেদনা আমার বার্তাবাহক তার নিকট। ঐসব অশ্রু এবং তাওবাহর ক্রন্দনের আমিই তো ছিলাম চুম্বক, এবং আমিই এদেরকে পাখা দান করেছিলাম।” [**হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“কালিমা তায়্যিবাহর জিকির সর্বাপেক্ষা বড়ো ইবাদত। আল্লাহ তা’আলা বলেন, যদি ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ এক পাল্লায় ও সমস্ত জগৎ অপর পাল্লায় তুলে দেওয়া হয় তবে অবশ্যই কালিমা তায়্যিবাহর পাল্লা ভারী হবে” [**হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“কোন এক ঐশীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহ পাক বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতদেরকে আমি দু’টি জিনিস দান করেছি যা ফিরিশতা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ) -কেও দান করি নিঃ এর প্রথমটি হলো আমার প্রতিশ্রুতি- তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অপরটি হলো, আমি ওয়াদা করেছি তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো” [**হযরত মালিক দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আমি তোমাকে ডাক দিচ্ছি ... না না, তুমিই আমাকে নিজের নিকট ডেকে নিচ্ছো। আমি কিভাবে বলবো, ‘এ হয় তুমি!’ তুমি যদি আমাকে বলতে না, ‘এ হয় আমি?’” [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“যে আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথী” [**হাদীসে কুদসী**]।

"যে কেউ আমাকে হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করে, আমি তাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে স্মরণ করি। আর যে কেউ আমাকে স্মরণ করে কোন মজলিশের মধ্যে, আমি তাকে একটি উত্তম মজলিশের মধ্যে (অর্থাৎ ফিরিশতাদের সঙ্গে) স্মরণ করি" [**হাদীসে কুদসী**]।

"গ্বাইরুল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যে কেউ আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত হবে, সে শোনতে পাবে সকল প্রাণীর জিকিরের আওয়াজ। মনে হবে যেনো ওহী নাজিল হচ্ছে! মাগরিবের নামাজ থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আমি এই অভিজ্ঞতা অনুভব করেছি। আমি শোনতে পেলাম প্রাণীরা আল্লাহর প্রশংসা করছে উচ্চ স্বরে, সুতরাং আমি ভাবলাম হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু না, তা ছিলো বাস্তব। আমি শোনেছি সাগরের মাছগুলো বলছে, "যাবতীয় প্রশংসা মহামহিম বাদশাহর জন্য, যিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র, মহান প্রতিপালক" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জিকির অর্থ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ভুলে যাওয়া" [**হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তওবাকারী থেকেও বেশী আমি দান করি যে ব্যস্ত থাকে আমার স্মরণে যদিও সে কিছু পাওয়ার আবদার করে না" [**আল-হাদীস**]।

"প্রেমাস্পদ আল্লাহকে তোমার হৃদয়ে সর্বদা জাগ্রত রাখো। তোমার হৃদয়ের উপাসনা হয়ে যাক যিকরুল্লাহ" [**হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জিকিরের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন দিক আছে। কোনো জিকির সশব্দে পড়া হয় যার নাম জিকিরে জলি। কোনো জিকির হলো অভ্যন্তরীণ যাকে জিকিরে খফী বলে। এই জিকির আসে হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে। প্রাথমিক অবস্থায় জিকিরে

জলি করা জরুরী। এরপর স্তরে স্তরে জিকির পুরো দেহে বিস্তার করে শেষে হৃদয়ের কেন্দ্রে এসে স্থায়িত্ব লাভ করবে। এখান থেকে রূহের মধ্যে তা বিস্তার করে গোপন লতীফাসমূহে ছড়িয়ে পড়বে। এরপর গোপন থেকে গোপন স্থানে পৌঁছে যাবে। কতটুকু গভীরে যেয়ে তা বিস্তার লাভ করবে তা নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর" [**হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"জিকির হলো, বাস্তব ক্ষেত্রে হৃদয়ের মধ্যে নামের ক্রমবর্ধমান শক্তি, এরপর জিকির স্বয়ং ক্ষয় হয়ে যায়" [**ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আমি তোমাকে সর্বদা স্মরণ করি, তোমাকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা হেতু নয়; এটা আমার জিহ্বা থেকে এমনিতেই বেরিয়ে আসে" [**হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"প্রত্যেকটি দিবসে মহান প্রভু চিৎকার দিয়ে বলেন, "হে আমার বান্দা! তুই আমার সঙ্গে বেশ নিমকহারামী করলি। আমি তোকে সর্বদা স্মরণ করি আর তুই আমাকে ভুলে যাস্। আমি তোকে আমার নিকট আসতে দাওয়াত দিচ্ছি কিন্তু তুই অপরের নিকট ছুটে যাস্!"" [**হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভুলে যাওয়ার মধ্যে যে বিরাট বেদনা নিহিত তা বুঝতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নৈকট্যশীল স্মরণের মধ্যে যে কী বিরাট আনন্দ বিদ্যমান তার স্বাদ পাবে না" [**হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"সবকিছুর মধ্যে শাস্তি আছে। সুফির শাস্তি হলো তাকে জিকির থেকে গাফিল করা" [**হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাঁর জিকিরের দরজা তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। জিকিরের স্বাদ অনুভব করানোর পর তিনি তার জন্য স্বীয় নৈকট্যের দরজা খুলে দেন। তারপর তিনি তাকে নিজের কাছে তুলে নেন। একত্বের মহান আসনে তাকে অধিষ্ঠিত করার পর তার পর্দা উন্মোচন করে দেন। এবার যখন এই বান্দার দৃষ্টিতে মহান প্রভুর মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব ধরা দেয় তখন সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য তাঁর বান্দা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। এরপর সে আল্লাহর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার অধিকারী হয়, সে তখন 'নিজ' বা নফসের সকল কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত" [**হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"মা'রিফাতপন্থীদের ইবাদাত হলো, 'পাস-আনফাস' অর্থাৎ প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের পাহারা দেওয়া" [**হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"একটি পশু মারা যায় এবং একটি বৃক্ষ কর্তন করা হয় যখন তাদের জিকরুল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়" [**হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু**]।

"তোমার হৃদযন্ত্রের প্রতি খিয়াল রেখো" [**হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"আল্লাহর জিকির দ্বারা একটি মাত্র লতীফাও যদি আলোকিত হয়ে যায় তাহলে বাকী সব লতীফা এর প্রভাবে আলোকিত হবে" [**হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"ঠাণ্ডা পানি পান করো, লোমে লোমে **'আলহামদুলিল্লাহ'** বেরিয়ে আসবে" [**হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আশীর্বাদপূর্ণ যৌবনকাল অত্যন্ত মূল্যবান; আল্লাহর জিকিরের সুন্দর রঙে একে রঙ্গীন করে তুলো” [**হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ আল্লাহর জিকির ও দ্বীনের খিদমাতের মধ্যে অতিবাহিত করো। মৃত্যু এবং এর পরবর্তী অবস্থা থেকে গাফিল হয়ো না” [**হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“আল্লাহর জিকিরের অর্থ হলো, তাঁকে স্মরণ করতে যেয়ে অন্য সকল বস্তু একেবারে ভুলে যাওয়া” [**হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

“কে ডাকবে কাকে? ডাবকো যাকে কোথায় সে থাকে? তোমরা বলো হৃদয়ের মধ্যে সেজন, কে খুঁজে দেখবে সেথা তাঁকে? ওখানে তো দু'জনের স্থান নেই- তাহলে? তাহলে শুধু তাঁকেই থাকতে দাও! ‘আমি’ এখনও অস্তিত্ব হারাই নি- প্রমাণ? এই তো! কে এসব কথা লিখছে?” [**বক্তা অজানা**]।

ইবাদত ও মুরাকাবা

নামাজ ও মুরাকাবার মাধ্যমে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ অনুভূতি জাগ্রত হয় এবং প্রেমের গভীর স্বাদে বান্দা আপ্লুত হয়ে আরো বেশী ইবাদাতের মধ্যে ডুবে যায়।

"তাদেরকে সৃষ্টির পূর্বে তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন; তারা তাঁর প্রশংসা করার পূর্বে, তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাওবাহ করে সে যালিম নয়" [হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"পর্বত ও পাথরের সাথে, আমি কি তোমায় ডাকবো, হে প্রভু, হে প্রভু! ভোরের পাখিদের সাথে আমি কি তোমায় ডাকবো, হে প্রভু, হে প্রভু! সাগরের মাছের সাথে, মুক্ত সাহারার হরিণের সাথে, সুফি সাধকের 'ওহ! সে!' ডাকের সাথে আমি কি ডাকবো তোমায়, হে প্রভু, হে প্রভু! [বক্তা অজানা]।

"হে আল্লাহ! আমি যদি তোমায় স্মরণ করে থাকি দোযখের ভয়ে, তাহলে আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করো। আমি যদি তোমার স্মরণে ডুবে থাকি বেহেশত পাওয়ার আশায় তাহলে আমাকে বেহেশত দান করো না। কিন্তু আমি যদি তোমাকে ডেকে থাকি শুধু তোমাকে পাওয়ার আশায় তাহলে তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য দর্শন থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না" [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

"তুমি জানো, সমুউচিত 'ধন্যবাদ' জানাতে আমি অপারগ। সুতরাং নিজেই আমার মধ্যে এসে ধন্যবাদ জানাও। ধন্যবাদ জানানোর এটাই একমাত্র রাস্তা-অন্য কোনো উপায় নাই!" [**হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"এবং আমি যদি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করি, তুমি সেই শুভেচ্ছাবাণী; এবং আমি যদি কথা বলি, তুমিই সেই উপাসনা" [**হযরত মুহাম্মদ তাবরিযি মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"যে চক্ষুতে আল্লাহর দীদার লাভ হয়, সে চক্ষু দ্বারাই তিনি জগতে দৃষ্টি দেন" [**সুফি প্রবাদ**]।

"হে আমার প্রতিপালক! এই জগতে আমার জন্য যা কিছু রেখেছো তা সবই তোমার শত্রুদের মধ্যে বণ্টন করে দাও, এবং যা কিছু আমার জন্য পরজগতে রেখেছো তা সবই তোমার বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে দিও- আমার জন্য শুধু তুমিই যথেষ্ট" [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

"মুরাকাবার মধ্যে সুফি যখন ধ্যানমগ্ন হোন তখন তার মধ্যে প্রভুর রহস্যজগৎ উন্মোচন হয়ে পড়ে এবং তিনি মহান শক্তিধর প্রভুর সামনে উপবিষ্ট আছেন অনুভব করেন। প্রভুর মাহাত্ম্য, প্রেম, রাজকীয়তা সুফির অন্তরে প্রকাশ হওয়ার পর তার মুখমণ্ডল বদলে যায়; মুরাকাবা শেষে তাকে অনেকেই চিনতে পারে না। মহান প্রভুর নৈকট্যের প্রভাব হেতু এরূপ হয়ে থাকে" [**হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি**]।

"হে আল্লাহ! রাতের শেষে এসে গেছি। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। তুমি আমার ইবাদতকে গ্রহণ করলে কি না তা জানার জন্য আমি আকুল হয়ে গেছি। সুতরাং দয়া করো প্রভু, আমাকে সান্ত্বনা দাও- কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। তুমি আমাকে জীবন দান করেছো এবং পালন করছো, সকল মহিমা একমাত্র তোমারই। তুমি যদি তোমার দরজা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো না, কারণ আমি তো অন্তরের মধ্যে একমাত্র তোমার ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে আছি" [**হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা**]।

“যারা রাতের গভীরে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে তারা কিভাবে এতো সৌন্দর্যের অধিকারী হয়? এর কারণ হলো, তারা মহান দয়ালুর সাথে একান্ত সংগোপনে বসে থাকেন এবং তিনি তাঁর নূর দ্বারা বান্দার মুখমণ্ডল আলোকিত করে দেন” [হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

“আল্লাহর ইবাদত করো তাঁকে দেখে, আর যদি তুমি দেখতে না পাও তাহলে মনে করো তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন” [আল-হাদীস]।

“নীরবতা দু ধরনের: বাইর নীরবতা ও মন এবং হৃদয়ের নীরবতা। যে হৃদয়-মন আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও ভরসাকারী সেটি নীরব, বেঁচে থাকার জন্য এরূপ নীরব হৃদয়-মনে কোনো চিন্তাই জাগ্রত হয় না” [হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আল্লাহ্ নীরব এবং তাঁর নিকট সহজে পৌঁছার উপায় হলো নীরবতা” [হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সাধারণ মানুষের জন্য নীরবতা অর্জিত হয় জিহ্বা দ্বারা (কথা না বলে), সুফির নীরবতা হৃদয় দ্বারা আর আল্লাহর আশিকদের নীরবতা হলো অভ্যন্তরীণ যাবতীয় চিন্তার মধ্যে” [সুফি প্রবাদ]।

“সকল কথা, আলোড়ন, নড়াচড়া এবং শব্দাবলী পর্দার বাইরে; পর্দার ভেতরে নীরবতা ও প্রশান্তি” [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“জ্ঞানীরা অর্জন করেছেন প্রাজ্ঞতা- নীরবতা ও গভীর চিন্তার মাধ্যমে” [হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সুফির জন্য মুরাকাবা হলো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন, এটার মাধ্যমে নীরবতা ও আল্লাহভীতি অর্জিত হয় যা এ রাস্তায় প্রভু পর্যন্ত পৌঁছার উপায়” [হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি নূরীকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন মুরাকাবায় ছিলেন- তার শরীরের একটি পশমও নড়ছিলো না। আমি পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরূপ গভীর মুরাকাবা আপনি কোত্থেকে শিখেছেন?'

তিনি বললেন, 'একটি বিড়াল আমাকে এরূপ মুরাকাবা শিক্ষা দিয়েছে। সে কিভাবে ইঁদুর ধরার জন্য অপেক্ষা করে লক্ষ্য করেছো কি? বাস্তবে আমার থেকেও আরো নীরব ছিলো সেই বিড়ালটি'" [হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

একদা হযরত বিস্তামী তাঁর মুর্শিদের নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ মুর্শিদ বললেন, 'বায়িজিদ! জানালার পাশ থেকে ঐ বইটি আমার নিকট নিয়ে আসো।'

হযরত বিস্তামী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'জানালা! কোন জানালা?'

মুর্শিদ বললেন, 'কেনো? তুমি এতোদিন যাবৎ এখানে আসছো, জানালাটি কোথায় দেখো নি বুঝি?'

'না হুজুর!' বললেন হযরত বিস্তামী। 'জানালা দিয়ে আমার কি হবে? আপনার সামনে আসলে আমি অন্য সবকিছু থেকে আমার চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিই- আমি এদিক সেদিক তাকানোর উদ্দেশ্যে আসি নি'।

'এরূপ যখন অবস্থা', সহাস্যে বললেন মুর্শিদ। 'তুমি বিস্তামে ফিরে যাও। তোমার কাজ এখানে শেষ হয়ে গেছে'" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"উপাসনার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম কাজ হলো প্রতিটি ক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। বান্দাকে কখনো তার সীমা থেকে বাইরে তাকানো ঠিক নয়। সব সময় প্রভু ছাড়া আর কোন কিছুতে চিন্তামগ্ন থাকতে নেই। অতীত ও ভবিষ্যতকে কখনো উপস্থিত বর্তমান ক্ষণের সঙ্গে মিশ্রণ করা ঠিক হবে না" [হযরত আবু বকর মুহাম্মদ ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন যিনি তার এক গোলামকে অন্যদের তুলনায় বেশী আদর করতেন। তার নিকট এই গোলাম ছাড়া অন্যরা তেমন মূল্যবান

ছিলো না। তবে তারা একদা বাদশাহর নিকট অভিযোগ আনলো এবং জানতে চাইলো, এই গোলামটিকে তিনি কেনো এতো বেশী ভালোবাসেন?

বাদশাহ চাইলেন এই গোলামের আনুগত্য যে তাদের তুলনায় অনেক বেশী তা বুঝিয়ে দিতে। একদা বাদশাহ তার সকল গোলাম ও উজির-নাজিরসহ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ লক্ষ্য করে তিনি থেমে গেলেন এবং তার মাথা নত হয়ে পড়লো। সাথে সাথে তার সেই গোলামটি নিজের ঘোড়া ছুটে চলে গেল পাহাড়ে। কেউ বুঝতে পারলো না সে কেনো এ কাজ করলো। কিছুক্ষণ পর সে কিছু বরফ নিয়ে ফিরে এলো। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে বরফ চাচ্ছিলাম তা তুমি কিভাবে জানলে?'

গোলাম জবাব দিল, 'কারণ আপনি এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। আর বাদশাহর দৃষ্টি হলো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, কোন ইচ্ছা ছাড়া বাদশাহ কোনো কিছুর দিকে তাকান না'।

বাদশাহ তখন উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই গোলামটি এ জন্যই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কারণ প্রত্যেকেরই কার্যবিধি আছে। তার কাজ হলো আমার দৃষ্টির প্রতি খিয়াল রাখা এবং সর্বদা আমার অবস্থাকে খুব সতর্কতাসহ দেখাশোনা করা'" [হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সর্বোত্তম উপাসনা হলো সেটি যা বেদনার মাধ্যমে জ্বলন্ত" [সুফি প্রবাদ]।

"মহান আল্লাহ তা'আলা জগতসৃষ্টির পর বললেন, 'তোমার গোপন রহস্যের ব্যাপারে আমার উপর ভরসা রাখো। তুমি যদি তা না করো, তাহলে আমার দিকে তাকাও। তুমি যদি তা-ও না করো তাহলে আমার কথা শ্রবণ করো। আর তুমি যদি এটাও করতে অপারগতা দেখাও তাহলে আমার দ্বারে এসে অপেক্ষা করো। যদি তুমি এসব কিছু করো না তাহলে অন্তত তোমার প্রয়োজনের কথা আমাকে বলো'" [হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন এমন কোন বান্দা যখন তাঁর প্রতি আবদার করে, তখন আল্লাহ বলেন, 'হে জিব্রাঈল! আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণে কিছুটা দেরী করো, আমি তার আবদার আরো একটু শোনতে আগ্রহী'।

যখন কোন বান্দা যাকে তিনি পছন্দ করেন না, তাঁর প্রতি আবদার করে তখন তিনি বলেন, 'হে জিব্রাঈল! আমার এই বান্দার প্রয়োজন এক্ষুণি পূরণ করে দাও- আমি তার ডাক শোনতে তেমন আগ্রহী নই'" [সুফি প্রবাদ]।

হযরত সালিহ আল-মুররী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "যে কেউ তাঁর দ্বারে কড়া নাড়া থেকে বিরত হবে না, একদা তার জন্য তা খুলেই যাবে"।

একথা শ্রবণ করে হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আর কতো দিন এরূপ কথা বলবে? বলো তো, তাঁর দ্বার কি কখনো বন্ধ ছিলো?" [হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা]।

"বনী ইসরাঈলের লোকেরা বার বার মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'আল্লাহ কি ইবাদত করেন?' মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জবাব না দিয়ে নীরবতা পালন করেন। বার বার জিজ্ঞেস করার পর ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই জবাব দিলেন, 'আপনি আমার বার্তাবাহক; আপনার মাধ্যমেই আমি আমার বান্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদেরকে আপনি বলে দিন: আল্লাহ ইবাদত করেন; এবং তাঁর ইবাদত হলো, 'আমার রহমত যেনো আমার রাগের আগে থাকে'" [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত ওয়ায়িস কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কেউ প্রশ্ন করলো, নামাযে একাগ্রতা বলতে কী বুঝায়?
তিনি জবাব দিলেন: "যে নামাযে তীর বিদ্ধ হলেও নামাযী টের পায় না- সেটাই হলো একাগ্রতা-সম্পন্ন নামায" [হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"ইস্তিখারা বা মুরাকাবা-মুশাহাদা এক স্বচ্ছ আয়নার মতো। তার ভিতরে সবার সৎ ও অসৎ ক্রিয়াকলাপ, চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্ব হয়। যখন দেখবে এই আয়নায় শুধু সৎ চিন্তাগুলো ভেসে ওঠছে তখন মনে করবে, তুমি সঠিক পথে আছো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এতে খারাপ চিন্তা-ভাবনা ভেসে ওঠতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মনে করে নিও তুমি বিপথগামিতা থেকে মুক্তি পাও নি" [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর ধ্যান, সাধনা ও তাঁর কাছে প্রার্থনার চেয়ে পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যে পছন্দ করে, তার মতো নির্বোধ আর নেই। সে অজ্ঞ, তার হৃদয় অন্ধ, সুতরাং তার জীবনই বৃথা" [হযরত মালিক দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে আল্লাহর উপাসনা করে না, সে মানুষের উপাসনা করতে বাধ্য হয়" [হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হে লোকসকল! আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করো- যদি তা না পারো তাহলে অন্ত ত ক্রন্দনের ভান করো" [হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"আহকামে ইলাহির হিফাজত করা, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু মিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং যা মিলে না সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করার নামই হলো ইবাদত" [হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় রাসূলের শহরে আমার কবর হতে দাও এবং আমাকে তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান করো" [হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যখন আমার অস্তিত্বের কোন মূল্য ছিলো না; আপনি আমাকে রিজিক দিয়েছেন যখন আমার কিছুই ছিলো না;

এবং আমি আমার আত্মাকে জুলুম করেছি, পাপ করেছি এবং আমি আমার ভুলের স্বীকারোক্তি করছি; আপনি যদি আমাকে মাফ করে দেন, তাহলে আপনার মাহাত্ম্যের একটুও কমে যাবে না; আর আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, তাহলে এতেও আপনার বড়ত্ব বাড়বে না; আমি ছাড়া অন্যকেও আপনি শাস্তি দিতে পারেন; কিন্তু আমি আর কাউকে পাবো না যাঁর নিকট থেকে মাফি পেতে পারি। অবশ্যই, আপনি হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা দয়ালুর দয়ালু" [হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যদি তুমি এমন নির্জন স্থানে বসো যেখানে কেউ তোমাকে দেখতে পারে না এবং তুমিও কাউকে দেখতে পারো না, তবে এটাই হলো সত্যিকার নির্জনতা। আমি ঐ ব্যক্তির উপর খুব কৃতজ্ঞ যিনি আমার নিকট আসেন না। এমনকি অসুস্থ হলেও দেখতে আসেন না" [হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সত্যিকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই ব্যক্তি যার কোন চিন্তা নাই" [হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

কষ্ট ও আত্মসমর্পণ

আত্মিক পরিশুদ্ধির অপর নাম হলো কষ্ট-যাতনা। হৃদয় এরই মাধ্যমে আবর্জনামুক্ত হয়। কষ্ট-যাতনা ও বিপদ আপদের মাধ্যমে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিতে শিখে এবং সে তাঁর গোলামে পরিণত হয়।

"দুনিয়া হলো গলিত শব বা মাংস, একে যে ভালোবাসে তার কুকুর। সুতরাং যে কেউ দুনিয়া থেকে [অতিরিক্ত] কোন কিছু গ্রহণ করতে চায়, তাকে কুকুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে" [হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"আপনার নফস কখনো স্বেচ্ছায় খুশীমনে এ রাস্তায় চলবে না, একে দুঃখ যাতনা দ্বারা চলন্ত রাখা চাই, অশ্রুতে ভাসিয়ে" [ফার্সী কবিতাংশ]।

"সোনার দানাকে আগুনে পুড়ার পরই স্বর্ণখণ্ডে পরিণত হয়। সুতরাং মানুষ কষ্টের মধ্যে পতিত হলে স্বর্ণের মতো হয়ে যায়। এরই মাধ্যমে স্বর্ণ-খচিত মানবাত্মার মধ্যস্থ আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে। কষ্টের মধ্যে নিহিত আছে এক বিরাট ফায়দা। এক ফোটা পানি যেরূপ মরুভূমির বালুকণার উপর পতিত হলে সাথে সাথে শুকিয়ে যায়, তদ্রূপ আমাদেরকে 'শূন্যে' এবং 'কোথাও নয়'-তে রূপান্তরিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়া জরুরী" [হযরত ভাই সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে তাঁর বন্ধু বানাতে চান তখন তার উপর পতিত করেন অনেক ধরনের দুঃখ-দুর্দশা। আবার যখন তিনি কাউকে তাঁর দুশমনে পরিণত করতে ইচ্ছে করেন তখন তাকে তিনি দান করেন অসংখ্য দুনিয়াবী নিয়ামত" [হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হে আল্লাহ! আমাকে আপনি যতোই শাস্তি দেন না কেন, অনুগ্রহ করে আপনার দীদার থেকে বঞ্চিত রাখার মতো সর্বাপেক্ষা বড়ো শাস্তি দিয়ে বেইজ্জত করবেন না" [হযরত আবুল হাসান সারী সাক্বাতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"দুঃখ ও আনন্দ হলো আমাদের নিজস্ব গুণাবলী এবং যাকিছু তোমার গুণাবলী তা সবই সৃষ্ট। সুতরাং সৃষ্ট বস্তু অসৃষ্টের মধ্যে কিভাবে অনুপ্রবেশ করবে?" [হযরত ইবনে আতাউল্লাহ ইসকান্দারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"একজন বেদুইনকে প্রশ্ন করা হলো: তুমি কি আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখো? সে জবাব দিলো: 'আমি কিভাবে তাঁকে বিশ্বাস না করি যিনি আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন ক্ষুধা, আমাকে উলঙ্গ ও নিঃস্ব করেছেন এবং দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছেন?'
এসব কথা বলতে বলতে সে প্রেমোন্মত্ত হয়ে পড়লো" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কোনো আত্মাকে তার ধৈর্য ক্ষমতার বেশী কষ্ট দেওয়া হয় না" [আল কুরআন]।

"যাদের অন্তর আমার সন্তুষ্টির জন্য পীড়িত হয়েছে আমি (আল্লাহ) তাদের সাথী" [হাদীসে কুদসী]।

"যেখানে ধ্বংসাবশেষ থাকে, সেখানে গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুমি কেনো আল্লাহর গুপ্তধন বিদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে দেখছো না?" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমের বেদনা প্রত্যেক হৃদয়ের জন্য মহৌষধে পরিণত হয়েছে, প্রেম ছাড়া কখনো সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এই বিষের থেকেও মিষ্ট কোন পানীয় আমি দেখি নি, এই রোগের চেয়েও আনন্দময় কোন স্বাস্থ্য আমি পাই নি" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি পুড়েছি এবং পুড়েছি এবং পুড়েছি" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এ জগতে বেদনা ও আনন্দের মধ্যে আছে একই ধারাঃ তুমি গোলাপকে 'খোলা হৃদয়' কিংবা 'ভাঙ্গা হৃদয়' এই উভয় ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝতে পারো" [সুফি প্রবাদ]।

"যখন তুমি 'আত্মসমর্পণের' মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে, শুধু তখনই তুমি চিরকাল বাঁচবে। তোমাকে যদি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মৃত্যু দেওয়া হয়, তাহলে সত্যিকার অর্থে তোমার কোনো মৃত্যু হয় নি- কারণ তুমি ইতোমধ্যে মরে গিয়েছ!" [ফার্সী কবিতাংশ]।

"আমি তোমাকে আমার একমাত্র ধন প্রদান করছি, তাহলো তোমার প্রেম দ্বারা আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করার ক্ষমতা" [সুফি প্রবাদ]।

"কার্যে পরিণত করার সময় আত্মসমর্পণ হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কঠিন জিনিস কিন্তু তা হয়ে গেলে সবকিছু অতি সহজ হয়ে যায়" [হযরত ভাই সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি চাই তাঁর সঙ্গে মিলন, কিন্তু তিনি চান বিচ্ছেদ; সুতরাং আমার ইচ্ছাকে আমি ছেড়ে দিলাম তাই তিনি যা চান তা বাস্তবে রূপদান করলো" [হযরত ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রতিটি ক্ষণে তাঁর গোলাম হিসাবে থাকার নাম হলো দাসত্ব, কারণ তিনি তো প্রতি মুহূর্তেই তোমার প্রভু” [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তুমি কি মনে করো আমি যা করছি তা আমি নিজে জানি? এবং একটি কিংবা তার অর্ধেক শ্বাসের জন্যই আমি আমার মধ্যে আছি?

আমার জানার ব্যাপ্তি তো সেই কলমটির মতো, যেটুকু জানে সে কি লিখছে, কিংবা একটি বলের মতো যে ধারণা করতে পারে সে পরবর্তীতে কোথায় যাবে” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি দেখার জন্য বলি না, আমি জানার জন্য বলি না, আমি শুধু ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বলি” [অজানা কবিতাংশ]।

“নিজকে কুরবান করো, অন্যথায় বোকার মতো সুফিদের কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকো না” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

মহান তাপস হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা এক মসজিদে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু ওখানে যারা ছিলো, তাঁর ছেড়া-ময়লাযুক্ত বস্ত্র দেখে তাঁকে পাগল মনে করে কান ধরে তাড়িয়ে দিল- তিনি বার বার আবদার করলেন, “শুধুমাত্র রাতটুকু কাটিয়ে আমি ভোরে চলে যাবো। দয়া করুন!” কোন কাজ হলো না, শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে দরজার নিকট এনে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না- তিনি উঁচু উঁচু সিঁড়ি দিয়ে ছুটে-ছিটকে পড়তে লাগলেন। তিনি বলেন, “এ সময় আমি অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছি! নফসকে বলেছি- তুই যে বাদশাহ থাকাবস্থায় অফুরন্ত আরাম আয়েশে থাকতে- এই তোর প্রতিদান! আমি আরো অনুভব করলাম একেকটি সিঁড়ি অতিক্রম কালে মা'রিফাতের একেকটি স্তর পেরিয়ে যাচ্ছি। নীচে পড়ে যাবার পর সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন ব্যাপারটি ঘটলো- এক রসিক এসে আমার মাথায় প্রস্রাব করে দিল!” [হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যার জন্য এই পৃথিবীটা একটি জেলখানা তার জন্য তার কবর হবে শান্তির বাসস্থান” [হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু”]।

“আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির সম্মুখে আত্মসমর্পণ খঞ্জরে যারা নিহত হয়ে যান, তারা প্রত্যেক সময় গায়েব থেকে নিত্য-নতুন প্রাণ লাভ করে থাকেন” [হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“একব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘বান্দা কিভাবে আল্লাহ তা’আলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে?’ আমি বললাম, “এর একটা শুরু ও শেষ আছে। শুরু হলো পরহেজগারী বা শুদ্ধাচার আর শেষ হলো আল্লাহ তা’আলাতে রাজী থাকা- তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা” [হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যে ব্যক্তি বন্ধু-প্রেমের দাবী করে এবং কষ্টের সময় ফরিয়াদ করে, সে প্রকৃত প্রেমিক নয় বরং মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। কেননা বন্ধুত্ব গ্রহণ করার অর্থই হলো যে, বন্ধুর নিকট হতে যা কিছুই আসবে (দুঃখ-কষ্ট) তা নিয়ামত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে করতে হবে- যে কোন উপলক্ষ্যেই হোক, আল্লাহ্ তা’আলা আমাকে স্মরণ করছেন” [হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহার মতো এতো বেশী দুঃখ-কষ্ট খুব কম সুফিই করেছেন। তিনি জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ একজন সাধারণ ক্রীতদাসী হিসাবে কাটিয়েছিলেন। তাঁর রীতি ছিলো, যেদিন তাঁর উপর দুঃখ-কষ্ট নাজিল হতো সেদিন তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু বালা-মুসিবত নাজিল না হলে সেদিন দুঃখে কাতর হয়ে বলতেন, “হায়! কী কারণে আল্লাহ তা’আলা আজ আমাকে স্মরণ করলেন না?” [হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা]।

“প্রেম করা তাদের জন্যেই খাটে যারা, বন্ধুর দেওয়া দুঃখ-কষ্টে সবর করতে পারে। বন্ধু-প্রদত্ত দুঃখ বন্ধুর জন্যই হয়ে থাকে। সুলুকের পথে বন্ধু হতে আসা বালা-মুসিবত নিয়ামত-স্বরূপ। যেদিন কারো প্রতি তা নাজিল হয় না, বুঝতে হবে সেদিন তার উপর হতে নিয়ামত তুলে নেওয়া হয়েছে” [হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হৃদয়কে স্বচ্ছ করা

সুফিরা হৃদয়কে আরশির সাথে তুলনা করে থাকেন। এই আয়নাকে পালিশ করে স্বচ্ছ করতে হবে। আর একমাত্র স্বচ্ছ শাইনী একটি আরশিতে হাক্বীক্বাতের নূর স্পষ্ট হয়ে প্রতিবিম্ব হতে পারে। কলব বা হৃদয়কে আধ্যাত্মিক সাধনা তথা রিয়াজত, মুজাহাদা ও মুশাহাদার মাধ্যমে ঘষেমেজে স্বচ্ছ করাকে সুফিরা ‘তাযকিয়ায়ে কলব’ বলেন।

“হৃদয়খানা ঐশী নূরের মাধ্যমে পালিশ হয়ে ওঠে। এতে তা একটি স্বচ্ছ আয়নার মতো হয়ে যায়। আর এরূপ আয়নায় অস্তিত্বশীল সবকিছু সঠিকভাবে প্রতিবিম্ব হতে পারে। হতে পারে প্রতিবিম্বিত ‘আল্লাহর অদৃশ্য জগৎ’ এগুলো বাস্তবে যেরূপ ঠিক সেভাবে” [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“কলব পাঁচ প্রকারঃ ১. মৃত, ২. রোগা, ৩. অলস, ৪. ভিন্নমুখী ও ৫. নিখুঁত। কাফিরদের কলব মৃত, পাপী মুসলমানের কলব রোগা, অতিভোজী ও অতিলোভী কলব অলস, মুশরিকদের (যেমন ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ও দ্বিত্ববাদী ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ) কলব ভিন্নমুখী। প্রকৃত সুফি দরবেশের কলব নিখুঁত” [হযরত হাতিমে আসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তোমার ভাগ্যে যা-ই থাকুক না কেনো, নিজের প্রতি ভালোবাসা ও ঘৃণা উভয় থেকে নিজেকে মুক্ত রেখো। তোমার আরশিকে পালিশ করো, হয়তো তাতে অকৃত্রিম সৌন্দর্য গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে এসে উজ্জ্বল হয়ে পতিত হবে। আলোকিত হয়ে ওঠবে তোমার বক্ষ। এভাবেই নবীদের অন্তর আলোকিত

হয়েছিল। এবার ঐ ঐশী নূরে আলোকিত হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে প্রেমাস্পদের গোপনীয়তা” [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ আমি আমার নফসের কর্মকার ছিলাম। তখন আমি আমার নফসকে নিয়মানুবর্তিতার আগুনে নিক্ষেপ করেছি। একে উত্তপ্ত করেছি গভীর কষ্টকর সাধনা দ্বারা। এরপর আমি তাকে ভর্ৎসনার নেহাইয়ে (কামারের নেহাইয়ে) ফেলে আত্ম-নিন্দার হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়ে আমার আত্মা থেকে বের করেছি একটি আয়না। এরপর দীর্ঘ ৫ বৎসর আমি ছিলাম আমার নিজের আয়না এবং এই আয়নাকে পালিশ করেছি আল্লাহর সর্বপ্রকার ইবাদাত ও ধ্যান-মুরাক্বাবা দ্বারা। এরপর নিজের প্রতিচ্ছবির প্রতি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি এক বৎসরব্যাপী। আমি দেখতে পেলাম আমার কোমরে তখনও ‘মুনাফিকী’ বেল্ট বাঁধা রয়ে গেছে” [প্রাথমিক যুগে কাফির মুশরিকদের পরিচিতির জন্য তাদের কোমরে বেল্ট বেঁধে রাখার নিয়ম ছিলো] [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আত্মার ময়দানে চাষ ও পরিষ্কার করার জন্য দিবারাত্র কাজ করে যেতে হবে” [হযরত আব্দুল মজিদ মাজদুদ হাকিম সানায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তোমার নিকট হৃদয়ের আরশি যদি অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তাহলে বুঝে নেবে এর মধ্য থেকে জং ঘষে তখনও পরিষ্কার করা হয় নি” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যাবতীয় গাইরুল্লাহজণিত চিন্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করো, সর্বদাই নিজের কার্য ও চিন্তা-চেতনার প্রতি খিয়াল রেখো” [হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“হৃদয়ের পবিত্রতা হলো একটি বস্তুর প্রতি ‘ইচ্ছার শক্তি প্রয়োগ’” [সুফি প্রবাদ]।

“কোনো সময় তিনি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন এক দিকে, অন্য সময় বিপরীত দিকে - ধর্মের কাজ তো হতভম্বতা ছাড়া আর কিছু নয়!” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আল্লাহর একত্ববাদ যা সুফিদের দ্বারা প্রচারিত হয়, তার অর্থ হলো: অসৃষ্ট থেকে সৃষ্টকে আলাদাকরণ, কারো মাতৃভূমি থেকে চলে যাওয়া, আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া এবং যা কেউ জানে কিংবা না জানে তা দূরে ফেলে দেওয়া- সুতরাং এসবের মধ্যে শুধু থাকবে আসল বাস্তবতা” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যখন মাযদুদ্দীন বাগদাদী স্বীয় শায়খের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাকে প্রথমেই ‘ইস্তিঞ্জা ও অযুখানার খিদমাতে’ থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো- সুতরাং তাকে প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করতে হতো। মাযদুদ্দীনের মাতা একজন ধনী চিকিৎসক মহিলা ছিলেন। তিনি শায়খকে অনুরোধ জানালেন, এই অল্প বয়সের বাচ্চাকে এরূপ কাজ থেকে মুক্তি দিন। তিনি সাথে সাথে ১২ জন তুর্কী ক্রীতদাসও পাঠিয়ে দিলেন উক্ত কাজের জন্য। কিন্তু শায়খ জবাব দিলেন, “আপনি একজন চিকিৎসক- আপনার ছেলের গোল-ব্লাডারে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে তাকে কি আমি ঔষধের বদলে ‘তুর্কী গোলাম’ দিলে কাজ হবে?” [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“দুই হাজার মাক্বামে মহান শক্তিধর আল্লাহ তা’আলা আমাকে তাঁর পবিত্র উপস্থিতি প্রদান করেছেন, এবং এসব প্রতিটি মাক্বামেই তিনি আমাকে একটি রাজ্য দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করি নি। আল্লাহ তা’আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ওহে বায়িজিদ! তুমি কি চাও?” আমি জবাব দিয়েছি, “আমি চাই, না-চাইতে” [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ত্রিশ বৎসর আমি আমার হৃদয়কে অবলোকন করেছি। এরপর আমার হৃদয় দশ বৎসর আমাকে অবলোকন করেছে। এখন বিশ বৎসর হলো আমি আমার

হৃদয় সম্পর্কে কিছুই জানি না এবং আমার হৃদয়ও আমার সম্পর্কে কিছুই জানে না” [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সত্যিকার মানুষ হওয়ার জন্য চেষ্টা করোঃ যে প্রেমকে চিনেছে, যে বেদনাকে জেনেছে। পূর্ণ হও, বিনয়ী হও, পরিপূর্ণরূপে নীরব হও, শুরার পাত্র হও- যা এক হাত থেকে অপর হাতে চলে যায়” [হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তোমাদের কলবই শ্রেষ্ঠ কা’বা, কেননা প্রত্যেকের কলবেই আল্লাহ তা’আলা বিরাজ করছেন। এই কলবকে [জিকিরের মাধ্যমে] যতো পরিষ্কার রাখবে, ততোই আল্লাহ তা’আলার প্রিয়পাত্র হতে পারবে। আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হবে। আর যদি কলবের ময়লা দূর করতে ব্যর্থ হও, তবে তোমরা অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে এবং আল্লাহ তা’আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় তোমরা কিভাবে অন্যকে পথ দেখাবে?” [হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট একটি মৃতদেহকে জীবিত করা খুব বড়ো কাজ আর খাস লোকের নিকট কলব এবং রূহকে সজীব করা অনন্ত জীবনের উপায়” [হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ধন-সম্পদ সিন্দুকে ভরে বিনষ্ট করো না- আল্লাহর নিকট জমা করে রাখো” [হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ হওয়ার পর মানুষের দ্বারা কষ্ট-যাতনায় পতিত হলেও তা তোমাকে প্রভাবিত করে না” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যদি কেউ আপনার প্রশংসা করে বলে, “কী অপূর্ব মানুষ আপনি!”, অথবা বলে, “কী খারাপ লোক আপনি!” আর প্রথম কথাটি আপনার নিকট শেষোক্ত কথাটির চেয়ে বেশী আনন্দ প্রদান করে তাহলে মনে রাখুন, আপনি এখনও ‘খারাপ লোক’” [হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“জাহাজের ধ্বংসাবশেষের যাকিছু হারিয়ে যেতে পারে না, শুধুমাত্র ওগুলোর মালিকই আপনি হতে পারেন [অন্য কথায় আপনি কোন কিছুরই মালিক নন]” [হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“দিনের শেষে বেতন পাওয়ার আশায় আমি প্রভুর কাজ একজন দিন-মজুরের মতো করবো না” [হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা]।

“সকল জ্ঞানের কথা দু’টি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়ঃ যা তোমার জন্য হবে তা হতে দাও। যা তোমাকে করা অবশ্যকর্তব্য- তা করা তুমি নিশ্চিত করো” [বক্তা অজানা]।

“এখন, প্রত্যেক পরিবর্তনশীলতায় মহান প্রতিপালক তাদের সঙ্গী, ঘণ্টার পর ঘণ্টাব্যাপী অচিন্তনীয় কাজ তাদের মধ্যে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। যদি তারা জানতো! তাহলে তারা তার থেকে কখনো দূরে থাকতো না- এমনকি এক পলকের জন্যও না। কারণ তিনি তো কখনও তাদের থেকে দূরে সরে যান না ...” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“একদা পবিত্র হজ্জে যাওয়ার পথে মরুভূমির মধ্যে একটি বাবলা গাছের নীচে এক পথিকের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই বৃক্ষের নীচে কোন্ কারণে বসে আছো? সে জবাব দিল, “আমি একটা জিনিসের সন্ধান করছি।” আমি আর কিছু না বলে তাকে সেখানে রেখেই চলতে লাগলাম। পবিত্র হজ্জ শেষে ফেরার পথে তার সাথে আমার আবার দেখা হলো। সে এখন গাছটির আরো একটু কাছে যেয়ে বসে আছে। এবারও জিজ্ঞেস করলাম, “ও হে! এখানে তুমি এখনও বসে আছো?” সে জবাব

দিলো, "আমি যা খোঁজছিলাম তা এখানেই পেয়েছি- তাই বসে আছি"। আমি বুঝতে পারি নি কোন্ কাজটি উত্তম, তার অবস্থা সম্পর্কে জানার গভীর অনুসন্ধান নাকি যে স্থানে এই সন্ধানের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে সেখানে পড়ে থাকার এমন ইচ্ছা" [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"দুনিয়াতে প্রবেশ করা সহজ কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন" [হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"দীর্ঘ ২০ বৎসর আমি আমার শায়খ হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খিদমাত করেছি। আমার নফসকে আমি তখন অবসর নিতে দেই নি। রাতদিনের খবরও আমি রাখতাম না- কারণ মানুষের যা কিছু মিলে তা খিদমাতের ওয়াসিলায়ই মিলে" [হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তোমার কলবের দিকে তাকিয়ে দেখো- যদি তা অন্ধকার হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে সেখানে হাক্বিকাতের নূর প্রতিবিম্ব হবে?" [বক্তা অজানা]।

"হে মানুষ! তোমার হৃদয়কে বেঁধে রাখো, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করো, এবং জিকির করতে থাকো। এবার দেখবে, আলমে-আরওয়াহ, আলমে-খালক ও আলমে বরযখ তোমার দৃষ্টির অভ্যন্তরে" [সুফি সনাতন]।

"কলব হলো ঈমানী নূর (নূরুল ঈমান), আত্মসমর্পণের আলো (খুশু), ধর্মানুরাগ (তাক্বওয়া), প্রেম (মুহাব্বাত), পরিতৃপ্তি (রিদ্বা), নিশ্চয়তা (ইয়াক্বিন), ভয় (খাওফ), আশা (রাজা), ধৈর্য (সবর) এবং সন্তুষ্টির (কানা'আত) বাসস্থান ... কলবের মোট চারটি স্তর আছেঃ বক্ষ (সদর), হৃদয় (কলব), অভ্যন্তরস্থ কলব (ফু'আদ) এবং বুদ্ধি (লুব্ব)। ... প্রত্যেকটি স্তর একাধিক গুণের বিকাশস্থলঃ বক্ষ- ইসলামের আলো (নূরুল ইসলাম), মুসলিম, শরীয়তের জ্ঞান এবং কু-স্বভাবের 'আপন' (নফসে আম্মারাহ); হৃদয়ঃ ঈমানের আলো (নূরুল ঈমান), মু'মিন, অভ্যন্তরীণ জ্ঞান এবং উদ্দীপ্ত

'আপন' (নফসে মুলহিমাহ); অভ্যন্তরস্থ কলবঃ পরিচিতির আলো (নূরুল মা'রিফাহ), তত্ত্বজ্ঞানী ('আরিফ), দিব্যদৃষ্টি (রু'ইয়াহ) এবং দোষত্রুটি সনাক্তকারী 'আপন' (নফসে লাওউয়ামাহ); এবং বুদ্ধিঃ এককত্বের আলো (নূরুত-তাওহীদ), একত্রীকারক (মুয়াহহিদ), আল্লাহর করুণা ও দয়া এবং প্রশান্ত 'আপন' (নফসে মুতমায়িন্নাহ)" [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

নূরের উপর নূর

সুফিরা পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতে করীমের 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ যে আয়াতটির উপর অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাহলো 'আয়াতুন নূর' [২৪ : ৩৫]। সুফিরা এই পবিত্র আয়াতের আভ্যন্তরীণ অর্থকে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, তারা বলেন এই হৃদয়ের মধ্যেই আল্লাহর নূরের বাসস্থান। এই নূরের মাধ্যমে সুফিরা আধ্যাত্মিক ভ্রমণের রাস্তা খোঁজে পান- এটাই হলো ভ্রমণের পথনির্দেশক।

"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুতঃপবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" [আয়াতুন নূর, সূরা নূর, আয়াত নং ৩৫]

একদা এক বালক প্রদীপ হাতে রাস্তায় চলে যাচ্ছিলো- হযরত হাসান বসরী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে বালক! এ আলো কোথা থেকে আনলে?" ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ফুঁৎকার দিয়ে প্রদীপটি নিভিয়ে দিয়ে বললো, "আপনি বলুন, এখন এটা গেল কোথায়? এরপর বলবো কোথায় থেকে তা এনেছি!" [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান সংরক্ষিত রেখেছেন। সুতরাং হৃদয় আল্লাহর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। এই আলোর দ্বারাই

তিনি হৃদয়ে নেত্র প্রদান করে যাতে সে দেখতে পায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা একটি রূপকার্থে এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন, "এটা একটি কুলুঙ্গির মতো যাতে আছে একটি প্রদীপ"। ঐশী আলোর প্রদীপ হলো ঐসব ব্যক্তির হৃদয় যারা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে।" [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কিছু জ্যোতি আছে যা আরোহণ ও অবরোহণ করে। আরোহণকারী আলো হলো হৃদয়ের জ্যোতি; আর অবরোহণকারী আলো হলো আরশে আজীমের জ্যোতি। নফসে আম্মারা হলো হৃদয় ও আরশের মধ্যকার পর্দা। এই পর্দা যখন ফেটে যায় তখন হৃদয়ের মধ্যে একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। যেভাবে চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ জন্মে ঠিক সেভাবে হৃদয়ের আলো আলোর দিকে আরোহণ করে, আর আরশের আলো হৃদয়ের আলোর দিকে অবরোহণ করে, এবং এটাই হলো 'নূরুন আ'লা নূর- জ্যোতির উপর জ্যোতি'।

যতোবারই হৃদয় আরশের জন্য হাহাকার করে, ততোবারই আরশও হৃদয়ের জন্য হাহাকার করে। সুতরাং তারা মিলিত হতে ছুটে আসে .... প্রত্যেকবার যখন হৃদয়ের একটি জ্যোতি আপনার মধ্য থেকে আরোহণ করে, একই সময় একটি জ্যোতি আরশে আজীম থেকে আপনার দিকে অবরোহণ করে। আর প্রত্যেকবার যখন একটি অগ্নিশিখা আপনার নিকট থেকে আরোহণ করে, একটি অনুরূপ অগ্নিশিখা আপনার দিকে অবরোহণ করে ... যদি এদের এনার্জি বা শক্তি সমান হয় তাহলে তারা অর্ধপথে মিলিত হয় ... কিন্তু যখন আপনার মধ্যে জ্যোতি বেড়ে ওঠে, তাহলে তা আরশে আজীমের অনুরূপ জ্যোতির মতো 'পুরো' হয়ে যায়ঃ সুতরাং ঐশী জগতের জ্যোতি তোমার মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যকুল হয়ে ওঠে এবং তার আকর্ষণ তোমার জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ হয়, এবং এটা তোমার দিকে অবরোহণ করে। এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক ভ্রমণের গোপন রহস্য ...." [হযরত নিযামুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তাঁর জন্য দুঃখ একটি গুপ্তধন আমার হৃদয়ে। আমার হৃদয় ‘নূরুল আ’লা নূর’, একজন সুন্দরী মরিয়ম যার গর্ভে ঈসা” [মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সত্যিকার আধ্যাত্মিক পরমানন্দ হলো, আলোর সাথে আলোর মিথস্ক্রিয়া, তখন মানবের আত্মা ঐশী জ্যোতির সঙ্গে মিলিত হয়” [হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“হৃদয় হলো বাদশা আর হাত-পা ইত্যাদি তার প্রজা; হৃদয়ের নির্দেশ ও ইচ্ছা মুতাবিক প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলমান, অথচ হৃদয়ের ইচ্ছা আসে আল্লাহ তা’আলা থেকে। হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাধর হিসাবে তিনি কাউকে প্রতিনিধি করেন না- তিনি নিজেই এর নির্দেশক। এবং কেউ দেখতে পায় না হৃদয়ে কি আছে। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি হৃদয়ে পতিত করেন কিংবা হৃদয় থেকে তুলে নেন। হৃদয় হলো সূত্র ও আল্লাহর একত্বের বাসস্থান এবং তা আল্লাহর পর্যবেক্ষণের বস্তু।

আল্লাহ তা’আলা হৃদয়কে পর্যবেক্ষণ করেন- কারণ এটাই হলো তাঁর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গুপ্তধন ও অলঙ্কারের পাত্র যা হলো, তাঁর মা’রিফাত বা সত্যিকার পরিচিতির জ্ঞান” [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রিয় বন্ধু! তোমার হৃদয় একটি আরশি। তোমাকে তা ঘষে-মুছে পরিষ্কার করতেই হবে। কারণ এতে ধূলোবালির পড়ে অস্পষ্টতার পর্দা পড়ে গেছে। এটা চায় তার মধ্যে ঐশী গুপ্তধনের জ্যোতি প্রতিফলিত হোক। যখন আল্লাহ তা’আলা যিনি ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি’, তাঁর কাছ থেকে আগত আলো এসে তোমার হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছে তা জ্যোতির্ময় করে তুলবে, তখন তোমার হৃদয়ের প্রদীপ জ্বলে ওঠবে। হৃদয়ের প্রদীপ ‘একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য ...’। তখন এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ময় ঐশীজ্ঞান পতিত হয়। এই জ্যোতির্ময় ঐশীজ্ঞানের উৎস ঊর্ধ্বজগতে সুরক্ষিত ফলক, ‘যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়’ এটা

আসে 'পবিত্র যায়তুন বৃক্ষ থেকে'। এটা আবিষ্কারের বৃক্ষে জ্যোতি প্রতিফলিত করবে- এতোই পবিত্র, এতোই স্বচ্ছ যে, এটা অগ্নির ভেতর দিয়ে চলে যায় কিন্তু আগুন তাকে ছুঁইতে পারে না। এরপর জ্ঞানের আলো নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে। কিভাবে তা অ-প্রজ্জ্বলিত থাকতে পারে যখন আল্লাহর গুপ্তধনের আলো এতে পতিত হয়ে তাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে?

তারারা আমাদেরকে পথনির্দেশ করে না- কিন্তু ঐশী আলো তা করে। যদি শুধুমাত্র তোমার অভ্যন্তরীণ গোপন ঐশী রহস্যের প্রদীপটি জ্বলন্ত হয়ে যায়, তাহলে বাকী সবই আসতো- একই সঙ্গে সবকিছু না হয় ক্রমে ক্রমে ... অবচেতনতার অন্ধকার আকাশসমূহ ঐশী উপস্থিতির ফলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠবে। প্রশান্তি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হবে দিগন্তে- প্রদান করবে 'আলোর উপর আলো', আকাশে উঠে সে তার পূর্ব-পরিকল্পিত কক্ষপথে চলবে ... সেই পর্যন্ত, যখন সে তার পূর্ণ মাহাত্ম্যসহ আকাশের মাঝখানে এসে পৌঁছে যাবে। দূর করবে গাফিলতির অন্ধকারকে ... তোমার অজ্ঞানতার রাতের অবসান ঘটবে- দিনের উজ্জ্বল আলো আত্মপ্রকাশ করবে .... এরপর তুমি 'ঐশী কারণের দিগন্ত' থেকে অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সূর্য উদিত হতে দেখবে। এটা তোমার একান্ত ব্যক্তিগত সূর্য, কারণ তুমি হচ্ছো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ স্বয়ং নিজেই পথপ্রদর্শন করেন। অবশেষে, গ্রন্থি খোলে যাবে ... এবং পর্দা উন্মুক্ত হবে, খোসা ফেটে পড়বে, বের হয়ে আসবে অভ্যন্ত রীণ সূক্ষ্মতা; হাক্বিকাত তার মুখশ্রীর পর্দা তুলে ফেলবে।

এসবের শুরু তখনই যখন তোমার হৃদয়ের আয়না পরিষ্কার হবে। ঐশী গুপ্তধনের জ্যোতি এর উপর পতিত হবে যদি তুমি ইচ্ছা করো এবং এর জন্য আবদার করো; তাঁর জন্য, তাঁর থেকে, তাঁর সাথে" [হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে হৃদয় পালিশ হয়ে যায়, সুতরাং এটা পালিশ আয়নার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই আয়নার মধ্যে সকল অস্তিত্ব প্রতিবিম্ব হয় এবং তা কেউ দেখতে পারে। এছাড়া আল্লাহর রাজ্য এতে 'সঠিক ও

হাক্বিকাতরূপে' প্রতিবিম্ব হয়। যখন কেউ আল্লাহর অসীম মাহাত্ম্য ও শক্তি তাঁরই জগতে অবলোকন করে তখন সকল জ্যোতি একীভূত হয়ে একক জ্যোতিতে পরিণত হয়। এই মহাজ্যোতিতে বক্ষদেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে তো ঐ ব্যক্তির মতো যে তার নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখতে পায়। শুধু তাই নয় একই সময় নিজের প্রতিচ্ছবির পেছনে ও সামনের সবকিছুও সে দেখতে পায়। যখন সূর্যের অংশুজাল এসে আয়নার মধ্যে পতিত হয় তখন সমগ্র ঘর আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে- কারণ দু'টি আলোকরশ্মির মিলন ঘটে- একটি সূর্যের আর অপরটি আরশির। একইভাবে হৃদয়টি যখন পালিশ হয়ে যায় তখন স্বচ্ছ এই হৃদয়ে অবস্থান করে দু'টি রশ্মি- একটি আসে ঐশী মহিমান্বিত মহাজগৎ থেকে আর অপরটি পালিশ হৃদয় থেকে। ঐশী মাহাত্ম্য এই পালিশ হৃদয়ে এসে অবস্থান গ্রহণ করে" [হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হে জ্যোতির জ্যোতি! তোমার বান্দাদের নিকট তুমি পর্দার আড়ালে আবৃত এবং তারা তোমার জ্যোতিকে অর্জন করে না। হে জ্যোতির জ্যোতি! তোমার আলো আলমে আরওয়াহ এবং পৃথিবীর সকলকে আলোকিত করেছে। হে জ্যোতির জ্যোতি! তোমার জ্যোতিকে সকল জ্যোতি প্রশংসা করে" [হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আ]।

আশিক ও মাশুক

সুফিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কের অর্থ হলো আশিক ও মাশুকের ব্যাপার। অর্থাৎ প্রেমই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ বস্তু যার মাধ্যমে আল্লাহ তথা প্রেপাস্পদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়া সম্ভব। প্রেমিক তার প্রেমাস্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সে বিরহের ক্রন্দনে রত। আলাদা হওয়ার বেদনার সিন্ধুতে পড়ে সে হাহাকার করছে- সে ফিরে যেতে চায় মহামিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যাওয়ার এই রাস্তাই হলো তরীকত। কিন্তু এই রাস্তায় চলে মাশুকের দরবারে উপনীত হওয়া শুধু ধ্যান আর আমল দ্বারা কখনো সম্ভব নয়- পথিককে হতে হবে আল্লাহ-প্রেমিক। প্রেমের সুধা পান ছাড়া সে রাস্তায়ই পড়ে থাকবে। প্রেমাস্পদ প্রেমিকের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই বাস করেন- কিন্তু তার উপলব্ধি এক যাতনায় ভরপুর তরীকত। এ রাস্তায় না চলে প্রেমাস্পদের উপলব্ধি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

"পুরো মহাবিশ্বে দু'টি মাত্র বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান- আশিক ও মাশুক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন এবং প্রত্যেক আত্মা তাঁকে ভালোবাসে" [হযরত ভাইসাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে, এর কারণ হলো মানবাত্মা ও এর সূত্রের মধ্যস্থ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা। মানবাত্মা মূলত ঐশীগুণে গুণান্বিত অর্থাৎ এতে পরমাত্মার গুণাবলীর বিকাশ ঘটেছে। জ্ঞান, আ'মল ও প্রেমের মাধ্যমে মানবাত্মা মহান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্য থেকে অনেককিছু আয়ত্তে আনতে সক্ষম" [ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আল্লাহর উপর। তাঁর নিকট আমাদের অস্তিত্বও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, তিনি নিজেই তাঁর বান্দাদের দ্বারা আত্মপ্রকাশ

করবেন। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁকে আবিষ্কার করে আমি তাঁকে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করি” [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“একজন প্রেমিকও মিলনের আকাঙ্ক্ষা করতো না, যদি না প্রেমাস্পদও মিলনাকাঙ্ক্ষা না করতেন” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“মাশুকের সন্ধানে আমি চতুর্দিকে ছুটছিলাম .... তারপর একদা যখন তাঁকে পেলাম তখন বুঝলাম আমার সে সন্ধানই ছিলো প্রতিবন্ধক-স্বরূপ” [বক্তা অজানা]।

“প্রেমাস্পদের স্মরণে আমরা একটি শুরা পান করেছি যা আমাদেরকে বিভোর করেছে, কিন্তু তখনো আঙ্গুরলতা সৃষ্ট হয় নি” [হযরত উমর ইবনে ফারিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যার মধ্যে তিনটি জিনিস হাসিল হবে সে আল্লাহ তা’আলার প্রিয়জন হয়ে যাবেঃ ১. নদীর মতো দানশীলতা, ২. সূর্যের মতো দয়া এবং ৩. মাটির মতো বিনয়” [হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রেমের আগুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন আগুন পৃথিবীতে নেই। যে মনে প্রেমানল আছে তাতে যা-ই এসে পড়বে তৎক্ষণাৎ তা পুড়ে ছাই হবে” [হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যে ব্যক্তি হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার লাভের পাগল তার আবার খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন কিসের?” [হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"ইশকের রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধ একমাত্র মাশুকের দীদার ছাড়া আর কিছু নয়" [হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হে আল্লাহ! আকাশের তারকারা উজ্জ্বল হয়েছেঃ পৃথিবীর সকল আখির পর্দা নিদ্রামগ্নতায় বন্ধ; বাদশাহরা প্রাসাদের দরোজায় তালা লাগিয়েছে। প্রত্যেক প্রেমিক এখন একা, গোপনে তার প্রেমিকার সাথে সময় কাটাচ্ছে। আমিও এখানে উপস্থিতঃ একা, সকলের থেকে গোপনে- শুধু তোমার সাথে" [হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা]।

"আল্লাহ্ যাকে তাঁর প্রেমের পাত্রে পরিণত করেছেন, তাকে তিনি তাঁর দীদার লাভে ধন্য করেন। কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, "আমার মাহাত্ম্যের কসম! আমি তাকে আমার মুখমণ্ডল দেখাবো এবং আমি তার আত্মার রোগ আমার দীদার দ্বারা দূর করে দেবো" [হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তুমি তোমার নিজের থেকে যেটুকু কাছে, আমি তার থেকেও আরো নিকটবর্তী" [মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এক বাদশাহ্ তার এক চাচাতো বোনকে খুব বেশী ভালোবাসতেন। একদা তারা উভয়ে একটি কূপের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। বাদশাহ্র একটি আঙটি হঠাৎ কূপের মধ্যে পড়ে গেল। সাথে সাথেই মেয়েটি তার নিজের একটি আঙটি কূপের ভেতর ছুড়ে মারলো। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো এরূপ করলে?

মেয়েটি জবাবে বললো, "আমি বিরহের যন্ত্রণা কী জিনিস তা জানি। আমি ও আপনার মধ্যে এখন মিলন ও একাকিত্ব বিরাজ করছে, সুতরাং আমি চাই নি আপনার আঙটি বিরহের যন্ত্রণা অনুভব করুক- তাই আমি আমারটি তাকে প্রদান করেছি যাতে সে সাথীহারা না হয়" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"জুলায়খা সবকিছুর নাম 'ইউসুফ' রেখেছিলেন- শাক-শব্জি থেকে উনুনের জ্বালানি কাষ্ঠ পর্যন্ত। তিনি তাঁকে এতোই ভালোবাসলেন যে, ইউসুফের নাম তিনি বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য দ্বারা ঢেকে দিলেন- এসবের অভ্যন্তরীণ অর্থ শুধু তারই জানা ছিলো।

যখন তিনি বললেন, 'আগুনের নিকটে যেয়ে মোম গলে যাচ্ছে' তার নিকট এর অর্থ ছিলো, 'আমার ভালোবাসা আমাকে চায়'। কিংবা যখন বলেছিলেন, 'ঐ দেখো আকাশে চাঁদ উঠেছে', অথবা 'গুল্ম বৃক্ষে নতুন পল্লবী গজে ওঠেছে'; 'শাখাগুলো কাঁপছে', 'ধনিয়ার বিচিগুলোয় আগুন ধরেছে', 'বাগানের পুষ্পগুলো ফুটে যাচ্ছে', 'বাদশাহর মনের গতি আজ প্রেমময়', 'এটা কি সৌভাগ্য নয়!', 'ঘরের আসবাবপত্র থেকে ধূলো মুছে দিতে হবে', 'এসব শব্জি অত্যন্ত রুচিশীল', 'পানি তোলার পাত্র এখানে', 'এইতো! নতুন দিনের আলো সন্নিকটে', 'রুটির মধ্যে আরো লবণ দরকার', 'আকাশের মেঘমালা বাতাসের বিপরীত দিকে চলছে বলে মনে হয়', 'আমার মাথা উড়ে যাচ্ছে', কিংবা 'আমার মাথাব্যথার অবসান হয়েছে' ইত্যাদি যা কিছুই তিনি বলেন না কেন, সবই তার নিকট ইউসুফের ছোঁয়া থেকে নির্গত। যখন ক্ষুধার্ত, তা তাঁরই জন্য। আর তৃষ্ণা যখন হৃদয়কে করে শুষ্ক- 'ইউসুফ' নাম হলো শরবত।

ঠাণ্ডার সময় তিনি তার জন্য 'উষ্ণ বস্ত্র'। কেউ যদি এমন প্রেমে পড়ে যায়, তাহলে এসব বস্তু বন্ধু তাকে দান করেন। যাদের অন্তরে প্রেমের শিহরণ বিদ্যমান তারা ঐশী 'নামসমূহ' সর্বদা জপতে থাকেন। কিন্তু তা-তেও হয় না। আল্লাহর নাম লয়ে ঈসা (আ:) অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ করলেন, একইভাবে 'ইউসুফ' নাম লয়ে জুলায়খা অনুরূপ অনুভূতি লাভ করলেন" [মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"নিজেকে যদি তিনি আত্মপ্রকাশ না করে তোমা থেকে গোপনে থাকেন, তাহলে মনে রেখো তোমার কথা তিনি শ্রবণ করার জন্য এমনটি করছেন" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমার পৃথিবী কিংবা আমার আকাশ আমাকে জায়গা দিতে অপারগ, কিন্তু আমার একান্ত অনুগত বান্দার হৃদয়ে আমার স্থান আছে" [হাদীসে কুদসী]।

“আল্লাহপ্রেম মূলত উল্লাসে সৃষ্ট হৃদয়ে আলোর বাস্তবতা- কারণ হৃদয় তার মাশুকের নৈকট্য লাভ করেছে। এককত্বের মধ্যে প্রেম মহাবিজয়ে উদিত হয় এবং প্রেমিকের হৃদয় তার মাশুকের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছাড়া আর কিছু চায় না। এককত্ব ও মাশুকের সঙ্গে গোপন মিলন যখন প্রেমিকের হৃদয়ে বাসা বেঁধে নেয়, তখন এই মিলনের মহানন্দ মনের সকল চিন্তা-চেতনাকে ঢেকে ফেলে। সুতরাং এরূপ প্রেমিকের নিকট জাগতিক সবকিছুই আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে” [হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“অবশ্যই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে যারা আমাকে ভালোবাসে, এবং আমি তাদেরকে ভালোবাসি; তারা আমার বিরহে কাতর, আমিও তাদের মিলনাকাঙ্ক্ষা করি; তারা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে, এবং আমিও তাদের দিকে তাকাই ... তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা দিনের বেলা ছায়াকে এমন আগ্রহভরে সংরক্ষণ করে যেভাবে রাখাল তার মেষপালকে সংরক্ষণ করে। তারা সূর্যাস্তের জন্য এতোই উদ্গ্রীব, যেভাবে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে পাখিরা তাদের নীড়ে চলে যেতে ব্যকুল হয়ে ওঠে। আর যখন রাত এসে পড়ে, ছায়াগুলো মিশে যায়, শয্যগুলো বিছানো হয় এবং প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে একান্ত সংগোপনে অবস্থান করে, তখন আমার প্রেমিকরা দাঁড়িয়ে যায়। তাঁরা সিজদাবনত হয়ে আমাকে আমার শেখানো বাক্য দ্বারা ডাকতে থাকে। তাঁরা আমার গুণগান করে আমারই অনুগ্রহের ফলে, অর্ধ-ক্রন্দনরত এবং অর্ধ-বিস্মিত, অর্ধ-অভিযোগরত। কোনো সময় দাঁড়িয়ে, কোনো সময় রুকুতে যেয়ে আর কোনো সময় সিজদাবনত হয়ে তারা আমার আনুগত্যের মাঝে ডুবে যায়। আমি দেখি তারা আমার সন্তুষ্টিকল্পে কতো ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, এবং আমি শ্রবণ করি যা তারা আমার ভালোবাসার অভিযোগ করে” [হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রেমের পান-পাত্র হলো প্রেমিকের হৃদয়, সেটা তার যুক্তি কিংবা দৃষ্টিক্ষমতা নয়। কারণ, হৃদয় তো অবস্থা থেকে অবস্থায় ওঠানামা করে- যেমনটি মহাপ্রভু

করেন, যিনি প্রেমাস্পদ, তিনি ".. তিনিই সর্বদা কোন না কোন কাজে রত আছেন" [৫৫:২৯]। সুতরাং প্রেমিকের মধ্যে সার্বক্ষণিক প্রেমাস্পদের কার্যের তারতম্য বরাবর রদবদল ঘটে .... প্রেমের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বৈচিত্রময় এবং পারস্পরিক বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন কিছুই এসব বৈশিষ্ট্যাবলীকে গ্রহণ করতে সক্ষম নয় একমাত্র ঐসব বস্তু ছাড়া যার মধ্যে প্রেমের সাথে ওঠানামা করার ক্ষমতা বিদ্যমান। এটা একমাত্র হৃদয়ের জন্যই খাস" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, "যখন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সে কোন্ কারণে কাঁদতে থাকে?"

তিনি জবাব দিলেন, "তাঁর প্রেমের ছোঁয়া হেতু বিরাট আনন্দের ক্রন্দন এটি এবং তার আরো কারণ হলো আশিকের মধ্যে মাশুকের জন্য সার্বক্ষণিক বিরহ থেকে সৃষ্ট বিরাট আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের অনুভূতি। আমি দুই ভ্রাতার কাহিনী শোনেছি, যারা দীর্ঘদিন আলাদাভাবে দূরে থাকার পর একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছিল। এর একজন চিৎকার করে বললো, "আহ! কী বিরহ!" অপরজন প্রতিক্রিয়ায় বললো, "আহ! কী পরমানন্দ!"" [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রকৃত প্রেম মাশুকের কঠোর ব্যবহার দ্বারা কমে যায় না, না তা তাঁর অনুগ্রহ থেকে তা বেড়ে যায়- বরং প্রেম সর্বাবস্থায়ই সমান থাকে" [সুফি প্রবাদ]।

"অবশ্যই মহান প্রভুর নিকট একটি শুরা আছে যা তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে দান করেন। এই শুরা পান করে তারা সম্পূর্ণরূপে আত্মভুলা হয়ে পড়েন এবং এই আত্মভুলা হওয়ার পর তারা উল্লসিত হোন, আর উল্লাসিত হওয়ার পর তারা সন্দেহমুক্ত হোন, সন্দেহমুক্ত হওয়ার পর তারা সম্পূর্ণরূপে গলে যান, গলে যাওয়ার পর তারা পবিত্র হয়ে যান এবং পবিত্রতা অর্জনের পর পৌঁছে যান, পৌঁছে যাওয়ার পর তারা মাশুকের সাথে একাকার হয়ে যান, একাকার

হওয়ার পর তারা এবং মাশুকের মাঝে আর ভিন্নতা থাকে না” [হাদীসে কুদসী]।

“আশিক ও মাশুকের সত্তা একই” [হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ ওলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আশিক ও মাশুকের মাঝখানে কোনো পর্দা হওয়া চাই না। তুমি নিজেই তোমার পর্দা, হে হাফিজ! রাস্তা থেকে সরে পড়ো!” [হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আল্লাহর জন্য বান্দার প্রেম এমন একটি অবস্থা যা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। এই স্তরে উপনীত বান্দা সর্বদা আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। মুহূর্তের জন্য তাঁর থেকে দূরে থাকতে সে অধৈর্য। ক্ষণকালের জন্য আলাদা হলেই সে অনুভব করে ভীষণ বিরহ এবং সে হৃদয়ে নৈকট্যের স্বাদ পায় তাঁর অবিরাম স্মরণের মধ্যে। আল্লাহর জন্য বান্দার প্রেম থেকে মানবিক স্বাভাবিক আকর্ষণ বা আনন্দবোধ পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। বরং ‘প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের মাঝে ফানা হয়ে গেছে’ বলা ‘আনন্দবোধ কিংবা আকর্ষণ’ বলার চেয়ে উত্তম” [হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রেমিকের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে এক-কে এককে রূপান্তর করবে” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি সাপ যেভাবে তার পুরাতন চামড়া থেকে বের হয়ে আসে ঠিক সেভাবে ‘বায়িজিদ’ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এরপর দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম প্রেমিক, প্রেমাস্পদ এবং স্বয়ং প্রেমও ‘একক’। এই ফানার স্তরে সবই এক” [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ইশ্‌ক অর্থ হলো, আশিকের সকল গুণাবলী বদলে যেয়ে মাশুকের গুণাবলীতে রূপান্তর” [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সত্যিকার আশিক জ্যোতির সন্ধান পায় তখন, মোমবাতির মতো- সে যখন তার নিজেরই জ্বালানি হয়ে যায়, নিজেকে নিজেই জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়” [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যতক্ষণ পর্যন্ত ‘দুই’ মুছে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আশিক তার মাশুকের মিলনানন্দ অনুভব করবে না” [হযরত আহমাদ গায্‌যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সবকিছু মাশুক, এবং আশিক একটি পর্দা, মাশুকই চিরজ্যান্ত, এবং আশিক মৃত” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমুদ্র সৈকতে একজন মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রেমের শেষ কোথায়?”
মহিলা জবাব দিলেন, “হে দুর্বল চিত্ত! প্রেমের কোনো শেষ নেই।”
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কেনো?”
মহিলা জবাব দিলেন, “কারণ প্রেমাস্পদ অসীম” [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

প্রেমের উপত্যকা

সুফি যাযাবরকে প্রেমের শক্তি তার মন ও নফসের সীমানা পেরিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়-রাজ্যের গভীরে। প্রেম হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ইশ্‌ক আশিককে রূপান্তর করে ছাড়ে, এতে সে 'হতভম্ব' ও 'আত্মহারা' এই উভয় অবস্থায় পতিত হয়। সে তখন গ্বাইরুল্লাহর কবল থেকে মুক্ত- শুধুমাত্র 'আল্লাহ' তার মধ্যে বিরাজ করেন।

"যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর মুহাব্বাতের স্বাধ পেয়েছে, দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতিই তার অনুরাগ অবশিষ্ট থাকতে পারে না" [হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"এই উপত্যকায়, প্রেম হলো অগ্নিকুণ্ড। যুক্তি হলো ধুঁয়া। যখন ইশ্‌ক আত্মপ্রকাশ করে, যুক্তি বিলুপ্ত হয়। যুক্তি প্রেমের পাগলামির সঙ্গে বাস করতে পারে না; প্রেমের সঙ্গে মানবিক যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যদি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি-ধন এর অধিকারী হও, দৃশ্যমান জগতের অণুগুলো তোমার নিকট স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু তুমি যদি বস্তুর দিকে সাধারণ যুক্তির চোখে তাকাও, তাহলে তুমি কখনো বুঝতে পারবে না প্রেমের গুরুত্ব কতটুকু। একমাত্র ঐ ব্যক্তি তা বুঝতে পারে যাকে 'পরীক্ষা' করা হয়েছে এবং সে যুক্তি থেকে মুক্ত। যে কেউ এই ভ্রমণকে বুঝতে পেরেছে তার থাকা উচিত হাজার হৃদয়- সুতরাং সে প্রতি মুহূর্তে একটি করে কুরবানী করতে সক্ষম হয়" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রতি মুহূর্তে এই প্রেম আরো বেশী অসীম, প্রত্যেক সময় মানুষ এর মধ্যে আরো বেশী হতভম্ব" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"একমাত্র হৃদয় অবগত, প্রেম নামক বস্তু কিসের তৈরী, যুক্তির নেত্রের কোন ক্ষমতা নেই একে ধরার" [বক্তা অজানা]

"প্রেম অতি মিষ্ট, কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা হলো হতভম্বতা" [হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, আমি আমার সম্পর্কে বে-খবর। আমি প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এই প্রেম কার সাথে তা আমি জানি না! আমার হৃদয় একই সময় প্রেমে পরিপূর্ণ ও প্রেমশূন্য!" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তুমি শত চেষ্টা করতে পারো, কিন্তু একমাত্র প্রেমই তোমাকে তোমার মধ্য থেকে মুক্ত করবে। সুতরাং প্রেম থেকে কখনো পলায়ন করো না- এমনি জাগতিক প্রেম থেকেও, কারণ প্রেম থেকে দূরে সরে পড়ার নাম 'হাক্বিকাত' [মহাসত্য] থেকে আলাদা হওয়া" [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমায় ডাকো, যদিও মধ্যখানে দোযখের অগ্নি বিদ্যমান, আমার প্রেম এই অগ্নির মধ্য দিয়ে অতিক্রম সহজ করে দেবে" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"বাদশা, দরবেশ, পকেটমার; প্রেম সবাইকে কানধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর নিকট 'গোপন রাস্তায়'।
আমি কখনো জানতাম না, আল্লাহও আমাদের জন্য বিরহে কাতর" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমিকদের জন্য আমি একটি আকাঙ্ক্ষার শাখা রোপণ করেছি। এবং আমার পূর্বে কেউ জানতো না, 'আকাঙ্ক্ষা' কী ছিলো। আমি শাখাগুলোকে পল্লবিত করেছি, এবং ভোগাসক্ত বিরহ পাকাপুক্ত হলো। মিষ্ট ফল আমাকে প্রদান করলো তিক্ত স্বাদ। সকল আবেগ-প্রবল প্রেমিকের 'আকাঙ্ক্ষা', যদি তারা খুঁজে দেখে তাহলে বুঝবে, তা ঐ সূত্র থেকেই আসে" [হযরত আবুল আব্বাস ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"অবিমিশ্র অলঙ্কার! তুমি আমার হৃদয়কে কেড়ে নিয়ে গেছো, তুমি বলে যাওনি তোমার নাম কিংবা ঠিকানা .... আমার কাছে না আছে আমার হৃদয় না আছে তার আকাঙ্ক্ষা!" [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হায়! কে আছে আমাকে রোগমুক্ত করে দিকে পারে? আমি তো এক সমাজচ্যুত অধমে রূপান্তর হয়েছি। পরিবার ও বসতবাড়ি এগুলো কোথায়? তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার কোন পথ অবশিষ্ট নেই এবং আমার প্রেমাস্পদের রাস্তাও বিলুপ্ত। আমার নাম, যশ সবকিছু চুর্ণবিচুর্ণ হয়েছে- যেমনটি পাথরে নিক্ষিপ্ত কাঁচের অবস্থা হয়; ফেটে গেছে সেই ঢোল যা একদা শুভ সংবাদের ডঙ্কা বাজাতো, এখন আমার কর্ণ শুধু শ্রবণ করে বিরহের ঢোল-বাদ্য।
শিকারীণী, সুন্দরীদের শিকার আমি, আহত- খুঁড়িয়ে হাঁটছি, তোমার তীরের একজন রাজী-লক্ষ্যবস্তু। আমি আমার মাশুককে আজ্ঞানুযায়ী অনুসরণ করি, তিনি আমার আত্মার মালিক। সে যদি বলে, "শুরা পান করে মাতাল হও!" আমি তা-ই করবো। সে যদি আমাকে নির্দেশ দেয়, পাগল হও! আমি তা-ই হবো" [হযরত নিযামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমকে মানুষের কাছ থেকে শেখা নয়; এটা তো আল্লাহ্ তা'আলার একটি উপহার- যা আসে তাঁর অনুগ্রহের ফলে" [হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেম হলো অসীম-পূর্ব শুরা, নির্বাচিতরা ঐ সাক্ষ্যদানের রাতে [আলমে আরওয়ায় প্রভুর প্রশ্ন- আলাসতু বিরাব্বিকুম- আমি কি তোমাদের প্রভু নই? প্রশ্নের জবাব- বা-লা, অবশ্যই- এই সাক্ষ্যদান] পান করেছিল" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“বান্দা কর্তৃক আল্লাহর প্রেমে পড়ে উপাসনা করার চেয়ে আর কোন কিছুই প্রভুর নিকট এতো আনন্দদায়ক নয়” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“একটি বস্তুকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব তার থেকেও কিছু সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা; প্রেম থেকে আর সূক্ষ্ম কিছুই নাইঃ সুতরাং কী দিয়ে প্রেমকে বুঝানো যায়?” [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি হৃদয়ের জ্বালাতন চাই; এই জ্বালাই সবকিছু, এটা জাগতিক সাম্রাজ্য থেকেও মহামূল্যবান, কারণ এটা আল্লাহকে গোপনে ডাকতে থাকে, রাতের নিঝুম ক্ষণে” [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রেমের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা হলো, তুমি তোমার সবকিছুই একককে প্রদান করতে থাকবে- যে পর্যন্ত না তোমার নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে” [বক্তা অজানা]

“প্রেম হলো হৃদয়ে জ্বলন্ত আগুন যা সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়- একমাত্র মাশুকের ইচ্ছা ছাড়া” [সুফি প্রবাদ]

“প্রেমিক কখনো তার নিজের জীবনের পরোয়া করে না; সত্যিকার অর্থে প্রেম করতে হলে প্রেমিককে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, হোক সে তাপস না হয় উদ্ভট। যদি তোমার আকাঙ্ক্ষা তোমার আত্মার সাথে একাত্মতায় আগ্রহশীল না হয় তাহলে তাকে কুরবান করো, তাহলেই তুমি তোমার ভ্রমণের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে যাবে। যদি আকাঙ্ক্ষাসমূহ পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেগুলো বর্জন করো; এরপর তোমার দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ করে ধ্যানমগ্ন হও” [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি তোমাকে চুমো খেতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। তবে এই চুমোর মূল্য তোমার জীবন। এখন, আমার প্রেম আমার জীবনের দিকে দৌড়ে আসছে

এবং চিৎকার দিয়ে বলছে, 'কী সুলভমূল্য! এসো ক্রয় করে নিই!'" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমিকরা সত্য প্রেমের উচ্চতর স্তরে উপনীত হয় না যতক্ষণ না একজন অপর জনকে বলবে, "ওহে! তুমি তো আমি!"" [বক্তা অজানা]

"প্রেমের অর্থ হলো, পর্দাসমূহ ছিড়ে ফেলা এবং গোপন রসহ্য উদ্ঘাটন" [হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমের শেষ হলো, উলঙ্গ হওয়া। ভ্রমণের শুরুতেই যদি প্রেম থাকে তাহলে প্রেমিকের পুষ্টিকর খাদ্য প্রেমাস্পদের আকার থেকে আসে। কিন্তু, প্রেম যখন তার শেষ উদ্দেশ্যে উপনীত হয়, তখন তা সকল আকার পেছনে ফেলে আসে। এর পূর্বমুহূর্তে, প্রেমাস্পদের 'আকার' তার উৎকর্ষসহ আত্মপ্রকাশ করে এবং তা প্রেমিক ও প্রেমের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রেমিককে এই পর্দা সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়ে যেতে হবে" [হযরত আহমদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো: "ইশকে ইলাহীর পূর্ণতা লাভ মানুষ কখন করে?"
তিনি জবাব দিলেন: "যখন দেওয়া না দেওয়া তার নিকট সমান সমান মনে হয়" [হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"বেহেশতে ইবাদাতও নেই ইশকও নেই" [হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমের শুরু সন্ধান থেকে আর এর শেষ বিশ্রাম" [বক্তা অজানা]।

"ইশক হতে হবে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থহীন- এমনকি মিলনাকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্ত! কারণ ইশকের মাধ্যম তো মাশুকই- তাঁর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকা স্বার্থপরতা! তিনি যেথায়ই নিন, যে অবস্থায়ই রাখুন- রাজি! রাজি! রাজি!" [গভীরভাবে প্রেমোন্মাদ এক সুফির উক্তি]।

আল্লাহর মা'রিফাত

একটি সনাতন সুফি প্রবাদবাক্য হলো, "কেউ আল্লাহকে জানে না- একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া"। কিন্তু তাঁর প্রেমিকের হৃদয়ে নিজের ঐশী গোপনভেদ তিনি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁর মা'রিফাতের ক্ষেত্রস্থল হলো আল্লাহ-প্রেমিকের হৃদয়পুরী।

"আমার কলব আমার প্রভুকে দেখিয়ে দিয়েছে" [হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

"সত্যিকার জ্ঞান হলো হৃদয়ের মধ্যে যা উন্মুক্ত হয়" [সুফি প্রবাদ]।

"বাহ্যিক উপায়ে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনো মহাসত্যকে উন্মোচন করতে পারে না" [ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ভেতর সবকিছুর জ্ঞান রক্ষিত করে রেখেছেন। কিন্তু এরপর এসব জ্ঞানের উপলব্ধির রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা একটি ঐশী গোপন রহস্য যা মানবিক 'যুক্তি' তা অস্বীকার করে এবং বলে তা অসম্ভব। যারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ তাদের জন্য এই রহস্যের নিকটবর্তী, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার নিকটবর্তী হওয়ার সমতূল্য, যেমন তিনি বলেছেন: "আমি তোমার থেকেও তার নিকটবর্তী, কিন্তু তুমি তা দেখো না" [৫৬:৮৫], এবং তাঁর বাক্য: "আমি তার শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী" [৫০:১৬]। এই অতি নিকটবর্তীতা থাকা সত্ত্বেও, ব্যক্তি তা বুঝতে বা জানতে পারে না .... কেউ জানে না, তার অভ্যন্তরে কী আছে যতক্ষণ না তা ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত হয়ে যায়" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

"আল্লাহকে জানার নাম আল্লাহকে ভালোবাসা" [বক্তা অজানা]।

"ইলমে মা'রিফাতের দু'টি শ্রেণী আছেঃ প্রথমটি 'ইলমী' বা জ্ঞানগত ও দ্বিতীয়টি 'হালী' বা অবস্থাগত। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদাগত সন্দেহাতীত জ্ঞান হলো 'ইলমী' মা'রিফাত। বান্দার আ'মলী জিন্দেগীর ফলে আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রভু পরিচিতির হাক্বিকাত উন্মোচন হয়- একেই বলে 'হালী' মা'রিফাত। এটা প্রথমটি থেকে শ্রেষ্ঠ। এই মা'রিফাত অর্জনই মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তবে 'ইলম' হাল ব্যতীত হতে পারে- কিন্তু 'হাল' ইলম ব্যতীত হতে পারে না। তাই বলা হয়, 'আরিফ জাহিল বা অজ্ঞ নয় কিন্তু জাহিল 'আরিফ নয়" [হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমরা যে পবিত্র সৌন্দর্যের শ্রদ্ধা করি, তার প্রতি যদি তুমি ক্ষণিকের দৃষ্টি পতিত করতে চাও, তাহলে নিজের হৃদয়পানে তাকাও- এর ছবি সেথা ভেসে আসবে। তোমার হৃদয়কে একটি আয়নার মতো করো- এবং দেখো সেথায় কিভাবে বন্ধুর মাহাত্ম্য প্রতিবিম্ব হয়" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

"প্রেম ঐশী রহস্যের জ্ঞানকে উন্মুক্ত করে দেয় এবং প্রেমিক শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে বিচরণ করে ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি সবকিছুর তুলনায় প্রেমিকের সর্বাপেক্ষা নিকটে, প্রেমিকরা তাঁকে হাক্বিকাতের নূরে অবলোকন করে- আশিক ও মাশুকের মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। মা'রিফাত হলো সত্যিকার অর্থে একটি নূর- যা প্রভু হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত করেন" [হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত আবু বকর আবহুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলতে শোনেছিঃ "কেউ যদি তার মা'রিফাতের গোপন রসহ্যাবলী হাক্বিকাত দ্বারা লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় তাহলে, হাক্বিকাতের চক্ষু তার জন্য উন্মুক্ত হবে না" [হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“যে গোলাম একবার তার মনিবকে চিনে ফেলেছে, তার জন্য সেই মনিবের বিরোধিতা করা সত্যিই এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হবে!” [হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“অন্তর্দৃষ্টি হলো হৃদয়ে দীপ্তিমান আলোকরশ্মি, যার দ্বারা সালিক রহস্য নিয়ে গোপন থেকে গোপনীয় স্তরে স্থানান্তরিত হন। সুতরাং এভাবে আল্লাহ তা’আলা যা ইচ্ছা তাকে অবলোকন করান। এর ফলে সুফি সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরীণ অংশ সম্পর্কে কথা বলতে সক্ষম হন” [হযরত আবু বকর মুহাম্মদ ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আল্লাহর ধনভাণ্ডারের ক্ষেত্র হচ্ছেন সুফিরা: তিনি তাদের মধ্যে রহস্যের জ্ঞান ও আশ্চর্য বস্তুসমূহের তথ্যাদি জমা করে রাখেন, এবং তারা এসব ব্যাপারে ‘অনন্তের জিহ্বা’ দ্বারা কথা বলেন ও ব্যাখ্যাদান করেন যার ব্যাপ্তি চিরন্তন” [হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সুফিদের পরমানন্দ হলো অদৃশ্যের সাথে অদৃশ্যের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ .... এসব হাক্বিকাত যা তারা অভ্যন্তরস্থ গোপন রহস্যের মধ্যে খুঁজে পান যা ঐশী মহাসত্য থেকে প্রবাহিত হয়- কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই” [বক্তা অজানা]।

“প্রেমিক যখন তার মাশুকের সঙ্গে গোপনে বাক্যালাপে নিমগ্ন হতে নৈকট্যে উপনীত হয়, তখনই আল্লাহর সত্যিকার পরিচিতি বা মা’রিফাত অর্জিত হয়” [বক্তা অজানা]।

“যে স্বাদ গ্রহণ করেছে, সে-ই জ্ঞাত” [সুফি প্রবাদ]।

“আল্লাহ তা’আলা যখন কোনো হৃদয়কে দখল করতে ইচ্ছে করেন, তিনি একে গোপন রহস্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, তখন হৃদয় তা অনুভব ও ঘোষণা করে” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“মানুষ আমার গুপ্তভাণ্ডার আর আমি তার গোপন ধন। আত্মিক নির্যাসের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান আমার গোপন রহস্যের গোপন রহস্য। একমাত্র আমিই আমার উত্তম বান্দার হৃদয়ে হৃদয়ে তা রেখে দিই, এবং তার অবস্থা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না” [আল-হাদীস]।

“সুউচ্চ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তাঁর ক্ষমতার তুলনায় এদের সমষ্টি একটি অণু থেকে ক্ষুদ্র। আর যাবতীয় জ্ঞান মহাপ্রভুর অস্তিত্বের একটি অণু পরিমাণও অর্জন করতে অপারগ” [বক্তা অজানা]।

“যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে” [আল-হাদীস]।

“জীবনের মহাসায়রে নিজেকে জানার চেয়েও আরো মূল্যবান কিছুই নেই, সুতরাং আমরা, স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে জলঘূর্ণির মতো ঘুরপাক খেতে পছন্দ করেছি” [বক্তা অজানা]।

“নিজের থেকেও আরো নিকটবর্তী কিছু নেই; তুমি যদি নিজেকে জানতে না পারো, তাহলে কিভাবে অন্যদেরকে জানবে? তুমি বলতে পারো, “আমি নিজেকে জানি!” কিন্তু তুমি ভুলের মাঝে আছো! ... যা তুমি তোমার সম্পর্কে জানো তা-তো বাহ্যিক দৈহিক বাস্তবতা মাত্র। বাতিন সম্পর্কে যাকিছু তুমি জানো তাহলো- ক্ষুধা পেলে খাবার খাও, রাগ ওঠলে ঝগড়া করো এবং যৌনক্ষুধা মেটাতে সঙ্গমে লিপ্ত হও। এসব কার্যে তুমি ও যাবতীয় প্রাণীজগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি নিজের মধ্যে হাক্বিকাতের সন্ধানী হতে হবে ... তুমি কে? কোথায় থেকে তোমার আগমন এবং কোথায় তোমার শেষ যাত্রা? এ পৃথিবীতে তোমার কাজ কি? তোমাকে কেনো সৃষ্টি করা হয়েছে? সত্যিকার শান্তি কোথায় নিহিত? তুমি যদি নিজেকে জানার ইচ্ছা পোষণ করো, তোমার জানা থাকা দরকার যে, তোমাকে দু’টি বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমটি হলো তোমার দেহপিঞ্জর বা দৃশ্যত বাহ্যিকতা (জাহির) যা তুমি নিজের চোখে দেখতে পাও। অপরটি হলো

তোমার অবচেতন (বাতিন) শক্তিসমূহ। বাকী সবকিছুই তোমার সেই বাতিনের গোলাম" [হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যখন তুমি তোমাকে সত্যিকার অর্থে চিনতে সক্ষম হবে, তখন তোমার 'আমিত্ব' বিলুপ্ত হবে। তখন তোমার দৃষ্টিতে থাকবেন শুধু মহান আল্লাহ তা'আলা" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সুফির সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন হলো, হাক্বিকাত তাদের সঙ্গে অভিন্ন, আর তারা নিজেরা অস্তিত্বহীন। সুফির আলাদা অস্তিত্ব জানা যায় একমাত্র ঐ কারণে যে, সে বিপরীতকে একত্রীকরণ করে, কারণ তার সমস্তটাই হাক্বিকাত। তাই আবু সাঈদ খাররাজকে যখন প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কিসের দ্বারা আল্লাহকে জানতে পারলেন?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "ঐ সত্য দ্বারা যে, তিনি বিপরীতকে একত্রীকরণ করেন", কারণ তিনি নিজেই এই দু' এর একত্রিত হওয়াকে উপলব্ধি করেছেন" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কিছুই আল্লাহকে দেখে ও মরে না, এমনকি যেরূপ কিছুই আল্লাহকে দেখে ও বাঁচে না, কারণ তাঁর জীবন তো চিরন্তন এবং যে তাঁকে দেখে, তাঁর মধ্যেই থেকে যায় এবং তাকে চিরন্তন করা হয়" [হযরত আবু নু'আইয়াম ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনার বয়স কতো? তিনি জবাব দিলেন, "চার বৎসর!"।

তারা আবার জিজ্ঞেস করলো, "তা কেমন করে?"

তিনি জবাব দিলেন, "এই দুনিয়া দীর্ঘ সত্তর বৎসর আমাকে প্রভু থেকে পর্দার আড়ালে রেখেছে, এই মাত্র গত চার বৎসর যাবৎ আমি তাঁর দীদার লাভ করছি: পর্দার আড়ালে থাকাবস্থায় কেউ জীবন্ত থাকে না" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যখন সুফির আধ্যাত্মিক চোখ খুলে যায় তখন তার বাহ্যিক চোখ বন্ধ হয়ে পড়ে; সে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু দেখে না" [হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যখন প্রেমাস্পদ আত্মপ্রকাশ করলেন, কোন্ চোখে আমি তাঁকে দেখবো? তাঁরই চোখে- আমারটিতে নয়, কারণ কেউ তো তাঁকে দেখে না- তিনি নিজে ছাড়া" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে কেউ দেখে তার অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিতে, সে দেখে আল্লাহর আলোতে; তার জ্ঞানের মূল বস্তুর উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা" [হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যাকিছু তুমি কল্পনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীত" [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি তাঁকে জানার জ্ঞানার্জনের কোন রাস্তা তাঁর বান্দাদের জন্য খোলা রাখেন নি শুধুমাত্র, তাঁকে জানার ক্ষেত্রে তাদের অপারগতার উপলব্ধি ছাড়া" [প্রবাদ]।

"দেখা দিয়ে তুমি কোথায় লুকালে?" [সুফি কবিতাংশ]।

"আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ('আরিফ) ঐ ব্যক্তি যিনি, কথা কম বলেন এবং সর্বদা স্বীয় ফরযসমূহ আদায়ের ব্যাপার চিন্তাযুক্ত থাকেন" [হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর মর্মার্থ একমাত্র আল্লা তা'আলার মা'রিফাত অর্জনের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। মা'রিফাতের প্রথম স্তর অর্জিত হয়ে গেলে কালিমার প্রথম অংশ- তথা 'লা-ইলাহা' আর আ'রিফের মনে উচ্চারিত হয় না- থাকে শুধু 'ইল্লাল্লাহ', এরপর দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হলে থাকে শুধু 'আল্লাহু', এর পরের স্তরে থাকে শুধু 'হু', তার পরের স্তরে ... ..." [বক্তা অজানা]।

যেদিকে ফিরি সেদিকেই শুধু তুমি ...

সুফিদের রাস্তায় সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য একটি অনুভূতি হলো আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের হাক্বিকাত উন্মোচন। তারা এক পর্যায়ে যেয়ে অনুভব করেন যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া বাস্তবে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সবকিছু ও সর্বত্রই শুধু তিনি। এই অবস্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়- এমনকি ভাষায় বর্ণনাও একরূপ অসম্ভব। এরপরও সুফিরা এই অবস্থায় উপনীত হয়ে কিছুটা বোধগম্য আর অনেকটা দুর্বোধ্য শব্দাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এই অংশে আমরা সেসব অভিব্যক্তি সরল বাংলায় উপস্থাপন করছি। যদি কারো নিকট এসব কথা অদ্ভুত বা এমনকি আক্বীদা বিরোধী বলে মনে হয় তাহলে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী- বাস্তবে এসব কথার গূঢ় রহস্য জানা হয়ে গেলে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আসলে তা মোটেই ধর্মবিরোধী কিংবা ইসলামী আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। তবে সতর্কতা অবলম্বন হেতু আমরা ঐসব আপাতদৃষ্টিতে চরম আক্বীদাবিরোধী বাক্যগুলো বর্জন করেছি- আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর মা'রিফাতের জ্ঞান দ্বারা সৌভাগ্যশীল করুন।

"যে দিকেই আপনি ফিরবেন সেদিকেই আল্লাহর সম্মুখ" [আল-কুরআন]।

"আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই, সবকিছু ধ্বংস হবে থাকবেন শুধু আল্লাহ তা'আলা" [আল-কুরআন]

"যখন আপনার নিকট এ রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে পড়বে যে, আপনার প্রভুর মধ্যে আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনি আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছু অনুভব করবেন না। এবার আপনার যাবতীয় কাজকর্ম তাঁরই কাজ কর্ম বলে মনে হবে। আপনি তাঁর গুণাবলীতে গুণান্বিত হবেন। তবে আপনি নিজের অস্তিত্ব একেবারে হারাতে পারবেন না। কারণ আপনার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা ও জীবন অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্বীয় অস্তিত্বে বিরাজ

করবেন। তবে আপনি অবশ্যই এই উচ্চ মাক্বামে উপনিত হলে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, সত্যিকার হাক্বিকাত শুধু তিনিই- "সবকিছু ধ্বংসশীল, বাকী থাকবে শুধুমাত্র তাঁর মুখশ্রী", তাঁর মুখমণ্ডল ছাড়া আর কিছু নাই, তারপর "তুমি যেদিকেই তাকাও না কেনো সেদিকেই তাঁর সম্মুখ" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"গোলাপ ও আয়না, সূর্য ও চন্দ্র- এরা কোথায়? যেদিকেই আমরা তাকাই না কেনো, সেদিকেই সর্বদা ছিলো এবং আছে তোমার মুখশ্রী" [বক্তা অজানা]।

"কেউ ভালো কিংবা মন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ুক না কেনো, কেউ মঠের বাগানের নিঃসঙ্গতার কয়েদী কিংবা মঠের সন্ন্যাসী হোক না কেনো, 'আকার' এর দৃষ্টি থেকে সবাই তাঁর থেকে আলাদা। কিন্তু 'বাস্তবতার' দৃষ্টি থেকে সবকিছুই শুধু তিনি, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই!" [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এবং সবকিছুর মধ্যে তাঁর জন্য একজন সাক্ষী বিদ্যমান- এতেই তাঁর একত্বের দিকে ইঙ্গিত বহন করে" [বক্তা অজ্ঞাত]।

"মার্কেটে, মসজিদে- শুধু আল্লাহকে আমি দেখেছি। উপত্যকায় ও পর্বতের শৃঙ্গে- শুধু আল্লাহ আমি দেখেছি। আমি তাঁকে আমার পাশে দেখেছি, ভীষণ যাতনায় পড়ে; সুখের ও সৌভাগ্যের সময় আমি শুধু আল্লাহকে দেখেছি। দেখেছি তাঁকে উপাসনায়, দেখেছি উপবাসে। দেখেছি প্রভুকে প্রশংসায় ও ধ্যানে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীনে- শুধু আল্লাহ আমি দেখেছি। না আত্মা, না দেহ, না দুর্ঘটনা বা বস্তুতে, না গুণাবলী না কার্যকারণে- শুধু আল্লাহ ছাড়া আমি কিছু দেখি নি। একটি মোমের মতো আমি অগ্নিতে জ্বলে গলে যাচ্ছিলাম; ঐ অগ্নিশিখার চমকে- শুধু আল্লাহকে আমি দেখেছি। আমি স্বয়ং নিজেকে আমার আপন চোখে দেখেছি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে, কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি দেখতে চেয়েছি তাঁরই চোখে- তখন দেখেছি শুধু তাঁকেই। আমি শূন্যতার মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছি- হয়েছি বিলুপ্ত,

এবং দেখো! দেখো! আমি তো ছিলাম চিরঞ্জীব- শুধু আল্লাহ আমি দেখেছি" [বক্তা অজ্ঞাত]।

"ফকিরের অস্তিত্ব তাঁরই অস্তিত্ব, এবং রোগীর অস্তিত্ব তাঁরই অস্তিত্ব। এখন, এ সত্য যখন আমাদের নিকট উন্মুক্ত হলো তাহলে এটা মেনে নিতে হয় যে, এই পুরো অস্তিত্ব মানে তাঁরই অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট সবকিছুই মূলত তাঁরই অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। যখন একটি অণুর গোপন রহস্য স্পষ্ট হলো, তখন সকল সৃষ্ট বস্তুর রহস্য- বাইরের ও অভ্যন্তরীণ, পরিষ্কার হলো। আপনি এই জগৎ কিংবা পরজগতে সত্যিকারভাবে অস্তিত্বশীল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি একটি গোপন ধনভাণ্ডার ছিলাম, এবং আমি নিজেকে পরিচিত করার ইচ্ছা করলাম, সুতরাং আমি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলাম" [আল-হাদীস]।

"বস্তুসমূহ তাদের বিপরীতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু বিপরীতের অস্তিত্বতা সম্পর্কে, যে বিরোধিতা করে তার জন্য কোন স্পষ্টকরণ ক্রিয়া নেই" [হযরত আহমদ আলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তিনিই শুধু পর্যবেক্ষক, তাঁকেই শুধু করা হয় পর্যবেক্ষণ! বাস্তব জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তাসাওউফ হলো হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে বিস্মিত হওয়া। কিন্তু কোন কিছু নাই যাতে তিনি নাই" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর তাওহীদের সাগরে যে কেউ পতিত হয়েছে, তার তৃষ্ণা দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। তার এই তৃষ্ণা কখনো মিটে যাবে না, কারণ তার মধ্যে এটা

হলো সত্যোপলব্ধির তৃষ্ণা। একমাত্র হাক্বিকাত ছাড়া এই পিপাসার অবসান হয় না" [সুফি সনাতন বাক্য]।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদল ভক্তের সম্মুখে বয়ান করছিলেন। তিনি বললেন, "আজ আমি তোমাদের সম্মুখে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আলোচনা করবো"। সবাই আগ্রহ ভরে তাঁর কথা শ্রবণ করতে উদ্যত হলো। সবার অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা না জানি তিনি কী রহস্যপূর্ণ তথ্যাদি তুলে ধরবেন।

তিনি বললেন, "হে লোকসকল! জেনে রেখো- এ বৎসর যাকিছু করার আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন তা-ই সংঘটিত হবে! ঠিক যেভাবে গত বৎসর যা কিছু তিনি চেয়েছিলেন তা-ই সংঘটিত হয়েছে, তিনি মহামর্যাদাশীল, ইচ্ছাপ্রবণ" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমরা ও তুমি একে অন্য থেকে আলাদা নয়, তবে আমাদের প্রয়োজন আপনার কিন্তু আপনার প্রয়োজন আমাদের নেই" [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার ওলির সাথে শত্রুতা রাখে আমার পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য যা কিছু করে, আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় তার সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে। অবশেষে আমি তাকে প্রিয় করে নিই। যখন আমি তাকে প্রিয় করে নিই, তখন তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে; তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। যখন সে আমার কাছে সওয়ার করে তখন আমি তা দেই আর যখন সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন আমি তাকে আশ্রয় দেই" [হাদীসে কুদসী]।

"তিনি এখন, যেমন তিনি ছিলেন। তিনি একত্বের ঊর্ধ্বে একক এবং একক এককত্ব ছাড়া .... তিনি প্রথম ও তিনি শেষ, তিনিই বাইরে এবং অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত। সুতরাং প্রথম ও শেষ বলতে কিছুই নাই, না আছে বাইর কিংবা ভেতর- শুধুমাত্র তিনি ছাড়া- তিনি তাঁরই কুদরতে নিজেকে দেখেন, এবং তাঁরই কুদরতে নিজেকে জানেন। কেউ তাঁকে দেখে না- শুধু তিনিই নিজেকে দেখেন, ... বাস্তবে তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন বাস্তবতা নেই" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমরা কোনো কোনো সময় তাঁকে শুরা বলি, কোনো কোনো সময় বলি পানপাত্র, কোনো কোনো সময় তাঁকে বলি ভুট্টা, এবং কোনো কোনো সময় ফাঁদ, তাঁর নাম ছাড়া কোন অক্ষর এই পৃথিবীর উপর নেই- এখনঃ কোন্ নামে তাঁকে আমরা ডাকবো?" [হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তাঁর নাম লয়ে যার কোন নাম নেই, যে নামে তুমি তাঁকে ডাকবে সে নামেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন" [হযরত দাড়াশিকো রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রভু 'আল্লাহ' নাম মানুষের জন্য একটি আয়না স্বরূপ বানিয়েছেন। সুতরাং সে যখন এতে তাকায়, তখন সে এই কথার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়ঃ "প্রভু ছিলেন এবং তার নিকটে শূন্য ছিলো", এবং ঠিক এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যা সে বলে, প্রভুর কথাই বলে, তার জীবন কিছু নয়- প্রভুর জীবন, তার জ্ঞান কিছু নয় প্রভুর জ্ঞান, তার ইচ্ছা কিছু নয় প্রভুর ইচ্ছা এবং তার শক্তি কিছু নয় প্রভুর শক্তি ...." [বক্তা অজ্ঞাত]।

"নিবিড় চিন্তায় যার মন আল্লাহর মা'রিফাতে পরিপূর্ণ হয় না, সে নিশ্চয় পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট। কিংবা অলস। যার দৃষ্টিতে আল্লাহর রহস্যের আভাস বিদ্যমান নেই, তার দৃষ্টি জাগতিক ধূলোবালি দ্বারা আবৃত" [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি আল্লাহকে চিনেছেন- অর্থাৎ মা'রিফাত হাসিল করেছেন? তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। প্রশ্নকারী বললো, "আপনি যে চুপ করে বসে রইলেন?"

তিনি বললেন, "কী আর বলবো- আল্লাহকে যে চিনেছে সে-ই নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেছে" [হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত ঈমানদারের হৃদয় অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ তা'আলা আর সৃষ্টি করেন নি। এর করণ হলো, এই মহাবিশ্বের মধ্যে এমন কোন বস্তু সৃষ্টি হয় নি যা আল্লাহর পরিচিতি (মা'রিফাত) থেকেও শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠ বস্তু যে স্থানে প্রকাশ পায় তাহলো মানুষের হৃদয়" [হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"ঐ মহান সত্তার প্রশংসা যিনি তাঁর পবিত্র মা'রিফাত অর্জনের রাস্তা বান্দাদের জন্য খোলা রাখেন নি- শুধুমাত্র এটুকু ছাড়া যে, তাঁর মা'রিফাত অর্জন আসলে সম্ভব নয়" [হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু]

"মা'রিফাতের হক্বের নিদর্শন হলো মাখলুক থেকে পলায়ন" [হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মধ্যস্থলে সর্বাপেক্ষা গাঢ় পর্দা হলে দুনিয়া" [হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করা হলো: "আপনি কি কখনো আল্লাহ পাককে দেখেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন: "চর্মচক্ষে বা বাহ্যিক চোখে মহান আল্লাহ পাককে এই দুনিয়ায় থাকতে দেখা শরীয়তের বিধানের বিপরীত- তবে আমি তাঁর অনুপম নূরের আলোকচ্ছটা অবশ্যই দেখতে পেয়েছি" [হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"কেউ যদি 'যুক্তির' মাধ্যমে আল্লাহর সন্ধান করে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে বাতি জ্বালিয়ে সূর্যের সন্ধানে আছে!" [সুফি প্রবাদ]।

"নকল তখনই সম্ভব যখন আসলটি থাকবে" [সুফি প্রবাদ]।

ফানাফিল্লাহ

ফানাফিল্লাহর অর্থ নিজকে বিলুপ্ত করা। এটাই হলো 'মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু'। নফসকে কুরবানী করে আল্লাহ সত্তায় বিলীন হওয়ার নামই ফানাফিল্লাহ। এই মাক্বামে উপনীত হওয়াই হলো সুফিদের প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষা। এই মাক্বাম গুরুত্বপূর্ণ একটি উচ্চতর স্টেশনও বটে। হৃদয়ের গভীরে যখন প্রেমিক আকারহীন প্রেমের মধ্যে নিমজ্জিত হয় তখন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার চেতনা তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে। অসীম 'আত্ম' সায়রে সে নিমজ্জিত হয়ে একেবারে শূন্যে পরিণত হয়- এটাই অবিমিশ্র সিদ্ধি তথা তাযকিয়ায়ে নফসের উচ্চ স্তর। এই স্তরের অভিজ্ঞতা সুফিদের কবিতা ও কথনে ফুটে ওঠেছে যার সবকিছু সবার জন্য অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং আপনার নিকট যদি কোন বাক্য বিভ্রান্তিমূলক কিংবা দুর্বোধ্য বলে মনে হয় তাহলে স্বীয় শায়খের নিকট থেকে তা জেনে নিন- কিংবা তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণ করে উচ্চতর মাক্বামে যিনি পৌঁছেছেন বলে নিশ্চিত আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে মনকে খটকামুক্ত করুন। আমরা এই গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত 'সুফিদের প্রেমের বাণীর' সংকলন করেছি। গ্রন্থের লেখকের নিকটও এক দু'টো বাক্য অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তবে পাঠকদের কেউ তা অনুধাবন করতে পারবেন ভেবে তা এতে প্রকাশ করতে বিরত থাকি নি।

"তুমি আমার মধ্যে 'এটা আমি' শব্দদ্বয় ঘুরাফেরা করছে- এটা আমাকে ভীষণ যন্ত্রণায় নিপতিত করেছে। আহ! স্বীয় অনুগ্রহে এই 'এটা আমি' শব্দ দু'টো তুলে নিন আমাদের মধ্য থেকে! [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"তুমি যাও! তোমার হৃদয়ের বাসস্থানকে ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কার করে ফেলো, একে মাশুকের বাড়ি বানাতে প্রস্তুত করোঃ তুমি চলে যাও- তোমার প্রস্থান হলেই তিনি প্রবেশ করবেন। তোমার অভ্যন্তর যখন 'তোমা' থেকে মুক্ত হবে তখনই তিনি তাঁর চিরন্তন সৌন্দর্য প্রদর্শন করবেন" [হযরত মুহাম্মদ শাবিস্তারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ওহ আমার প্রভু- আল্লাহ! আমি নিজেকে চাই না। আমাকে আমার মাঝ থেকে মুক্ত করো!” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আল্লাহ তা’আলা যেনো আমার নিজকে শূন্যে পরিণত করেন, সবকিছু থেকে শূন্য শুধুমাত্র তাঁর উপস্থিতি ছাড়া” [বক্তা অজ্ঞাত]।

“সুফি হলেন, জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানবান, দৃষ্টিহীন, তথ্যহীন, উপলব্ধিহীন, বর্ণনাহীন, প্রকাশহীন এবং পর্দাহীন। তারা (সুফিরা) নিজের মধ্যে নন, এবং যদি নিজের মধ্যে কখনো হয়ে থাকেন, তারা অস্তিত্বশীল প্রভুর মাঝে। তাদের কার্যাদি আল্লাহর কার্যাদি, তাদের কথা আল্লাহর কথা যা নিঃসৃত হয় তাদের জিহ্বা থেকে এবং তাদের দৃষ্টি আল্লাহর দৃষ্টি যা প্রকাশ হয় তাদের চোখের দ্বারা” [হযরত যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ফানা অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা’আলা ছাড়া সবকিছু ভুলে যাওয়া” [হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ওহ আমার প্রতিপালক, আল্লাহ তা’আলা! প্রত্যেকেরই কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আমি সকল আশা থেকে মুক্ত হতে চাই। এবং প্রত্যেকের একটি ‘আমি’ আছে, কিন্তু আমি চাই ‘আমি’ থেকে মুক্ত হতে। আমি যা চাই তাহলো ‘আমি হতে চাই না’!” [হযরত আবুল আব্বাস কাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সুফিতত্ত্ব নিয়ে শতাধিক আধ্যাত্মিক মাশায়িখ কথা বলছেন। প্রথম জন যা বলেছেন শেষের জন তা-ই বলেছেন। কিন্তু তাদের কথা বলার ভাষা ছিলো ভিন্ন- এই যা। সবার কথার অর্থ ছিলোঃ “সুফিতত্ত্ব হলো সকল কৃত্রিমতাকে দূরে ফেলে দেওয়া”। তোমার ‘তোমার-পরিচিতি’ এর সামনে কোনো কৃত্রিমতা যেনো না থাকে। যেই মুহূর্তে তুমি তোমার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তুমি সাথে সাথে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“তুমি সবচেয়ে বেশী কি চাও, তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কিসের সন্ধানে, প্রেমিকরা যেভাবে নিজেদেরকে হারিয়ে দেয়- তুমি তা-ই করো, তখন তুমি সেটা ‘হবে’” [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“জেনে রেখো, যখন তুমি নিজেকে হারাতে শিখবে, তুমি তখনই মাশুকের সন্ধান পাবে। অন্য কোন গোপন তথ্য শেখার নেই, এর চেয়েও অধিক কিছু আমার জানা নেই” [হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“এক ঘণ্টা নিজের অস্তিত্বহীন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকা এক বৎসর অস্তিত্বের চিন্তাসহ নফল ইবাদত চেয়েও উত্তম” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি যখন আল্লাহর নৈকট্যের স্তরে পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন, “তুমি কি চাও?” আমি বললাম, “আপনাকে চাই”। তিনি বললেন, “তোমার মধ্যে এক অণু পরিমাণও ‘বায়িজিদ’ থাকলে, এই ইচ্ছা পূরণ হবার নয়”” [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“হে আমার বিশ্বস্ত বন্ধুরা! আমাকে হত্যা করো! কারণ হত্যা করলে আমি বেঁচে যাবো; আমার জীবন হলো আমার মৃত্যু, এবং আমার মৃত্যু হলো আমার জীবন” [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সুতরাং এটা তোমার উপকার হেতু আল্লাহ তোমাকে ‘স্বয়ং তোমার’ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন এবং তোমাকে নিশ্চিন্ততার মাক্বাম পার করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন অনন্ত জীবনের দিকে। সুতরাং এভাবে তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলে এবং চিরন্তন জীবনের অধিকারী হলে তাঁর সঙ্গে” [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রথমে জ্ঞান ও আমল থাকতে হবে, সুতরাং তুমি বুঝবে যে, তুমি কিছুই জানো না এবং তুমি কেউ নও। এই অবস্থাকে অনুভব করা সহজ নয়। এটা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে আসে না- না এটা সূই দ্বারা সেলাই করে লাগানো, কিংবা কোন সূতা দিয়ে বাঁধা যায়। এটা একটি উপহার আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, এবং কাকে তিনি এই অনুভূতি দান করবেন তা তাঁর একান্ত

ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল” [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত থাকা হলো, সে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং নিজ থেকে বিস্মিত। সুতরাং এভাবে সে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়, কিন্তু নিজ থেকে অনুপস্থিত অবস্থায়; অনুপস্থিত ও উপস্থিত একই সময়। সে ঐখানে যেখানে সে নয় এবং সে ওখানে নয় যেখানে সে আছে! এরপর সেখানে সে নয়, যেখানে সে সেখানে (সৃষ্টির পূর্বে)। সে স্বয়ং তার মাঝে, সে সত্যিকার অর্থে নিজের মাঝে না থাকার পর। সে স্বয়ং নিজের মধ্যে অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বশীল আল্লাহর মাঝে, আল্লাহর মাঝে অস্তিত্বশীল হওয়ার পর এবং অনস্তিত্বশীল তার নিজের মাঝে! এই অবস্থা এই জন্য যে, সে আল্লাহর মত্ততার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার পর তাকে নিজের মধ্যে পুনরায় পুনর্গঠন করা হয়েছে। সুতরাং সে যাতে সবকিছু তার সঠিক অবস্থানে রেখে এগুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে” [হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“দীর্ঘ বাইশ বৎসর আমি হযরত তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। তাঁর কোন বৈশিষ্ট্য ছিলো না- এবং এখন আমারও নেই। যারা জানে তারা জানবে এবং যারা বুঝে তারা বুঝবে” [হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“আমি কে তুমি মনে করো? একজন মদ্যপ? একজন প্রেম-রোগা বোকা, নফসের গোলাম, ইচ্ছার প্রভাবে জ্ঞানহীন? বুঝো: আমি এসবের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছি, আমি রাজকীয়তার মাঝে প্রেমের বাদশাহ। আমার আত্মা কামাসক্তের অন্ধকার থেকে পবিত্র, আমার বিরহ নীচ আকাঙ্ক্ষা থেকে বিশুদ্ধ, আমার মন লজ্জা থেকে মুক্ত। আমি আমার দেহের জনবহুল ইন্দ্রিয় বাজারকে ভেঙ্গে দিয়েছি। প্রেম আমার সত্তার নির্যাস। প্রেম আগুন আর আমি এর ইন্ধন, অগ্নিতে দগ্ধ। প্রেম ঘরে এসে একে অলঙ্কারিত করেছে, আমার ‘নিজ’ তার গাঁট্টি বেঁধে চলে গেছে। তুমি কল্পনা করছো, আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো, কিন্তু আমি তো আর অস্তিত্বশীল নয়: যা রয়ে গেছে তা শুধু প্রেমাস্পদ ... ” [হযরত আলাউল হাক্ব ওয়াদীন চিশতী নিযামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি প্রভু থেকে প্রভুতে বিচরণ করেছি, শেষ পর্যন্ত তিনি চিৎকার দিলেন আমার মাঝে, "ওহ হে আমি!" সুতরাং আমি ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত হলাম" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এক ব্যক্তি বন্ধুর দরোজায় এসে কড়া নাড়লো, "কে?",
"আমি?"
বন্ধু বললেন, "চলে যাও! এই টেবিলে কাচা মাংসের স্থান নেই।"
ঐ ব্যক্তি চলে গেল- দীর্ঘ এক বৎসর ঘুরেফিরে কাটালো। বিরহের অনল ছাড়া মুনাফিকী ও নফসের তাড়না থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। সে পুনরায় ফিরে এলো, সম্পূর্ণরূপে বিদগ্ধ, বন্ধুর গৃহের সামনে পায়চারি করতে লাগলো, এরপর ভদ্রভাবে কড়া নাড়লো।
"কে?", ভেতর থেকে আবার আওয়াজ এলো।
"তুমি", জবাব দিলো লোকটি।
"প্রবেশ করো, এ কক্ষে দু'জনের স্থান নেই" [হযরত মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

একদা নিশাপুরে, হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানের পরিচালক নিয়মানুযায়ী হযরতের উপস্থিতি তাঁর নাম ও সকল উপাধিসহ ঘোষণা করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি শায়খকে দেখার পর বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। হযরতের এক মুরীদকে জিজ্ঞেস করলেন: "আমরা কোন কোন উপাধিতে শায়খকে সম্বোধন করবো?"

ইতোমধ্যে শায়খ আবু সাঈদ তাদের মাঝে এই গোলমাল লক্ষ্য করে বললেন, "ভেতরে যেয়ে ঘোষণা দিন: 'এই কেউ-নয় এর পুত্র কেউ-নয় এর জন্য রাস্তা ছেড়ে দিন!'" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি যখন সর্বপ্রথম পবিত্র গৃহে প্রবেশ করলাম", বললেন বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আমি শুধু পবিত্র ঘরটি অবলোকন করলাম,

দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে দেখলাম, গৃহের প্রভুকে। তৃতীয়বার প্রবেশ করে কিছুই দেখতে পেলাম না- না গৃহকে না তার প্রভুকে।"

একথা দ্বারা তিনি এই অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন, "আমি প্রভুর মাঝে হারিয়ে গিয়েছিলাম, সুতরাং আমি কিছুই জানতে পারি নি। যদি আমি কিছু দেখতাম তাহলে প্রভুকেই দেখতাম।" এই ব্যাখ্যার প্রমাণ পরবর্তী রহস্যময় বর্ণনা থেকে মিলেঃ

একদা একব্যক্তি হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে ডাক দিলোঃ "হযরত বায়িজিদ ঘরে আছেন কি?"
বায়িজিদ বিস্তামী জবাব দিলেনঃ "তুমি কার সন্ধান করছো?"
সে বললো, "হযরত বায়েজিদের"।

"ওহ্ বেচারা!" বললেন বায়িজিদ বিস্তামী, "আমি আজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ বায়িজিদকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আজো তার কোন নামগন্ধই পাই নি!" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"মহাত্মনরা তরীকতের সকল স্তর অতিক্রম করে রাজকীয়তা ও সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন। সুতরাং তাদের না আছে গুণাবলী না আছে সচেতনতা। বায়িজিদকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আজ সকালে আপনি কেমন আছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার না আছে প্রাতঃকাল না আছে সন্ধ্যে; এ দু'টোর অধিকারী সে-ই যে গুণাবলী দ্বারা সীমা-নির্ণীত করেছে, আর আমার তো কোন গুণাবলী নেই" [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি প্রেম সম্পর্কে জনিও না- প্রেমিকও নয়, আমি না আমার- না প্রেমাস্পদের" [হযরত আহমদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আত্মবিলুপ্তির মাঝে আছে, মানবিক অভ্যন্তরে স্বয়ং অস্তিত্বের প্রভাব হেতু, তার মধ্য থেকে সকল চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া- অবশিষ্ট থাকেন শুধু তিনি (আল্লাহ)। ফানা ফী ফানা বা আত্মবিলুপ্তির মধ্যে আত্মবিলুপ্তির মধ্যে আছে, এমনকি সেই অবচেতনের মধ্যে চেতনা না থাকা। সুতরাং এটা সহজ কথা

যে, ফানার মধ্যে ফানাতে জড়িত আছে ফানাফিল্লাহ” [হযরত মাওলানা আব্দুর রাহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“এই তো মোমবাতিটি নিভে গেল এবং ঐ তো জ্যান্ত সূর্যালোক! এবার দু’টি আলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো দেখি!” [হযরত শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“কেউ যদি একবার ঐশীপ্রেমের স্বাধ গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তার নিকট এই পৃথিবীর জন্য কোন সময় আর অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের সংসর্গে সে আবদ্ধ থাকার আতঙ্কবোধ করবে” [হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু]।

“সুফিদের যারা আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেন, তাঁরা আত্মবিলুপ্ত অবস্থায় পতিত হয়ে ভাবাবেগে এরূপ করে থাকেন” [হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“প্রত্যেকেই আমাকে নিজ নিজ রংয়ের মনে করে। অথচ আমি কোন রঙের মধ্যে নই- আমাকে পানির মতো মনে করো। পানি যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রেরই রং ধরে” [হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

“ফানার অর্থ হলো আধ্যাত্মিক মৃত্যু” [হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি]।

মিলন

প্রেমের পথে ভ্রমণের কারণ হলো, মাশুকের সঙ্গে প্রবল মিলনাকাঙ্ক্ষা। এই বিরহেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যান সুফিরা। পথের অপর প্রান্তে অবশেষে হৃদয় চিরন্তন সত্য উন্মোচন করে- আশিক আর মাশুক এক। সর্বোচ্চ এই স্তরের বর্ণনা সুফি মহাত্মনদের ভাষায় এবার শ্রবণ করুন। তবে আগেই অবগত করছি, সবকিছুর অভ্যন্তরীণ অর্থ বুঝা হয়তো আমাদের মতো এখনো রাস্তার প্রাথমিক স্তরে পড়ে থাকা জনদের জন্য কঠিন হবে। কিন্তু তারপরও দেখা যাক, মহাত্মনদের প্রেমগাঁথা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য সামান্যতম হলেও সুফল বয়ে আনবে- আর কে জানে এ থেকে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন হয়ে যেতেও পারে!

"আমি সেজন যাকে আমি ভালোবাসি, এবং সেজন আমি যাকে ভালোবাসি সে আমি। আমরা দু'টি আত্মা বাস করি একটি দেহে, যদি তুমি আমায় দেখো, তুমি তাঁকে দেখো; এবং যদি তুমি তাঁকে দেখো, তুমি দেখো আমাদের উভয়কে" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেম আসলো- এবং তা রক্তের মতো আমার চামড়ার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলো, আমার শিরার মধ্য দিয়ে। এটা আমাকে আমার মধ্য থেকে শূন্য করে দিল এবং পরিপূর্ণ করলো মাশুক দ্বারা। প্রেমাস্পদ আমার দেহের প্রতিটি কোষে প্রবেশ করেছেন। আমার যা বাকী রয়ে গেছে তা শুধু নাম- বাদবাকী সবই তিনি" [হযরত জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রেমিক যখন প্রেমের মাঝে হারিয়ে যায়, তার প্রেম প্রেমাস্পদের প্রেমের সঙ্গে একাকার হয়, এবং সেখানে না আছে পাখি না আছে ডানা, এবং তার উড়া ও প্রেম প্রভুর কাছে তার জন্য প্রভুর প্রেম থেকে" [হযরত নিযামুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আমি আলিঙ্গন করেছি, আমার যাবতীয় সত্তা দ্বারা, তোমার সকল ভালোবাসা; হে আমার পবিত্র! তুমি নিজেকে এতো বেশী প্রকাশ করেছো যে, মনে হচ্ছে আমার মধ্যে শুধু তুমিই তুমি! তুমি হৃদয়ের যেথা নও, তার সবকিছু আমি পরীক্ষা করলাম। আমি দেখতে পাইনি তাদের ও আমার মাঝে কোন বিচ্ছেদ, এবং দেখেছি শুধু তুমি আর আমার মধ্যে সামঞ্জস্যতা!" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"অনন্ত জগৎ থেকে প্রেম আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা অনন্তকাল চলমান থাকবে। আশি হাজার পৃথিবীতে একজনও পাওয়া যায় নি, যে তা থেকে এক ফোটা প্রেম-সুধা পান করবে, অবশেষে যতক্ষণ না সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হয়" [হযরত রাবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহা]।

"একদা প্রভু আমাকে জাগিয়ে তুলে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান করে বললেন, "হে বায়িজিদ! আমার মাখলুকাত তোমাকে দেখতে চায়"। আমি আবদার করলাম, "তোমার একত্ব দ্বারা আমাকে অলংকৃত করো, তোমার আমিত্বের বস্ত্র আমার গায়ে পরিয়ে দাও এবং তোমার একাকীত্বের মাঝে আমাকে আরোহণ করাও- সুতরাং তোমার মাখলুকাত যখন আমাকে দেখবে তখন তারা বলতে পারবে তারা তোমাকেই দেখছে এবং শুধু তুমিই সেখানে থাকবে, আমি নয়" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"একাকীত্বের স্তরে উপনীত সাধক অনুভব করে সবই তিনি, তাঁর দ্বারাই সবকিছু এবং সবকিছু তাঁর। অতীতে এই অবস্থাকে জানা ছিলো জনশ্রুতি হিসাবে। এখন এটা জানা হলো বাস্তব অনুভূতি দ্বারা। তারপর সাধক সম্পূর্ণরূপে অবগত হয় যে, 'আমি' কিংবা 'আমার' বলার কোনো অধিকার তার নেই" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"মহিমা আমার জন্য! কী বিরাট আমার মর্যাদা!" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

দ্রঃ এখানে ভুল বুঝার কোন জো নেই। শায়খ বায়িজিদ বিস্তামী ফানাফিল্লাহর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে উক্ত বাক্যদ্বয় উচ্চারণ করেছিলেন, যা ছিলো তার মুখে উচ্চারিত প্রভুর নিজের কথা।

"আমার জুব্বার নীচে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা!" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

দ্রঃ এখানেও কোন ভুলবুঝাবুঝির স্থান নেই। তরীকতের এই মহান শায়খও ফানাফিল্লাহর উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে 'প্রভুর কথা' নিজের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন মাত্র। তবে অনেক বাহ্যিক আলিম বায়িজিদ বিস্তামীর বাক্য (উপরে উদ্ধৃত) এবং আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উচ্চারিত এই বাক্যের মর্ম না বুঝে তাঁদেরকে 'জিন্দীক' ইত্যাদি বলে গালি দিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তীতে তাসাওউফের স্বরূপ অনেকটা জানাজানি হওয়ার পর আর এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাক্য কেউ করেন নি। তবে একদল 'আধ্যাত্মিকতা-বিরোধী' অতি-বাহ্যিক মুসলিম আলিম এখনও বিদ্যমান আছেন যারা সময় সময় উক্ত বাক্যগুলো নিয়ে বাড়াবাড়িমূলক উক্তি করে থাকেন- আমরা এদের ব্যাপারে আর কিছু বলবো না শুধু এটুকু ছাড়া- 'এদের মতো শুকনো হৃদয়ের অধিকারীদের অস্তিত্ব জগতে থাকার কারণেই সুফিতত্ত্বের অনেক গোপন রহস্য প্রকাশ করা পরবর্তী শায়খগণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন'। আজকালকার ব্যাপারে এ কথাটিও আমাদের জানা থাকা দরকার যে, আগের যুগের ঐসব মহাত্মন সুফিরা আধ্যাত্মিক জগতের যেসব উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন অনুরূপ স্তরে আধুনিক যুগে খুব অল্প ব্যক্তিই পৌঁছতে পেরেছেন। সুতরাং আজকের যুগে তরীকতের রাস্তার অবস্থার 'গোপন রহস্যের' বাক্য মুখ থেকে বের হওয়ার মতো যোগ্যতাই বা ক'জনের আছে? আর থাকলেও তাঁরা আত্মগোপন করে আছেন। এখানে আরোও বলে রাখি হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে 'আনাল হাক্ব' বলে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে প্রাণ দিয়েছিলেন- তাও ছিলো একই ধরনের কথন যা স্বয়ং আল্লাহর উক্তি তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। আমরা এই গ্রন্থে তাঁর এই উক্তি

আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি না। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

"আল্লাহর একত্বে ফানা হওয়ার অর্থ সবকিছু আলাদা হওয়া এবং সবকিছু থেকে আলাদা হওয়ার মানে হলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে ফানা হওয়া" [হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর অনুসরণকারীদের নিকট দিয়ে একদা এক যুবক হেঁটে যাচ্ছিলো। সে হযরত শায়খকে উদ্দেশ্য করে বললো, "হে আবু বকর! আমাকে আমার মধ্য থেকে আলাদা করুন এবং আমাকে আমার মধ্য থেকে অনুপস্থিত করুন- এরপর আমাকে আমার নিকট ফেরৎ দিন। সুতরাং আমি হয়ে যাবো 'তিনি' এবং 'তিনি' হয়ে যাবেন 'আমি', এবং 'আমি' হবো 'আমি' ও 'তিনি' হবেন 'তিনি'!" [হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যে কেউ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিজের দিকে তাকিয়েছে, সে কিছুই দেখতে পায় না- শুধুমাত্র সূর্যের আলোকরশ্মি ছাড়া এবং চিৎকার দিয়ে বলে, "আমি-ই তো সূর্য!" [হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"প্রভুর নূরের তাজাল্লির প্রতি ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকার পর যেদিকেই তাকাই শুধু এই তাজাল্লি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিতে পড়ে না- এমনকি নিজের মাঝেও সেই তাজাল্লি!" [বক্তা অজানা]

"যে কেউ বলে, সে প্রভুর মর্যাদা লাভ করেছে, সে তা লাভ করে নি, কিন্তু যে কেউ বলে, তাকে প্রভুর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছে- সে-ই সত্যিকার অর্থে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছে" [হযরত আবুল হাসান আলী খারাক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহর ব্যাপারে কোন দ্বৈতবাদ নেই। ঐ উপস্থিতিতে "আমি", "আমরা" এবং "তুমি" ইত্যাদির অস্তিত্ব নেই। 'আমি', এবং 'তুমি', 'আমরা' এবং 'তিনি' সবই একাকার হয়ে যায় ... কারণ একত্বের মধ্যে কোন আলাদা পরিচিতির স্থান নেই, সন্ধান, রাস্তা এবং সন্ধানী একাকার হয়ে যায়" [হযরত মুহাম্মাদ শাবিস্তারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"যারা এককত্বের স্বাধ পেয়েছে তাদের কিছুই নাই শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ চোখ (কাশফ) এবং ঐশী বাতি ছাড়া- তাদেরকে 'নিদর্শন' ও 'সারণী' হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে" [হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকার চেয়ে অধিক উত্তম জিনিস কোন মানুষের থাকতে পারে না- তার না আছে বৈরাগ্য, না কোন বাদ-মতবাদ। যখন সে 'সবকিছু থেকে মুক্ত' তখন সে 'সবকিছুর সঙ্গে'" [হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"সত্যিকার সুফি ইহজগৎ কিংবা পরজগৎ নিয়ে ব্যস্ত নয়ঃ সে কোন কিছু নিয়েই ভাবে না- একমাত্র তার প্রতিপালক ছাড়া। যেহেতু সে নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে 'মৃত্যুবরণ' করেছে, তাই সে সম্পূর্ণরূপে ফানা হয়ে গেছে আল্লাহর এককত্বের মাঝে" [হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"এটা বলা হয়ে থাকে যে, আধ্যাত্মিক ফকিরীর অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতে কালো পরিচ্ছদ পরা। এই প্রবাদ দ্বারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, সাধক আল্লাহর ধ্যানে এতোই নিমগ্ন যে, সে তার নিজের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; না অভ্যন্তরীণভাবে না বাহ্যিকভাবে- না এই জগতে কিংবা পরজগতে; সে তার মৌলিক অপরিহার্য নিঃস্বতায় ফিরে যায় এবং এটাই হলো ফকিরী- সত্যিকার অর্থে। এরূপার্থে যখন ফকিরীর স্তর সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়ে যায় তখনই সাধক বলতে পারে- আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নাই .... " [হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া লাহিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"আল্লাহ হৃদয়কে দেহের সাত হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করে তাঁর নৈকট্যের স্টেশনে সংরক্ষিত করেন, তিনি রূহকে হৃদয়ের আরো সাত হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করে তাঁর একান্ত সংগোপনের বাগানে সংরক্ষিত রেখেছেন এবং চেতনা- সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ অংশ তিনি সৃষ্টি করেছেন রূহ সৃষ্টির সাত হাজার বৎসর পূর্বে এবং একে সংরক্ষিত করেছেন তাঁর এককত্বের বিভিন্ন স্তরের মাঝে। এরপর চেতনাকে তিনি 'কারাবন্দী' করেছেন রূহের মধ্যে- এবং রূহকে হৃদয়ের মধ্যে এবং হৃদয়কে দেহের মধ্যে। এরপর তিনি তাদেরকে 'পরীক্ষা' করেছেন এবং তাদের নিকট আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন। এরপর প্রত্যেকে তার নিজের স্তর বা স্টেশনকে খোঁজতে লাগলো। দেহ উপাসনায় মশগুল হলো, হৃদয় প্রেমার্জন করলো, রূহ তার প্রভুর নৈকট্যে পৌঁছল এবং অভ্যন্তরস্থ চেতনা সান্ত্বনা পেলো তার প্রভুর সঙ্গে ফানার মধ্যে" [হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

"দূরে থাকতে তোমার জন্য কত শব্দ যে ছিলো, কিন্তু যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো তখন, আমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেওয়া হলো" [বক্তা অজানা]

"তারপর হজ্জযাত্রী বাড়িতে ফিরে আসে, তার মূলের বাড়িতে ... এটাই আল্লাহর নৈকট্যের রাজ্য, এটা অভ্যন্তরীণ হজ্জযাত্রীর আসল বাড়ি, এবং এখানেই সে প্রত্যাবর্তন করে। এ পর্যন্তই বুঝিয়ে বলা সম্ভব- এর বেশী জিহ্বা বলতে এবং মন বুঝতে অপারগ। এর পরবর্তী অবস্থার কোন সংবাদ দেওয়া যাবে না, দেওয়ার উপায় নেই- কারণ এর পর যা তাহলো উপলব্ধি-বহির্ভূত, কল্পনা-বহির্ভূত, বর্ণনাতীত ..." [হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]।

গ্রন্থে উদ্ধৃত মাশাইখদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আলহামদুলিল্লাহ! অনেক চেষ্টা-সাধনার ফলে আমরা এই গ্রন্থে ইলমে মা'রিফাতের রাস্তার বর্ণনা আশিক-মাশুকের দৃষ্টিতে অতীতের মহাত্মন তাসাওউফের মাশাইখদের কথা ও লেখা থেকে উদ্ধৃত করেছি। গ্রন্থের এই শেষ অধ্যায়ে আমরা যাদের উদ্ধৃতি দ্বারা এটি সম্মৃদ্ধ করেছি তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস পাঠকরা এসব মহাত্মন শায়খদের জীবন ও কর্মের উপর আরো গবেষণা করলে আত্মশুদ্ধি ও প্রভু-পরিচিতি তথা তাযকিয়ায়ে নফস ও মা'রিফাতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অসংখ্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে নিজের জীবন ধন্য করে তুলতে পারেন। আমরা সবাই আল্লাহর কাছে এটাই কামনা করি।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মৃঃ ৬৩৪ ঈসায়ী): হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পছন্দকৃত ইসলামের প্রথম খলীফা; নকশবন্দিয়া তরীকার সিলসিলার প্রথম ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন শরীয়ত ও তরীকতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মহান সাধন যিনি স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুহবতে থেকে ধন্য হয়েছিলেন- তিনি ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মৃঃ ৬৪৬ ঈসায়ী): অতি সাধারণ বস্ত্র পরিধান, সাদাসিধে জীবনের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি দৃঢ় দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছিলেন সুফি মাশাইখদের অগ্রদূত ও ইমাম। ধর্মীয় জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা এবং আল্লাহ-প্রেমে নিমগ্ন থাকাই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি ধর্মবিরোধী কোন কার্যকলাপ সহ্য করতে পারতেন না- এমনকি সময় সময় মানুষকে দুররা মারতেন। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "উমরের মুখ থেকে সত্য কথাই প্রকাশ হয়ে থাকে"।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে মুহাদ্দিস ছিলেন। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ তা হয়ে থাকেন তাহলে তিনি হবেন উমর।" তাঁর আল্লাহভীতি কী পরিমাণ ছিলো তা একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি একদা একটি দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার উচিৎ তাকওয়া অর্জন করা ও সৎপথে চলা। নতুবা আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দেবেন।"

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মৃঃ ৬৫৬ ঈসায়ী): লজ্জাশীলতা, আনুগত্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তিনি ছিলেন সুফি মাশাইখদের ইমাম। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ ও হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায়, হযরত যুননুরাইন (হযরত উসমান) রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মর্যাদা যে কী উচ্চস্ত রে ছিলো। তারা বলেনঃ "আমরা বাড়ি ঘেরাও আক্রমণের দিন হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট ছিলাম। বিদ্রোহীগণ তাঁর বাড়ির দ্বারপ্রান্তে এসে সমবেত হলো। তাঁর দেহরক্ষী গোলামরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু তিনি তাদের মুকাবিলা করতে নিষেধ করে বললেন, যারা আজ এ কাজ করতে বিরত থাকবে, আমি তাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্তি দান করবো।" বর্ণনাকারী সাহাবীদ্বয় বলেন, বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে জীবন রক্ষার্থে আমরা ফিরে চললাম। পথে হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি খলীফার নিকট যাচ্ছিলেন। সুতরাং আমরাও তাঁর সাথে পুনরায় সেখানে গেলাম।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আফসোস করে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনার নির্দেশ ছাড়া অস্ত্রধারণ করতে

অপারগ। আপনিই ন্যায়ত খলীফা। আপনি নির্দেশ করুন, শত্রুদের দমন করে এখনই আপনাকে বিপদমুক্ত করি।'

জবাবে হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "হে ভাতিজা! ফিরে যাও এবং বাড়িতে বসে থাকো। আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। অযথা রক্ত প্রবাহিত হোক- তা আমি পছন্দ করি না।"

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মৃঃ ৬৬২ ঈসায়ী): হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই এবং প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম এই মহাত্মন সাহাবী ছিলেন ইলমে মা'রিফাত জ্ঞানের সাগর। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করে গেছেন। তরীকায়ে চিশতিয়া সিলসিলার সর্বপ্রথম শায়খ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের চতুর্থ এই মহাত্মন খলীফা এক 'খারেজীর' ছুরিকাঘাতে নামাযরত অবস্থায় কুফার একটি মসজিদে শহীন হন।

হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৬৫৭ ঈসায়ী): ইয়ামনের করণ শহরে এই মহাত্মন সুফি অলিআল্লাহ জীবিত ছিলেন। তিনি হুজুরে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের মানুষ হয়েও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন নি। তবে সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য না জুটলেও তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন এবং ইন্তিকালের পূর্বে স্বীয় পবিত্র জুব্বা তাঁকে দান করে গিয়েছিলেন। নবীপ্রেমে মজযুব এই মহাত্মন যখন শোনলেন উহুদের যুদ্ধে হযরতের দন্ত মুবারক শহীদ হয়ে গেছে তখন তিনি নিজের সব ক'টি দাঁত উপড়ে ফেলেন। তিনি জানতেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মাত্র দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছে- কিন্তু কোনটি তা জানা না থাকায়, সেটির সঙ্গে মিল রাখার উদ্দেশ্যে সবগুলো ফেলে দিলেন। হযরত ওয়ায়িস কারণী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পরহেজগারী, বিনয়, জুহুদ এবং নবীপ্রেমের আদর্শ হিসাবে সুফি সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রূহানী সাক্ষাৎ করেছিলেন- সুফি মাশাইখদের কাছে এরূপ

সম্পর্ককে বলে, 'নিসবতে ওয়ায়িসিয়া'। অন্যকথায় তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবীজীর রূহানী মুরীদ।

হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মৃঃ ৬৬৯ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন হযরত ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু আনহা ও আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সুযোগ্য সন্তান এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় নাতি।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৭২৮ ঈসায়ী): তিনি প্রসিদ্ধ বসরা নগরীর শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিআল্লাহু আনহার মুক্তিপ্রাপ্তা খাদীমা ছিলেন তাঁর মাতা এবং পিতার নাম ছিলো যায়িদ বিন তাবিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু। জন্মের পর শিশু হাসানকে নিয়ে তাঁর মাতা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকটে যান। খলীফাতুল মু'মিনীন শিশুকে আদর করে দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের উপর জ্ঞানবান এবং মানুষের নিকট প্রিয় করুন"। বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় খলীফার এই দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। পরিণত বয়সে এই প্রখ্যাত তাবিঈ জ্ঞানতাপস একজন হাদীস বর্ণনাকারী, উত্তম বক্তা ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোন। অধিকাংশ সুফি মাশাইখদের মতে তিনি ছিলেন 'আবদাল'। আর আবদাল সম্পর্কে একটি হাদীস হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "খলীলুল্লাহর (ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো পৃথিবীতে চল্লিশ জন ব্যক্তি সর্বদাই জীবিত থাকবেন। এদের মাধ্যমেই মানুষ বৃষ্টি ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। কেউ মারা গেলে আল্লাহ পাক অন্যজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন"। হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে এদের একজন সে ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই" [তাবারানী, আল-আওসাত]।

হযরত মালিক দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৭৪৮): সিজিস্তানের একজন পারস্য গোলামের সন্তান ছিলেন এই প্রসিদ্ধ অলিআল্লাহ। তিনি

হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদ ও খলীফা। প্রসিদ্ধ এই তাবিঈ বেশ কিছু হাদীস হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সূত্রে বর্ণনা করে গেছেন।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৪৮ হিজরী): মদীনা মুনুওয়ারায় হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম উম্মে ফারওয়াহ এবং পিতার নাম মুহাম্মদ বাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর খ্যাতি ছিলো বিরাট। তখনকার উমাইয়্যা খলীফা মনসুর বিল্লাহ তাঁর জনপ্রিয়তা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে হত্যার ফন্দি আঁটলেন। তিনি প্রধান উজিরকে নির্দেশ দিলেন, ইমাম জাফরকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করো! আমি তাঁকে হত্যা করবো। মন্ত্রী এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেও ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত জাফর সাদিককে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করা হলো। কিন্তু আল্লাহর অলিদের সাথে অন্যায় আচরণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও সহ্য করতে পারেন না। ইমাম সাহেব দরবারে হাজির হতেই দেখা গেল খলীফা ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তার নিজস্ব আসন তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এরপর ভক্তি তাজিমের সাথে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করে বিদায় করলেন। যাওয়ার পরই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। প্রায় সারাদিন অজ্ঞান থাকার পর এক পর্যায়ে জ্ঞান ফিরলে সবাই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কারণ কী জানতে চাইলো- তাঁকে মারতে এনে এরূপ সম্মান দান? খলীফা বললেন, আমি দেখলাম তিনটি বিরাট আকারের সর্প ফনা তুলে আমার কাছে এসে বললো, দেখো মনসুর! ইমাম সাহেবের কোন ক্ষতি করলে আমরা তোমাকে দংশন করবো! এবার সবাই বলো আমার অবস্থা তখন কী হয়েছিল? আল্লাহ পাক তাঁর অলিদেরকে এভাবেই জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

হযরত হাতিমে আসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ দ্বিতীয় শতক হিজরী): তিনি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত শাকীক বলখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যিনি ১৯৪ হিজরীতে অনুষ্ঠিত কুলান যুদ্ধে শহীদ হন।

হযরত হাতিমে আসম সম্পর্কে প্রখ্যাত সাধক হযরত জুনায়িদ বাগদাদী বলেন, তিনি যুগের সিদ্দীক ছিলেন। তাঁর অমূল্য বাণী যদি কেউ অনুসরণ করে তাহলে প্রবৃত্তি দমনে সফল হবে। তিনি আরো বলেন, হযরত হাতিমে আসম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দক্ষ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনাবলী আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় পথিকদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

হযরত আবু হুবাইরা বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ২৮৭ হিজরী): চিশতিয়া তরীকার এই সুফি শায়খ প্রাথমিক যুগে জীবিত ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত সাধক হযরত হুজাইফা মারআশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা এবং সুফি শায়খ হযরত মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর মাজার ইরাকের বসরা শহরে অবস্থিত।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৭৭৮ ঈসায়ী): তিনি বসরার প্রাথমিক যুগের একজন সুফি সাধক। তিনি কঠোর সাধনা, পরহেজগারী, দরবেশী এবং দীর্ঘ মুরাক্বাবার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত রাবিয়া বসরীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৭৮২ ঈসায়ী): বলখের এই সুলতান আল্লাহপ্রেমে পাগল হয়ে বাদশাহী ত্যাগ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ এই তাবিঈ দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ইলমে মা'রিফাতের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর এই চিত্তাকর্ষক যাযাবর জীবনের ঘটনাবলী তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, আমি বাদশাহী জীবনের অফুরন্ত আরাম-আয়েশে যৌবনকাল অতিক্রম করছিলাম- এরপর একদা এক বৃদ্ধ আমাকে বললেন, "ইব্রাহীম! তোমাকে আরাম-আয়েশ ভোগ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আল্লাহকে ভয় করো এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!" এরূপ বাক্য শ্রবণে আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো- এটা ছিলো পবিত্র কুরআনের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি: "তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে

না?” [২৩:১১৫]। সুতরাং আমি আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লাম”।

হযরত ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ঈসায়ী অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন): সে যুগের একজন প্রখ্যাত আলিম ও বুজুর্গ এই শায়খ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, তাঁর মতো ভাগ্যবান ব্যক্তি আর নেই। তিনি পেটে ক্ষুধা নিয়ে সকালে বিছানা থেকে গাত্রোত্থান করেন এবং ক্ষুধা নিয়েই আবার রাতের বেলা শয্যায় গমণ করেন। এতো কষ্ট সত্ত্বেও এক মুহূর্তও আল্লাহর উপাসনা থেকে গাফিল নন। সে যুগের আরেক প্রখ্যাত সাধক হযরত মালিক দীনার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিলো।

হযরত রাবিয়া আদাওবিয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ: ৮০১ ঈসায়ী): বসরা শহরের নিবাসী প্রসিদ্ধ এই মহিলা সুফির ‘ইশকে ইলাহীর’ অপূর্ব কাহিনী অনেকেরই জানা। তিনি অনেক প্রেমের কবিতাও লিখে গেছেন। তাসাওউফে ‘ঐশীপ্রেম’ এর গুরুত্ব অনেকাংশ তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮০৩ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন খোরাশানের অধিবাসী। সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ সুফি-দরবেশ, প্রাথমিক জীবনে একজন ডাকাত ছিলেন। এরপর একদা এক কাফেলা যাত্রীর কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শ্রবণ করে তাঁর ভাগ্য খুলে যায়- তাওবাহ করে আল্লাহর রাস্তায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেন।

হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮১৫ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন বাগদাদের প্রসিদ্ধ মাশাইখ হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও হযরত সারী সাক্বাতি এর সমকালীন একজন সুফি অলিআল্লাহ।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৩০ ঈসায়ী): শাম দেশের এই সুফি দরবেশ অত্যন্ত কঠোর সাধক ছিলেন। তিনি একাকিত্ব, মুরাক্বাবা ও অবিবাহিত থাকার উপর খুব জোর দিতেন।

হযরত আহমদ বিন আসিম আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৩৫): তাঁর জন্মস্থান শামদেশে (বর্তমান সিরিয়া)। তবে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদে অতিবাহিত করেন। এখানকার সে যুগের প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত আবু হারিস মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। আন্তাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক যুগের একজন সুফি লেখক ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক মনোবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।

হযরত বিশর ইবনে হারিস হাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৪১ ঈসায়ী): খোরাশানের প্রাথমিক পর্যায়ের একজন প্রসিদ্ধ সুফি অলিআল্লাহ। তবে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদের কাটান। পরহেজগারী ও জিকির-মুরাকাবায় তাঁর মতো এতো মনোযোগী খুব অল্প ব্যক্তিই ছিলেন। হাফী শব্দের অর্থ নগ্ন পা-বিশিষ্ট। তিনি কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন তা তাঁর এই হাফী উপাধি থেকেই বুঝা যায়।

হযরত হারিস ইবনে আসআদ মুহাসিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃ: ৮৫৭ ঈসায়ী): বাগদাদের এই প্রাথমিক যুগের প্রসিদ্ধ সুফি অলিআল্লাহ সুফিতত্ত্বের উপর অনেক লেখালেখি করেছেন। তাসাওউফের মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর তিনি গবেষণা করে গেছেন।

হযরত সুবান ইবনে ইব্রাহীম যুননুন মিশরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৫৯ ঈসায়ী): মিশরের একজন প্রাথমিক পর্যায়ের সুফি। তিনি খুব উচ্চ পর্যায়ের অলিআল্লাহ ছিলেন, অত্যন্ত পরহেজগার, প্রজ্ঞাবান এবং সুফি প্রেমের কবিতার জন্য তিনি খুব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কোন কোন আধ্যাত্মিক রহস্যের কথা শ্রবণ করে সেকালের কিছু বাহ্যিক আলীম তাঁকে জেল-হাজতে পাঠিয়েছিল কিন্তু তিনি মৃত্যু দণ্ড থেকে রেহাই পান।

হযরত আবুল হাসান সারি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৬৭ ঈসায়ী): বাগদাদের প্রাথমিক যুগের সুফিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত মারুফ কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। এছাড়া বাগদাদের সর্বপ্রধান সুফি শায়খ হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত সারি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাতিজা ও মুরীদ। তিনি একাধিক তরীকার সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৭৪ ঈসায়ী): প্রসিদ্ধ এই মহান সাধক বর্তমান ইরানের বিস্তাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চ পর্যায়ের এই সুফি দরবেশ তাওহিদের অনেক মর্মবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আল্লাহর একত্বের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে সালিক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না- তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে স্বয়ং প্রভুর কথা। এরূপ এক মুহূর্তে হযরত বায়েজিদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, ‘প্রশংসা আমার জন্য, কতো বড়ো আমার রাজত্ব!’ ইত্যাদি বাক্য। তবে এসব কথা যে, উচ্চ পর্যায়ের সুফি দরবেশদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তা অনেক পরে মেনে নেওয়া হয়।

হযরত আবু সাঈদ খাররাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৮৯০ বা ৮৯৯ ঈসায়ী): বাগদাদে হযরত সাররি সাক্বাতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফাদের মধ্যে অন্যতম; তিনি ছিলেন প্রাথমিক যুগের সুফি লেখকদের মধ্যে একজন।

হযরত আবুল হাসান নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯০৭ ঈসায়ী): বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ সুফি অলিআল্লাহ। তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমকালীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইশকে ইলাহীর উপর রচিত কিছু কবিতার দরুন তাঁর বিরুদ্ধে ‘জিন্দীক’, ‘কাফির’ ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত অনেকের ভুল ভেঙ্গে যায়। হৃদয়ের স্তরসমূহের কাল্পনিক বর্ণনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হযরত আমর ইবনে উসমান মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯০৯ ঈসায়ী): হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনুসারী এই প্রসিদ্ধ সুফী হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আপাতদৃষ্টিতে ইসলামবিরোধী বক্তব্যের কঠোর সমালোচক ছিলেন।

হযরত আবুল কাসিম মুহাম্মাদ জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯১০ ঈসায়ী): তিনি বাগদাদে নবম শতকের সর্বপ্রধান সুফি ছিলেন। সে যুগের অনেক আওলিয়া-দরবেশ তাঁরই সংস্পর্শে থাকতেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

হযরত আবু উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯১০ ঈসায়ী): নিশাপুরের মালামাতিয়া তরীকার কয়েকজন প্রসিদ্ধ মাশায়িখের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। তাবাকাতাস সুফিয়্যা গ্রন্থের লেখক সুলামীর দাদা হযরত ইসমাঈল ইবনে নুযাইদ সুলামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন হযরত উসমান হিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা।

হযরত আবুল আব্বাস ইবনে আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯২২ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মুরীদ। নিজের শাইখের তথাকথিত বিচারের সময় একমাত্র তিনিই বন্ধু হিসাবে কাছে ছিলেন; শেষ পর্যন্ত নিজের মুর্শিদের প্রতি অটল থাকার দরুন তাঁকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল।

হযরত হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯২২ ঈসায়ী): বাগদাদের এই প্রখ্যাত সুফি দরবেশ ফানাফিল্লাহর স্তরে উপনীত অবস্থায় শরীয়ত বিরোধী বলে বিবেচিত এক-দু'টি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন তাই তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে জীবন দিতে হয়েছিল। তাঁর এই শব্দ দু'টি ছিলোঃ আনাল হাক্ব - অর্থাৎ আমিই সত্য। উল্লেখ্য আল-হাক্ব মহান আল্লাহ

তা'আলার একটি সিফাতী নাম। তবে পরবর্তীতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি মোটেই 'খোদায়ী দাবী' করেন নি, বরং তিনি মা'রিফাতের উচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে স্বয়ং আল্লাহর কথাই নিজের মুখে উচ্চারণ করেছেন মাত্র। সুফিরা বলে থাকেন, এ ক্ষেত্রে তিনি যা ভুল করেছেন তা ছিলো এরূপ উচ্চ পর্যায়ের মা'রিফতি বাক্য সজোরে মুখে উচ্চারণ করা ঠিক হয় নি। তবে তাঁর আত্মত্যাগকে পরবর্তী যুগে 'ইশকে ইলাহীর প্রথম শহীদ' বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি খুব দক্ষ একজন কবিও ছিলেন।

হযরত আবু বকর ওয়াসিতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৩২ ঈসায়ী): তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নি। তবে আমাদের নিকট যেসব তথ্যাদি আছে তা থেকে এটা নিশ্চিন্তে উল্লেখ করা যায় যে, তিনি প্রাথমিক যুগের বাগদাদী সুফি ছিলেন এবং সেখান থেকে সুফি ঐতিহ্য সর্বপ্রথম খোরাশানে স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে খোরাশানে অসংখ্য সুফি দরবেশের আবির্ভাব ঘটে।

হযরত আবু বকর শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৪৬ ঈসায়ী): মালিকী মাযহাবের এই প্রখ্যাত সুফি শায়খ বাগদাদ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর পরিবার খোরাসানের শিবলা নামক একটি গ্রামে বাস করতেন। পরে তারা বাগদাদে চলে আসেন। অধিকাংশের মতে এখানেই শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্ম। হযরত জুনায়িদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-সহ সমকালীন প্রসিদ্ধ মাশাইখদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিলো। ইলমে তাসাওউফ তথা মা'রিফাতের উপর তিনি অনেক উক্তি করে গেছেন।

হযরত মুমশাদ দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ২৯৯ হিজরী): তখনকার যুগে প্রসিদ্ধ এই তাপস স্বীয় সাধনালয়ে নির্জন উপাসনায় মগ্ন থাকতে ভালোবাসতেন। একদা এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট দু'আ চাইলো। তিনি বললেন, আমি কেনো দু'আ করবো? তুমি নিজেই আল্লাহর দরবারে চলে যাও! লোকটি প্রশ্ন করলো, আল্লাহর দরবার কোথায়? তিনি জবাব দিলেন,

যেখানে তুমি নেই সেখানেই আল্লাহর দরবার। কথাটি শ্রবণ করে প্রশ্নকারীর অন্তরে ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো। সে নির্জনে যেয়ে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়ে গেল। পরবর্তীতে এই লোক এক প্রসিদ্ধ সুফিতে পরিণত হোন। তার হালত লক্ষ্য করে মুমশাদ দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন, "আহ! তুমি তো দেখছি বেশ কামিয়াব হয়ে গেছো"। জবাবে ঐ ব্যক্তি বললেন, হুজুর! আমার সাফল্য সবই আপনার বদৌলতে। আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী না হওয়ার নীতি আপনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। মৃত্যুকালে হযরত দিনওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছিলেন, "ত্রিশ বছর হলো আমি আমার মন হারিয়ে ফেলেছি, তা ফিরে পাওয়ার আর আশা নেই"।

হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী (মৃঃ ৩২০ হিজরী): হযরত মুহাম্মদ আলী হাকিম তিরমিযী [তিনি প্রখ্যাত হাদীস সংকলক আবু ঈসা তিরমিযী নন] ছিলেন খোরাশানের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি তাসাওউফের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখালেখির উপর প্রখ্যাত গবেষক শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করেছেন।

হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৮৬ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন ইরাকের প্রাথমিক যুগের একজন সুফি অলিআল্লাহ। একজন কঠোর তাপস হিসাবে তাঁর সুনাম ছিলো। তিনি জুনাইদ বাগদাদী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনায় বিরাট প্রভাব ফেলেন।

হযরত আবু বকর মুহাম্মদ কালাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ৯৯০ বা ৯৯৪ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন সুফিতত্ত্বের উপর রচিত 'কিতাবুত তা'আররুফ লিমাজহাব আহলুত তাসাওউফ' (তাসাওউফপন্থীদের মাযহাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)।

হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০১৫ বা ১০২১ ঈসায়ী): নিশাপুরের প্রসিদ্ধ সুফিদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মুর্শিদ। তাঁর প্রখ্যাত শাগরিদ ও খলীফা হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির লেখালেখি থেকে আমরা তাঁর সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

হযরত আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০২৩ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সুফি দরবেশ ও কবি হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুর্শিদ।

হযরত আবু নুয়াঈম ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০৩৭ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন দশ খণ্ডে সমাপ্ত সুফিদের প্রখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'হিলায়াতুল আওলিয়া' এর লেখক।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবুল খায়ির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০৪৯ ঈসায়ী): নিশাপুরের প্রখ্যাত এই শায়খ একজন দক্ষ সুফি কবিও ছিলেন। তাঁর জন্ম খোরাশানের মাইহানায়। সমকালীন যুগে সুফিদের উপর তাঁর প্রভাব ছিলো বিরাট। অত্র গ্রন্থে তাঁর উদ্ধৃতি বহু জায়গায় দেওয়া হয়েছে।

হযরত আলী ইবনে উসমান হাজবিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০৭১ ঈসায়ী): এই প্রসিদ্ধ আফগান সুফী দাতা গঞ্জে বকশ নামেও পরিচিত। তিনি ফার্সী ভাষায় তাসাওউফের উপর 'কাশফ আল-মাহজুব' নামক একটি প্রখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। এই কিতাবটিই ছিলো ফার্সী ভাষায় রচিত সুফিতত্ত্বের প্রথম গ্রন্থ। পাকিস্তানের লাহোর শহরে এই মহাত্মন অলিআল্লাহর কবর অবস্থিত।

হযরত আবুল হাসান কুশায়িরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০৭৪ ঈসায়ী): একাদশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ সুফি লেখক। তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী। তাসাওউফের 'ক্লাসিক পাঠ্যবই' হিসাবে পরিচিত তাঁর রচিত 'আর-রিসালা ফী ইলমিত তাসাওউফ' আজো বিশ্বব্যাপী পঠিত হয়। তরীকতের রাস্তায় ভ্রমণকারী নতুন সালিকদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক বলে বিবেচিত।

হযরত আব্দুল্লাহ আনসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১০৮৯ ঈসায়ী): আফগানিস্তানের হিরাতে তিনি জীবিত ছিলেন। ফার্সী ভাষায় তাসাওউফের

উপর লেখালেখি করেন। 'মানাযিলু স-সায়িরীন' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা এবং মহাত্মন অলিআল্লাহ হযরত কুশায়িরী ও হযরত আবুল হাসান খারাক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

হযরত ইমাম আবু হামিদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১১১১ ঈসায়ী): এই সুপ্রসিদ্ধ সুফি লেখক ও শিক্ষক মতান্তরে দীর্ঘ ১২ বৎসর যাবৎ দুনিয়ার মায়া-মুহাব্বত ছেড়ে মা'রিফাতের উচ্চতম স্তরে উপনীত হতে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যাযাবর জীবন যাপন করেছিলেন। ইমাম গায্যালী অনেক ধর্মীয় গ্রন্থের প্রণেতা। আজ প্রায় ৯০০ বৎসর পরও তাঁর এসব গ্রন্থ পুরো মুসলিম বিশ্বে পঠিত হচ্ছে- এমনকি কোন কোন গ্রন্থ ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপ-আমেরিকাসহ অমুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মানুষ পাঠ করে থাকেন। তাঁর প্রণীত সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম, এহিয়া উলূমুদ্দীন - বা ধর্মজ্ঞানের পুনর্জাগরণ। এই গ্রন্থে তিনি সফলভাবে শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান এবং একটা ছাড়া যে আরেকটা অসম্পূর্ণ তা তুলে ধরেন। তিনি সুফিতত্ত্বকে ইসলামের মৌলিক আক্বীদার সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ করেন।

হযরত আহমদ গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১১২৬ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন হযরত ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাই। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তিনিই বাগদাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থলাভিষিক্ত হন। এই প্রভাবশীল সুফি লেখক তাসাওউফের উপর অনেক লেখালেখি করে গেছেন।

হযরত আব্দুল মজিদ মাজদুদ হাকিম সানায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১১৩১ ঈসায়ী): আফগানিস্তানের গজনী শহরে তিনি জীবিত ছিলেন। ফার্সী ভাষায় সুফি কবিতা রচনার যুগের শুরুতে তিনি অনেক প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। পরবর্তীতে 'ফার্সী সুফি কবিতার স্বর্ণযুগে' এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। তিনি হাকিম সানায়ী নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১১৬৬ ঈসায়ী): গাউসুল আযম নামে পরিচিতি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম সবার জানা। তিনি কাদিরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা।

হযরত আবুল হাসান বুশঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ দশম শতাব্দি ঈসায়ী): সে যুগের একজন প্রখ্যাত সাধক ছিলেন হযরত বুশঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মানুষ না বুঝে তাঁকে জিন্দিক, অগ্নিপূজক ইত্যাদি বলে নিজস্ব শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। তিনি নিশাপুরে চলে যান। অবশ্য শেষ জীবনে স্বীয় জন্মস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন। সমকালীন যুগের বিখ্যাত তাপস হযরত আবু উসমান হীরী, হযরত ইবনে আতা, হযরত আবু আমর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমসহ অনেকের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিলো। কথিত আছে একদা একব্যক্তি তাঁর কবর জিয়ারত করে দু'আ করলেন। সে রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, হযরত বুশঙ্গী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসে বলছেন, "ভাই! আমার কবরের নিকট এসে পার্থিব বিষয় কামনা করে দু'আ করবেন না- এর জন্য আপনি কোন ধনী ব্যক্তির কবরের নিকট চলে যান!

হযরত আবুল আব্বাস কাসিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ দশম শতাব্দি ঈসায়ী): মার্ভ শহরে ঈসায়ী দশম শতকে এই মহাত্মন সুফি সাধক জীবিত ছিলেন। সাইয়্যারিয়া তরীকা নামক একটি তাসাওউফের তরীকার প্রতিষ্ঠাতা এই সুফির অনেক অনুসারী ছিলেন। এই তরীকাপন্থীদের সংখ্যা বর্তমানে খুব নগণ্য।

হযরত শরীফ যিনদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২১৫ ঈসায়ী): তাঁর উপাধি ছিলো নায়্যিরুদ্দীন বা দ্বীনের সূর্য। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সুফি শায়খ হযরত খাজা মওদুদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। রিয়াজত ও মুজাহাদায় তাঁর মতো ত্যাগী খুব অল্প ব্যক্তিই ছিলেন- দীর্ঘ ৪০ বৎসর তিনি লোকালয়ের আড়ালে থেকে আল্লাহ তা'আলার ধ্যান-ইবাদাত-মুরাক্বাবায় কাটিয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত "ওমা-খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লিইয়া'বুদূন" এর ধ্যান যখন হয় তখন

আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন অথচ আমি জাহিলও সৃষ্ট জগৎ নিয়ে ব্যস্ত আছি। হযরত যিনদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২২০ ঈসায়ী): তিনি শরীয়ত ও তরীকতের উচ্চ পর্যায়ের শায়খ ছিলেন। নিশাপুরের অদূরে হারুন নামক স্থানে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সুফি শায়খ হযরত শরীফ যানদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রধান খলীফা। এছাড়া স্বীয় দাদাপীর হযরত মাওদুদ চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুহবতও লাভ করেন। হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফাদের মধ্যে সর্বজনজ্ঞাত তাপস গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী রাহমাতুল্লাহির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২২০ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন 'নীরবে জিকির' পদ্ধতি ও তরীকায়ে নকশবন্দিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলীফাদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত নিযামুদ্দীন কুবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২২০ ঈসায়ী): তিনি সুফি ঐতিহ্যের একজন বড় মাফের দার্শনিক ছিলেন। মধ্য এশিয়ার এই সুখ্যাত সুফি লেখক 'কুবরাবিয়া' নামক তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। মঙ্গলদের আক্রমণের সময় তিনি শহীদ হন।

হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২২০ ঈসায়ী): 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থের প্রণেতা এই প্রসিদ্ধ সুফি লেখক আমাদের অনেকেরই পরিচিত। ফার্সী ভাষার এই মহান অলিআল্লাহ, 'মানতিকুত তায়ির' নামক একখানা বিরাট কবিতাগ্রন্থেরও রচয়িতা। তিনি নিশাপুরে বাস করতেন

এবং মঙ্গলদের আক্রমণে শহীদ হোন। অত্র গ্রন্থে তাঁর অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৩০ ঈসায়ী): ভারতের আজমীরে এই প্রসিদ্ধ চিশতী সুফি শায়খের মাজার অবস্থিত। তিনি 'গরীবে নেওয়াজ' নামেও সুপরিচিত। ইরানের সিজিস্তানে (বা সিস্তানে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে খোরাশান ও বাগদাদ হয়ে ১১৯৩ সালে ভারতে আসেন। চিশতিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতবর্ষে চিশতিয়া তরীকার প্রচার-প্রসারে মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তাঁর কারণেই এই তরীকা আজো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সুফি তরীকা হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে।

হযরত উমর ইবনে ফারিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৩৫ ঈসায়ী): মিশরের এই সুফি কবি মা'রিফাতের উপর খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও রসের প্রেমের কবিতা রচনা করে গেছেন।

হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৩৫ ঈসায়ী): ট্রান্সসোক্সানিয়ার মাওয়ারুন-নাহার নামক এক গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ চিশতি শায়খ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সর্বপ্রধান খলীফা। কথিত আছে খাজা বখতিয়ার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দৈনিক ৯৫ রাকাআত নফল নামায পড়তেন এবং ৩ হাজার বার প্রত্যহ রাতে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। একদা তিনি এক কবির রচিত এই পংক্তিটি শোনলেন: 'যারা আত্মসমর্পণের ছুরিকাঘাত ও আনন্দে নিহত হয়, তারা গায়েব থেকে এক নতুন জীবন লাভ করে'। এতে তাঁর মনে এতো বেশী প্রতিক্রিয়া করলো যে, তিনি অজ্ঞান হড়ে পড়লেন এবং বারবার এই পংক্তিটি আবৃত্তি করতে লাগলেন। প্রায় তিন দিন এই অবস্থায় কেটে গেল। দিল্লী শহরের কুতুব মিনারের নিকটে তাঁর মাজার অবস্থিত।

হযরত শিহাবুদ্দীন উমর সুহরাওয়ার্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৩৯ ঈসায়ী): তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত সুহরাওয়ার্দিয়া সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু। তিনি কাদিরিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত গাউসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমকালীন সুফি ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছেন। তিনি তাসাওউফের রাস্তার সালিকদের 'পাঠ্যপুস্তক' হিসাবে খ্যাত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আওয়ারিফিল মা'আরিফ' এর রচয়িতা।

হযরত মুসলেহ উদ্দীন সা'দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৪০ ঈসায়ী): তিনি শেখ সা'দী নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পারস্যের শিরাজ নগরীতে তাঁর জন্ম। তিনি 'নীতিমূলক কবিতার' জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়া তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোও বিরাট প্রভাবশীল। হযরত শেখ সা'দীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের নাম 'গুলিস্তান' (গোলাপ বাগান) ও বুস্তান (ফল বাগান)।

হযরত মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৪০ ঈসায়ী): তাসাওউফের ইতিহাসে তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে। তিনি স্পেনের আন্দালুচিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি সে যুগের পুরো মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন। সুফিদের নিকট হযরত ইবনুল আরাবী শাইখুল আকবর বা বড়ো শায়খ নামে পরিচিত। তিনি একজন ভালো লেখক ছিলেন। ইলমে মা'রিফাতের উপর তিনি একাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি তরীকতের একটি দার্শনিক রূপ দান করেন যাকে বলে 'ওহাহদাতুল অজুদ'। তাঁর ফুতুহুল মাক্কিয়্যা গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইশকে ইলাহীর উপর প্রচুর কবিতাও রচনা করে গেছেন।

হযরত আবুল হাসান আলী খারাক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৪০ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন উত্তর ইরানের একজন সুফি লেখক। তিনি আলীম না হয়েও সুফিতত্ত্বের উপর অত্যন্ত গূঢ় রহস্যপূর্ণ লেখা প্রকাশ করেন। তাঁর এসব

লেখা থেকে অনেকেই তাসাওউফের প্রেরণার উৎস খোঁজে পান। একজন জন্মগত অলি হিসাবে সে যুগে তাঁর বিরাট সুখ্যাতি ছিল। কথিত আছে, তিনি কারো বিশেষ মুরীদ ছিলেন না কিন্তু সুদূর অতীতে মৃত হযরত বায়িজিদ বিস্তামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মুর্শিদ ছিলেন- স্বপ্নযোগে তিনি তাঁর মুরীদ হয়েছিলেন।

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৬৫ ঈসায়ী): তিনি বাবা ফরিদ নামেও প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে ভারতে এই প্রসিদ্ধ সুফি জীবিত ছিলেন। তিনি কবি-সাহিত্যিকও ছিলেন। পাঞ্জাবী ভাষার উন্নয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। চিশতিয়া তরীকার এই প্রখ্যাত অলিআল্লাহর ওয়াসিলায় পাঞ্জাব প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। তাঁর মুর্শিদ ছিলেন হযরত কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরত গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট কয়েকজন খলীফা ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়া এবং হযরত আলী আহমদ আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে উপমহাদেশে চিশতিয়া তরীকার দু'টি শাখা তথা, চিশতিয়া নিযামিয়া এবং চিশতিয়া সাবিরিয়া এই দু'জন অলির নামানুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১২৭৩ ঈসায়ী): ফার্সী ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সুফি কবি। তুর্কীস্থানের কনিয়া শহরের বাসিন্দা এই প্রখ্যাত লেখক 'মসনবী মা'নবী' এবং 'দিওয়ান-ই-শামসে তিবরিযী' নামক দু'টি জগতখ্যাত কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। স্বীয় মুর্শিদ শামসুদ্দীন তিবরিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রেরণায় তিনি উক্ত গ্রন্থদ্বয় লিখেছিলেন। উভয় গ্রন্থেই আধ্যাত্মিক প্রেমের কবিতা প্রাধান্য লাভ করেছে। মাওলাবিয়া নামক একটি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুফিতত্ত্বে ইশকে ইলাহীর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সুফিতত্ত্বে তাঁর প্রভাব বিরাট। অত্র গ্রন্থের অনেক স্থানে তাঁর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

হযরত ইবনে আতাউল্লাহ ইসকান্দারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩০৯ ঈসায়ী): তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আবুল ফজল ইবনে আতাউল্লাহ ইসকান্দারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মিশরের আলেকজান্ড্রিয়া শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মালিকী ফকীহ, মুহাদ্দিস, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক ও সুফি শায়খ ছিলেন। তিনি খুব উচ্চ পর্যায়ের গবেষক লেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত প্রখ্যাত ক'টি গ্রন্থের নাম হলো 'আল-হিকাম', 'মিফতাহুল ফালাহ', 'আল-কুদ্দুসুল মুজাররাদ ফী মা'রিফাতাল ইসমুল মুফরাদ', 'তাজুল 'আরুসুল হাওয়ী লি তাদহিবুন নুফুস', 'উনওয়ানুত তাওফিক ফী আদাবাত তারীক্ব' এবং 'আল-লাতায়িফ ফী মানাক্বিব আবিল আব্বাসাল মুরসী ওয়া শাইখিহী আবুল হাসান'। শেষোক্ত গ্রন্থ তাঁর মুর্শিদ হযরত আবুল আব্বাস মিশরী ও তাঁর শায়খ হযরত আবুল হাসান শাদিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী। শদিলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শাদিলিয়া' সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইবনে আতাউল্লাহ ইসকান্দারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিশরের কায়রোতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তার মাজার অবস্থিত।

হযরত মাহমুদ শাবিস্তারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩৩৯ ঈসায়ী): তিনি তাবরিয শহরের একজন সুফি দরবেশ ও কবি ছিলেন। কুবরাবিয়া তরীকাপন্থী এই কবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'গুলশান-ই-রাজ'। হযরত ইবনুল আরাবীর দর্শন এতে আধ্যাত্মিক কবিতার মাধ্যমে ফুটে ওঠেছে।

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩৮০ ঈসায়ী): বাংলাদেশের সিলেট বিজয়ী প্রখ্যাত সুফি শায়খ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি ১৩৫৪ ঈসায়ী সালে অত্র অঞ্চলে ৩৬০ জন শাগরিদসহ এসেছিলেন। তিনি ও তাঁর শিষ্যবর্গের দাওয়াতী কার্যের ফলেই সিলেট বিভাগ ও দেশের পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এই মহান অলিআল্লাহর মাজার সিলেট শহরে বিদ্যমান।

হযরত শাহজালাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম সাথী ছিলেন তাঁরই ভাগিনা হযরত শাহ পরাণ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ আনুমানিক ১৩৬০ ঈসায়ী)। সুহরাওয়ার্দিয়া ও জালালিয়া তরীকার এই প্রখ্যাত সুফি সাধক স্বীয় মামার সঙ্গে ১৩০৩ ঈসায়ী সনে সিলেট বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ইয়ামনে। সিলেট বিজয়ের পর তিনি মামার নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে ব্রত হন এবং সিলেট শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে খাদিমনগরে খানকাহ স্থাপন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন। সেখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত।

হযরত শামসুদ্দীন হাফিজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩৮৯ ঈসায়ী): শুধুমাত্র কবি হাফিজ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ইরানের শিরাজ নগরীর বাসিন্দা ছিলেন। ফার্সী ভাষায় তিনি অসংখ্য সুফি কবিতা রচনা করে গেছেন। তাঁর হাতেই তাছাওউফের প্রেমের কবিতা সিদ্ধি লাভ করে।

হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩৯০ ঈসায়ী): সুফিতত্ত্বের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। হযরত আব্দুল খালিক গুজদাওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন অনুসারী এই মহাত্মন সুফি দরবেশ 'জিকরে খফী' বা নীরবে জিকির পদ্ধতির উপর জোর দিতেন। তাঁর পূর্বে নকশবন্দিয়া তরীকার নাম ছিলো 'খাজিগান'।

হযরত আলাউল হক ওয়াদিন চিশতী নিযামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৩৯৮ ঈসায়ী): পশ্চিমবঙ্গের গৌড়ের নিকটে পাণ্ডুয়া শহরে এই মহান সুফি অলিআল্লাহ জীবিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো উমর ইবনে আসাদ। আলাউল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রাথমিক জীবনে শরীয়ত ও ফিকহ শাস্ত্রের উপর পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি সবার নিকট 'গঞ্জেনাবাত' [ধনভাণ্ডার] নামে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু কিতাবী জ্ঞানে তাঁর সন্ধানী হৃদয়ের

তৃপ্তি মিঠে নি- তাই তিনি ইলমে মা'রিফাতের সাগরে নিমজ্জিত হতে হযরত আখি সিরাজউদ্দীন রাহমাতুল্লাহির নিকট মুরীদ হলেন।

এরপর তিনি একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন যা অচিরেই হাজার হাজার গরীব-দুঃখীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। তখনকার সুলতান সিকান্দর শাহ দরবেশের জনপ্রিয়তার প্রতি হিংসা পোষণ করলেন ও তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। হযরত নিযামী চলে আসলেন বাংলাদেশের তখনকার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে। এখানে এসেও তিনি 'খানক্বাহ' প্রতিষ্ঠা করে তাসাওউফের খিদমত আঞ্জাম দিতে লাগলেন। এর দু'বছর পর সুলতান তাঁকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় ফিরে বাকী জীবন কাটিয়ে ১৩৯৮ ঈসায়ী সনে ইন্তিকাল করেন। হযরত মাখদুম জাহান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেছিলেন বলে জানা যায়। শায়খ আলাউল হক ওয়াদিন নিযামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। এদের মধ্যে তাঁর পুত্র হযরত কুতবে আলম নাসিরউদ্দীন, হযরত নাসিরউদ্দীন মানিকপুরী, হযরত মাখদুম সাইয়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মুহাম্মদ তাবরিযি মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৪০৬ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন একজন ফার্সী সুফি কবি। হযরত ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহ্দাতুল অজুদ' এবং 'ইনসানে কামীল' থিওরীদ্বয়ের উপর প্রচুর কবিতা রচনা করেন। এই সুফি দর্শন তাঁরই মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে।

হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ ওলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৪৩১ ঈসায়ী): তিনি ছিলেন নিয়ামতুল্লাহ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। আলেপ্প শহরের এক প্রসিদ্ধ সুফি পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি মক্কা শরীফ, শিরাজ, ট্রান্সসোক্সানিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় ভ্রমণ করেন। এসব অঞ্চলে আজো তাঁর তরীকাপন্থী অনেক লোক বিদ্যমান। মাহান শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই তাঁর সমাধি অবস্থিত।

হযরত মাওলানা আব্দুর রাহমান জামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৪৯২ ঈসায়ী): বর্তমান আফগানিস্তানের হিরাতের এই ফার্সী ভাষার সুফি কবি অনেক কবিতা লিখে গেছেন। তিনি ছিলেন নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খ। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'নাফাহাতুল 'উনস' (নৈকট্যের শ্বাস)। এতে তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার সিলসিলা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরই সাহিত্যকর্ম দ্বারা নকশবন্দিয়া তরীকায় হযরত ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহদাতুল অজুদ' থিওরী অনুপ্রবেশ করেছিল।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া লাহিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৫১০ ঈসায়ী): তিনি হযরত শাবিস্তারীর গুলশান-ই-রাজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপর একটি বিরাট ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হযরত ইবনুল আরাবীর সুফি দর্শন ও মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেন।

হযরত আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৬২৪ ঈসায়ী): এই প্রখ্যাত সুফি মাশাইখ ছিলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দির মুজাদ্দিদ (আলফে সানী)। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বংশধর। তিনি ৯৭১ হিজরীর মুহাররমের দশ তারিখ লাহোর শহরের নিকটবর্তী 'সিরহিন্দ' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের তিনটি প্রসিদ্ধ সুফি তরীকা তথা সুহরাওয়ার্দিয়া, কাদিরিয়া ও চিশতিয়া তরীকায় তিনি খিলাফতপ্রাপ্ত শায়খ ছিলেন। এরপর তিনি নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খ হযরত মুহাম্মদ বাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নকশবন্দিয়া তরীকায় কিছু সংস্কার সাধন করেন এবং পরবর্তীতে তরীকার নাম হয়, 'নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া'। ভারতে মোগল বাদশাহ আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন ধর্মমত 'দ্বীনে ইলাহী' উৎখাতে তাঁর ভূমিকা ছিলো বিরাট। এছাড়া তিনি ইবনুল

আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ‘ওয়াহদাতুল অজুদ’ সুফিতত্ত্বের উপর অনেক আলোচনা-সমালোচনা শেষে ‘ওয়াহদাতুশ শহুদ’ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর মতে ওয়াহদাতুল অজুদ হলো শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভ্রমণে ‘আরোহণ’ পর্যায়ের শেষ সীমানা। অর্থাৎ কেউ যদি আহাদিয়্যাতের (একত্বের) শেষ সীমানায় পৌঁছে যান তাহলে তার নিকট সৃষ্ট সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়ে। সবকিছু যে মূলত আল্লাহ তা’আলার সিফাত বা গুণ বৈ কিছু নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন এই ব্যক্তির নিকট একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই অনস্তিত্ব হয়ে পড়বে। এই স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ‘সবকিছু ধ্বংস হবে থাকবে শুধু তাঁর মুখমণ্ডল’। তবে এই বাক্যে এটারও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় ‘সবকিছুর অস্তিত্ব’ আছে- অন্যথায় ধ্বংস কী হবে? এই অবস্থায় তথা ফানার স্তরে উপনীত হয়েই হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘আনাল হাক্ব’ উচ্চারণ করেছিলেন। মোটকথা, ওয়াহদাতুল অজুদ তত্ত্ব হলো সুফিদের ভ্রমণপথের এই ‘প্রেমাসক্ত অবস্থায় ফানা’ এর স্তরের ব্যাখ্যা। কিন্তু এরপর আরেকটি পর্যায় আছে যাকে বলে ‘অবরোহণ’। সাধক যখন এই স্তরে উপনীত হন তখন সবকিছু পুনরায় অস্তিত্বশীল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং পূর্ণ সত্যোপলব্ধি শুধু আরোহণ নয় অবরোহণসহ সম্ভব। আরোহণের পর্যায়ের সফর হলো খালক্ব (সৃষ্টি) থেকে হক্ব-এ, এবং অবরোহণের পর্যায় হলো হক্ব থেকে খালক্ব-এ। প্রথম অংশকে বলে ‘ওয়াহদাতুল অজুদ’ এবং দ্বিতীয় অংশের নাম ‘ওয়াহদাতুশ শহুদ’। এতে এটাই স্পষ্ট হলো উভয় তত্ত্বে আসলে কোন সংঘাত নেই- বরং দু’টি ভিন্ন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার হাক্বিকাতের স্তর এবং এর ব্যাখ্যা মাত্র।

হযরত নৌশা গঞ্জেবশখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৬৫৪): ভারত উপমহাদেশে ইসলামের ফিকহশাস্ত্র, সুফিতত্ত্ব ও মুবাল্লিগ হিসাবে এই মহান অলিআল্লাহর অনেক অবদান আছে। তিনি ‘নওশিয়া’ নামক একটি সুফি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৫৫২ সালের ২১ আগষ্ট (১ম রামাদ্বান) ভারতের

গুজরাটে এই মহাত্মনের জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত অলিআল্লাহ হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র ও মুরীদ ছিলেন।

হযরত দাড়াশিকো রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৬৫৯ ঈসায়ী): মুসলিম এই প্রসিদ্ধ শাহজাদা একজন সুফি দরবেশও ছিলেন। তিনি একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়া হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ থেকেই উনবিংশ শতকে তা লাতিন ভাষায় রূপান্তর হয়।

হযরত হাজী জাফর আহমদ ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৮৯৯ ঈসায়ী): ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত এই জ্ঞান তাপস কর্তৃক ইলমে তাসাওউফের বিরাট খিদমাত সাধিত হয়েছে। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হচ্ছেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। পরিণত বয়সে হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভবিষ্যৎ মুর্শিদ হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঝানঝানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা। ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনে তিনি সিপাহসালার হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বৃটিশ বেনিয়ারা অসংখ্য আলীম-উলামা পীর-দরবেশদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। হাজী সাহেবকেও গ্রেফতার করার নির্দেশ জারী হয়। তবে আল্লাহর অসীম কৃপায় তিনি বেঁচে যান এবং ১২৭৬ হিজরী সনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মক্কা মুকাররমায় হিজরত করেন। এখানেই তিনি বাকী জীবন কাটিয়ে ১৮৯৯ সালে ইন্তিকাল করেন। মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল মু'আল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আহমদ আলাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৯৩৪ ঈসায়ী): আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে তিনি আধুনিক যুগে জীবিত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুফী তরীকার নাম, আলাওয়িয়া- আলজেরিয়া ও আশপাশ অঞ্চলে এই তরীকার অনেক অনুসারী আছেন।

হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৯৫৭ ঈসায়ী): আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পিতা হযরত সাইয়্যিদ হাবীবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রসিদ্ধ সুফি শায়খ হযরত মাওলানা ফজলুর রাহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা ছিলেন। ভারত উপমহাদেশের বৃটিশ খেদাও আন্দোলনসহ ইসলামী রাজনীতিতে তাঁর অফুরন্ত অবদান আছে। তবে শাইখুল হাদীস হিসাবে সুদীর্ঘকাল মদীনা মুনুওয়ারা এবং দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতাসহ তরীকত তথা ইসলামী রূহানিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব মুসলিম বিশ্বে বিরাট। উপমহাদেশে তাঁর অসংখ্য খলীফা ছিলেন এবং বর্তমানেও এদের কেউ কেউ জীবিত আছেন। আমার (এই লেখকের) তরীকতের মুর্শিদ কুতবে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া (দাঃবাঃ) তাঁর বিশেষ মুরীদ ও ছাত্র ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটে হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পদার্পণ পড়ায় অত্র অঞ্চলে যে দ্বীনি সংস্কারসাধন ও উন্নয়ন হয়েছিল তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সুযোগ্য বেশ কয়েকজন খলীফা বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান আছেন। এদের মধ্যে হাটহাজারী মাদ্রাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা আহমদ শফী (দাঃবাঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নোমান পটিয়া (দা:বা:), হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান গুনই (দাঃবাঃ) এবং হযরত মাওলানা আব্দুল মুমিন শায়খে ইমামবাড়ি (দাঃবাঃ) এর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হযরত ভাই সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (মৃঃ ১৯৬৬ ঈসায়ী): ভারতের উত্তরাঞ্চলের কামপুরের অধিবাসী ছিলেন এই সুফি দরবেশ। তিনি নকশবন্দিয়া তরীকাপন্থী শায়খ ছিলেন। তাঁর মুরিদদের মধ্যে বেশ কিছু ইউরোপিয়ানও আছেন।